স্বামী বিবেকানন্দের

পত্রাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

পঞ্চম সংস্করণ

উদ্বোধন কার্য্যালয়।

১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল।

[মূল্য ৷৷৵০ আনা

পত্রাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

(১)

[স্বামিজী আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে খেতড়িনিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে ইংরাজিতে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—ইহা তাহারই অনুবাদ।]

বোম্বাই। ২০।৯।১৮৯২।

প্রিয় পণ্ডিতজী মহারাজ—

আমি যথাসময়ে আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি প্রশংসার উপযুক্ত না হইলেও, আমাকে কেন যে প্রশংসা করা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রভু যীশুর কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়, 'ভাল একজন মাত্রই আছেন —স্বয়ং প্রভু ভগবান্‌ই একমাত্র ভাল।' অপর সকলে তাঁহারই হস্তের যন্ত্রমাত্র। মহতো মহীয়ান্ ঈশ্বর এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণই গৌরবপাত্র, আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তি নহে। এ ক্ষেত্রে 'ভৃত্য তাহার বেতনের অধিকারী নহে।' বিশেষতঃ, ফকিরের কোনরূপ প্রশংসা-লাভের অধিকার নাই। ভৃত্য যদি শুধু তাহার কার্য্য করিয়া থাকে, তবে কি আপনি তাহার প্রশংসা করেন?

আ·াকরি, আপনি সপরিবারে সম্পূর্ণ কুশলে আছেন। পণ্ডিত সুন্দরলালজী ও মদীয় অধ্যাপক * যে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

এখন আপনাকে আমি অন্য এক বিষয় বলিতে চাই :—হিন্দুগণ চিরকালই সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা সত্যের বিচার দ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের সকল দর্শনেই আমরা দেখিতে পাই,—প্রথমে একটী সাধারণ প্রতিজ্ঞা ধরিয়া লইয়া, তার পর চুলচেরা বিচার চলি-তেছে; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাটিই হয়ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও বালকোচিত। কেহই এই সকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা অথবা অনুসন্ধান করে নাই। তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। সেইজন্যই আমাদের দেশে পর্য্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ (Generali-sation—বিশেষ বিশেষ সত্য হইতে এক সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞান-সমূহের অত্যন্তাভাব দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি?

* স্বামিজী খেতড়ীতে জনৈক পণ্ডিতের নিকট পাণিনি শিক্ষা করেন। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া 'মদীয় অধ্যাপক' বলিতেছেন।

ইহার দুইটী কারণ আছে ঃ—প্রথমতঃ, এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্তাধিক্য হেতু আমাদিগকে কর্ম্মপ্রিয় না করিয়া শান্তি ও চিন্তাপ্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। সমুদ্রযাত্রা করিতে বা দূরভ্রমণ করিতে লোকে যে যাইত না, তাহা নহে; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বণিক্‌গণের সংখ্যাই অধিক ছিল—পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা, ইহাদিগের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে রোধ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে মনুষ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত না হইয়া উহার অবনতিই হইয়াছিল। কারণ, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ সদোষ ছিল। ইহারা বিভিন্ন দেশের যে বিবরণ প্রদান করিত, তাহা অত্যুক্তিপূর্ণ ও কাল্পনিক ছিল—সুতরাং উহা লোকগ্রাহ্য হয় নাই।

সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় এক জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংশ্রব

রাখিতে হইবে। পর্ব্বোপরি, আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এখন যে বিষম অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা ভাবিলে হাস্যের উদ্রেক হয়। যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সে যেন সংক্রামক রোগের ন্যায় তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে, কিন্তু যখনই পাদরি সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা (যতই ছিন্ন ও জর্জ্জরিত হউক) জামা পরিতে পায়, তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতেও প্রবেশাধিকার পায়। আমি ত এমন লোক দেখিতে পাই না, যে তখন ভরসা করিয়া তাহাকে একখানা চেয়ার দিতে ও তাহার সহিত সপ্রেম করমর্দ্দনে অস্বীকার করিতে পারে!! এর চেয়ে আর অদৃষ্টের পরিহাস কতদূর হইতে পারে? এখন এই পাদরিরা দক্ষিণে কি কর্‌ছে, দেখ্‌বেন আসুন দেখি। উহারা লাখ্ লাখ্ নীচ জাতকে খ্রীষ্টান করে ফেল্‌চে—আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী, এবং স্ত্রীলোকেরা, এমন কি, রাজবংশীয়া মহিলাগণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের উপপত্নী-রূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকি ভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। আর আমি

তাদের দোষও দিতে পারি না। তাদের আর কোন্ বিষয়ে অধিকার আছে বলুন? হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইএর ন্যায় দেখিবে?

আপনারই
বিবেকানন্দ।

---

(২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

George W. Hale,
541, Dearborn Avenue
Chicago.

১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু—

এদেশে আসিয়া অবধি তোমাদের পত্র লিখি নাই। কিন্তু হরিদাস ভাইএর* পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। G. C. Ghosh † এবং তোমরা যে হরিদাস ভাইএর যথোচিত খাতির করিয়াছ, তাহা বড়ই ভাল।

* হরিদাস ভাই—জুনাগড়ের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান। স্বামিজীর আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বেই ইঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হয় এবং ইঁহার সাহায্যেই তাঁহার ভারতবর্ষের অনেক রাজারাজড়ার সহিত বিশেষ আলাপ হয়।

† ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বিখ্যাত নাটক রচয়িতা ও অভিনেতা।

এদেশে আমার কোনও অভাব নাই; তবে ভিক্ষা চলে না; পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। এদেশে যেমন গরম, তেম্নি শীত। গরমি কলিকাতার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু হাত তিন হাত, কোথাও ৪।৫ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণভাগে বরফ নাই। বরফ তো ছোট জিনিস। যখন পারা জিরোর উপর ৩২ থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলিকাতায় কদাচ ৬০ হয়—জিরোর উপর, ইংলণ্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নীচে ৪০।৫০ তক নেবে যান। উত্তর-ভাগে কানাডায় পারা জমে যায়। তখন আল্‌কোহল্‌ থার্‌মোমিটার্‌ ব্যবহার করিতে হয়। যখন বড্ড ঠাণ্ডা, অর্থাৎ যখন পারা জিরোর উপর ২০ ডিগ্রিরও নীচে থাকে, তখন বরফ পড়ে না। আমার বোধ ছিল বরফ পড়া একটা বড় ঠাণ্ডা। তা নয়, বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে। বেজায় ঠাণ্ডায় একরকম নেশা হয়। গাড়ী চলে না, শ্লেজ চক্রহীন ঘস্‌ড়ে যায়! সব জমে কাঠ—নদী নালা লেকের (হ্রদের) উপর হাতী চলে যেতে পারে। নায়াগারার প্রচণ্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্ঝর জমে পাথর!!! কিন্তু আমি বেশ আছি। প্রথমে একটু ভয় হ'য়েছিল, তার পর গরজের দায়ে একদিন

রেলে করে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা লেকচার ক'রে বেড়াচ্চি। গাড়ী ঘরের মত Steam pipe (ষ্টিম পাইপ্—নলযোগে চালিত বাষ্প) যোগে খুব গরম, আর চারিদিকে বরফের রাশি ধপ্‌ধপে সাদা—সে অপূর্ব্ব শোভা।

বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কাণ খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশীকৃত গরম কাপড়, তার উপর সলোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হ'য়ে বাহিরে যেতে হয়। নিঃশ্বাস বেরুতে না বেরুতেই দাড়িতে জমে যাচ্চেন। তাতে তামাসা কি জান ? বাড়ীর ভেতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ীর ভেতর গরম কি না, তাই। প্রত্যেক ঘরে, সিঁড়িতে Steam pipe গরম রাখ্‌চে। কলা-কৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে বিলাসে অদ্বিতীয়, পয়সা রোজকারে অদ্বিতীয়, খরচে অদ্বিতীয়। কুলির রোজ ৬৲ টাকা, চাকরের তাই, ৩৲ টাকার কম ঠিকা গাড়ী পাওয়া যায় না। চারি আনার কম চুরুট নাই। ২৪৲ টাকায় মধ্যবিৎ জুতো একজোড়া। ৫০০৲ টাকায় একটা পোষাক। যেমন রোজকার, তেমনি খরচ। একটা লেক্‌চার ২০০।৩০০।৫০০।২০০০।৩০০০ পর্য্যন্ত। আমি ৫০০৲

টাকা * পর্য্যন্ত পাইয়াছি। অবশ্য—আমার এখানে এখন পোহাবার। এরা আমায় ভালবাসে, হাজার হাজার লোক আমার কথা শুনিতে আসে।

প্রভুর ইচ্ছা—মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগো শুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙ্গে পড়্‌তে লাগ্‌ল, তখন—ভায়ার মনে আগুন জ্বল্‌লো! * * * * ;

ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। * * আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রী-কাতরতা। হম্‌বড়া, আর কেউ বড় হবে না। "যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে ন জানীমহে।" † ভর্ত্তৃহরি।

---

* বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামিজী একটী Lecture Bureau (বক্তৃতা কোম্পানি—ইহারা ভাল ভাল বক্তা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইয়া থাকে এবং বক্তৃতার সমুদয় বন্দোবস্ত করে। টিকিট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পায়, তাহার কতকাংশ ঐ বক্তাকে দিয়া থাকে) সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে অনেকে ইঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, পয়সা না লইলে তথায় কেহ বক্তৃতা শুনে না। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন, ইহাতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করা অসম্ভব, তখন ইহাদের সহিত সমুদয় সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া বক্তৃতালব্ধ অর্থের অধিকাংশ ভারতের নানা সৎকার্য্যে দান করিয়া বিনা পয়সায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

† যাহারা নিরর্থক পরের অনিষ্টসাধন করে, তাহারা যে কিরূপ লোক, তাহা বলিতে পারি না।

এদেশের মেয়ের মত মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষু" (যিনি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) এদেশে, আর "পাপাত্মনাং হৃদয়েষ্বলক্ষ্মীঃ" (পাপাত্মাগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী) আমাদের দেশে, এই বোঝ। হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম, "ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ" ইত্যাদি। (তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই লজ্জা-স্বরূপিণী)। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" (যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা) ইত্যাদি। এ দেশের বরফ যেমনি সাদা তেমন হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন তেমনি পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা! * প্রভো, এখন বুঝ্‌তে পারছি। আরে দাদা, "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে তত্র দেবতাঃ" (যেখানে স্ত্রীলোকেরা আনন্দে থাকে, দেবতারাও তথায় আনন্দ করেন) বুড় মনু বলেছে। আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। বাপ্, আকাশ পাতাল ভেদ!! "যাথাতথ্যতো অর্থান্ ব্যদধাতি।" ঈশ-উপ। (যথোপযুক্তভাবে কর্ম্মফল বিধান করেন)।

প্রভু কি গল্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন, “ত্বম্ স্ত্রী ত্বম্ পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী,” ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতর-উপ। (তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা)। আর আমরা বল্ছি,—“দূরমপসর রে চণ্ডাল।” (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা); “কেনৈষা নির্ম্মিতা নারী মোহিনী,” ইত্যাদি। (কে এই মোহিনী নারীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে?) দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! * * যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম? আমাদের কি আর ধর্ম্ম? আমাদের “ছুৎমার্গ,” খালি “আমায় ছুঁয়ো না,” “আমায় ছুঁয়ো না”। হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বৎসর খালি বিচার কর্ছে, ডান হাতে খাব, কি বাঁ হাতে, ডান্ দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক্ থেকে—* * তাদের অধোগতি হবে না ত কার হবে? “কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ।” (সকলেই নিদ্রিত হইয়া থাকিলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে অতিক্রম করা বড়ই কঠিন)। তিনি জানিতেছেন, তাঁর চক্ষে কে ধূলো দেয় বাবা!

যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ্ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ

ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক। সে ধর্ম্ম, না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এইটী তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এ দেশ দেখেছি! কারণ বিনা কার্য্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি?

সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য-বচনদ্বয়ং।
পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥

(সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুইটী বাক্য আছে—পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়।)

সত্য নয় কি?

দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin (কুমারীকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে ব'সে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুক্‌রার উপর ব'সে—এই যে আমরা এত জন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। (খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।—গুরুদেব বল্‌তেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন কর্‌ছে, তার কারণ মুর্খতা; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু'পা দিয়ে দলিয়েছি।)

মনে কর, * * যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ ক'রে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতি-কল্পে বেড়ায়, তা হ'লে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। (এ সমস্ত প্লান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখ্‌তে পারি না।) ফল কথা—If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain.* গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসিতে পারে না, আর কবিতা ফবিতা প'ড়ে তাদের কোনও উপকার নাই। We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and *raise the masses*. The Hindu, the Mahommedan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from

* পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবে। অর্থাৎ গরীবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখ্‌তে না পারে, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের শিখাতে হবে।

inside, i.e., from the orthodox Hindus. In every country the evils exist not with but against religion. Religion therefore is not to be blamed—but men. (১)

এটা করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি সহরে আমি ১০।১৫ লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তার পর ঘুরলাম, ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!!! * * Selfishness Personified (২)—তারা দেবে! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজকার করিব, করে দেশে যাব and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life. (৩)

---

(১) আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেই জন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের উঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে—খাঁটী হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের দেশের ধর্ম্মের দোষ নয়, ধর্ম্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুণই এই সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্ম্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।

(২) মূর্ত্তিমান্ স্বার্থপরতা।

(৩) আর আমার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ আমার জীবনের এই এক উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য লাগবো।

যেমন আমাদের দেশে Social virtueর (যে সকল গুণে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়, সেই সকল গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে Spirituality নাই, এদের spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্চে। কতদিনে সিদ্ধকাম হব জানিনা, * * এরা hypocrite (কপট) নয়, আর jealousy (ঈর্ষ্যা) একেবারে নাই। হিন্দুস্থানের কারও উপর depend (নির্ভর) করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজকার করে নিজের plans carry out (উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত) কর্‌বো or die in the attempt (কিম্বা ঐ চেষ্টায় মর্‌বো)। "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।" (যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সৎ উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করা বরং ভাল)।

তোমরা হয় ত মনে করিতে পার, কি Utopian nonsense (অসম্ভব বাজে কথা) ! * * কিন্তু গুরুদেব will show me the way out (আমাকে পথ দেখাইবেন) ইতি। Jealousy ত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে থাক্‌তে পারে না, ঐটে আমাদের জাতের দোষ, national sin (জাতীয় পাপ) ! ! ! এদেশে ঐটে নাই, তাই এরা এত বড়।

আমাদের মত কূপমণ্ডুক ত দুনিয়ায় নাই। কোনও একটা নূতন জিনিষ কোনও দেশ থেকে আসুক দিকি,

আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? আমাদের মত দুনিয়ায় কেউ নেই "আর্য্য" বংশ!!! * * *

কিমধিকমিতি—বিবেকানন্দ।

---

(৩)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আমেরিকা, ১৮৯৪।

প্রিয় ধর্ম্মপাল—

আমি তোমার কলিকাতার ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই মঠের ঠিকানায় এই পত্র পাঠাইলাম। আমি তোমার কলিকাতার বক্তৃতার কথা এবং উহা দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য্য ফল হইয়াছিল, তাহা সব শুনিয়াছি। * * *

এখানকার জনৈক কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত মিশনরি আমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া একখানি পত্র লেখেন, তার পর তাড়াতাড়ি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটী ছাপিয়ে একটা হুজুগ করবার চেষ্টা করেন। তবে তুমি অবশ্য জানো, এখানকার লোকে এরূপ ভদ্রলোকদের কিরূপ ভাবিয়া থাকে। আবার সেই মিশনরিটীই গোপনে আমার কতকগুলি বন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁরা যাতে আমার কোন সহায়তা না করেন, তার চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি তাঁদের কাছ থেকে অবিমিশ্র ঘৃণাই পেলেন। আমি এই

লোকটার ব্যবহারে একবারে অবাক্ হয়ে গেছি। একজন ধর্ম্মের প্রচারক—তাঁর এইরূপ সব কপট ব্যবহার! দুঃখের বিষয়—সব দেশে, সব ধর্ম্মেই এইরূপ ভাব বেজায়!

গত শীতকালে আমি এ দেশে খুব বেড়িয়েছি—যদিও শীত অতিরিক্ত ছিল, আমার তত শীত বোধ হয়নি। মনে করেছিলুম—ভয়ানক শীত ভোগ করতে হবে, কিন্তু ভালয় ভালয় কেটে গেছে। 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' (Free Religious Societyর) সভাপতি কর্ণেল নেগিন্সনকে তোমার অবশ্য স্মরণ আছে—তিনি খুব যত্নের সহিত তোমার খবরাখবর সব নিয়ে থাকেন। সেদিন অক্স-ফোর্ডের (ইংলণ্ড) ডাঃ কার্পেণ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি প্লাইমাউথে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি খুব সহানুভূতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি তোমার সম্বন্ধে আর তোমার কাগজের সম্বন্ধে খোঁজ কর্লেন। আশা করি, তোমার মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যিনি 'বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়' এসেছিলেন, তুমি তাঁর উপযুক্ত দাস।

তোমার যখন অবকাশ থাক্বে, তখন দয়া করে আমার সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখ্বে। তোমার কাগজে আমি সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। ইণ্ডিয়ান্ মিররের মহামনা সম্পাদক মহাশয়

আমার প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছেন—তজ্জন্য তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পরম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

কবে আমি এদেশ ছাড়্‌ব, জানি না। তোমাদের থিওজফিক্যাল্ সোসাইটির মিঃ জজ্ ও অন্যান্য অনেক সভ্যের সহিত আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁরা সকলেই খুব ভদ্র ও সরল, আর অধিকাংশই বেশ শিক্ষিত।

মিঃ জজ্ খুব কঠোর পরিশ্রমী—তিনি থিওজফি প্রচারের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করেছেন। এদেশে তাঁদের ভাব লোকের ভিতর খুব প্রবেশ করেছে, কিন্তু গোঁড়া ক্রিশ্চান্‌রা তাঁদের পছন্দ করে না। সে ত তাদেরই ভুল। ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক কোটি নব্বই লক্ষ লোক কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন না কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টিয়ান্‌গণ বাকি লোকদের কোন রকম ধর্ম্ম দিতে পারেন না। যাদের আদতে কোন ধর্ম্ম নেই, থিওজফিষ্টরা যদি তাদের কোন না কোন আকারে ধর্ম্ম দিতে কৃতকার্য্য হন, তাতে গোঁড়াদেরই বা আপত্তির কারণ কি, তা ত বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু খাঁটি গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশ হতে দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছে। এখানে খ্রীষ্টধর্ম্মের যে রূপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা ভারতের খ্রীষ্টধর্ম্ম হতে এত তফাৎ যে, বলবার নয়।

ধর্ম্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, এদেশে এপিস্কোপ্যাল্ * এমন কি, প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ † চার্চ্চের ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁরা তোমারই মত উদার, আবার তাঁদের নিজের ধর্ম্ম অকপটভাবে বিশ্বাস করেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক সর্ব্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। তাঁর ভিতরে যে প্রেম আছে, তাইতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার হতে হয়। কেবল যাদের কাছে ধর্ম্ম একটা ব্যবসামাত্র, তাঁরাই ধর্ম্মের ভিতর সংসারের ঝগড়া বিবাদ স্বার্থপরতা এনে—ব্যবসার খাতিরে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ও বিকটভাবাপন্ন হতে বাধ্য হন।

তোমার চিরভ্রাতৃপ্রেমাবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

---

(৪)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

১৮৯৪, গ্রীষ্মকাল।

অভিন্নহৃদয়েষু—

তোমাদের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম।

---

* এপিস্কোপ্যাল চার্চ্চ—যাহাতে শাসনভার বিশপগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহাদের অধীনে আর দুই শ্রেণীর যাজক থাকেন।

† প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ চার্চ্চ—যাহাতে শাসনভার সমানপদস্থ প্রীষ্ট্ বা যাজকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

—শোকসম্বাদে দুঃখিত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছা। এ কার্য্য-ক্ষেত্র, ভোগক্ষেত্র নহে, সকলেই কাজ ফুরুলে ঘরে যাবে, কেউ আগে কেউ পাছে।—গেছে, প্রভুর ইচ্ছা। মহোৎসব বড়ই ধূমধামে হয়েছে, বেশ কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায়, ততই ভাল। তবে একটি কথা—মহাপুরুষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি করে—এই ত পৃথিবীর ইতিহাস। তাঁর নাম লোকে নেয় বা না নেয়, আমি কোনও খাতিরে আনি না, তবে তাঁর উপদেশ, জীবন, শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে ঐটী all in all (সর্ব্বস্ব) করে সেই পুরোণ ফ্যাসনের nonsense (বাজে ব্যাপার) করে ফেল্‌বার একটা tendency (ঝোঁক) আছে, আমার তাই ভয়। আমি জানি, তারা কেন ঐ পুরোণ ছেঁড়া ceremonial (অনুষ্ঠানপদ্ধতি) নিয়ে ব্যস্ত। ওদের spirit (আন্তরাত্মা) চায় work (কায), কোনও outlet (বাহির হবার পথ) নেই, তাই ঘণ্টা নেড়ে energy (শক্তি) খরচ করে।

তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্য্যে পরিণত কর্‌তে পারিস্, তবে জান্‌ব তোরা মরদ, আর

কাজে আস্‌বি। সকলে মিলে একটা যুক্তি কর্‌। গোটা-কত ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তার পর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তার পর কতকগুলো গরীব গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তার পর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর। কোন্‌ দেশে কি হয়, কি হচ্চে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোক খুলে, তাই চেষ্টা কর। সন্ধ্যের পরে দিন দুপুরে কত গরীব মূর্খ ওখানে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোক খুলে দাও। পুঁতি পাতড়ার কর্ম্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর—পার কি ? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া ?

—র কথা মান্দ্রাজ হইতে সকল পাইয়াছি। তারা তাঁর উপর বড়ই প্রীত।—তুমি যদি কিছুদিন মান্দ্রাজে গিয়ে থাক, তা হলে অনেক কাজ হয়। কিন্তু প্রথমে এই কাজটা সুরু করে যাও। মেয়ে ভক্তেরা কতকগুলি বিধবা মেয়ে চেলা বনাতে পারে না কি ? আর তোমরা তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিদ্যে সাদ্দি দিতে পার না কি ? তার পর তাদের ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ ভজাতে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে শেখাতে পাঠিয়ে দিতে পার না কি ? * *

উঠে পড়ে লেগে যাও দেখি। গল্প মারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য্য করিতে হইবেক। দেখি, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কতদূর গড়ায়।—গরম কাপড় চাই লিখেছে। এরা গরম কাপড় ইউরোপ আর ইণ্ডিয়া থেকে আনায়। যে দামে এখানে গরম কাপড় কিনব, তার সিকি দামে সেই কাপড় কল্‌কাতায় মিল্‌বে। * কবে ইউরোপে যাব জানি না, আমার সকলই অনিশ্চিত—এদেশে এক রকম চলেছে, এই পর্য্যন্ত।

এ বড় মজার দেশ। গরমি পড়েছে—আজ সকালবেলা আমাদের বৈশাখের গরম আর এখন এলাহাবাদের মাঘমাসের শীত!! চার ঘণ্টার ভেতর এত পরিবর্ত্তন! এখানের হোটেলের কথা কি বলিব! নিউইয়র্কে এক হোটেল আছেন, যেখানে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত রোজ ঘর ভাড়া, খাওয়া দাওয়া ছাড়া। ভোগবিলাসের দেশ ইউরোপেও এমন নাই। এরা হল পৃথিবীর মধ্যে ধনী দেশ—টাকা খোলামকুচির মত খরচ হয়ে যায়। আমি কদাচ হোটেলে থাকি। * * এখন মুলুক শুদ্ধ লোকে আমায় জানে, সুতরাং যেখানে যাই, আগ বাড়িয়ে আমায় ঘরে তুলে নেয়। হ—যার বাড়ীতে চিকাগোয় আমার centre (কেন্দ্র), তাঁর স্ত্রীকে আমি মা বলি, আর তাঁর মেয়েরা আমাকে দাদা বলে। এমন মহা

পবিত্র দয়ালু পরিবার আমিত আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা? কি দয়া এদের! যদি খবর পেলে যে, একজন গরীব ফলানা জায়গায় কষ্টে রয়েছে, মেয়েমদ্দে চল্‌ল। তাকে খাবার কাপড় দিতে—কাজ জুটিয়ে দিতে! আর আমরা কি করি!

এরা গরমিকালে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে অথবা সমুদ্রের কিনারায় যায়। আমিও যাব একটা কোনও জায়গায়—এখনও ঠিক করি নাই। আর সকল যেমন ইংরেজদের দেখেছ, তেম্নি আর কি। বইপত্র সব আছে বটে, কিন্তু মহা মাগ্‌গি, সে দামে ৫ গুণো সেই জিনিস কল্‌কাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আস্‌তে দেবে না। মহা কর বসিয়ে দেয়—কাজেই আগুন হয়ে দাঁড়ায়। আর এরা বড় একটা কাপড় চোপড় বনায় না—এরা যন্ত্র আওজার আর গম, তুলা ইত্যাদি তৈয়ার করে—তা সস্তা বটে।

ভাল কথা, এখানে ইলিস মাছ অপর্য্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক—কলা, লেবু, পেয়ারা, আপেল, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর যথেষ্ট, আরও অনেক ফল কালিফোর্ণিয়া হতে আসে। আনারস ঢের—তবে আম, নিচু ইত্যাদি নাই।

একরকম শাক আছে, spinach—যা রাঁধিলে ঠিক

আমাদের নটে শাকের মত খেতে লাগে আর যেগুলোকে এরা asparagus বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গোর ডাঁটা, তবে চচ্চড়ি নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাউরুটী আছেন, হর রঙ্গের নানা রকমের মাছমাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মত। দুধ আছেন, দই কদাচ, ঘোল অপর্য্যাপ্ত। মাঠা (cream) সর্ব্বদাই ব্যবহার। চায়ে, কাফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা—cream—সর নয়, দুধের মাঠা। আর মাখনও আছেন আর বরফজল, —শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দ্দি কি জ্বর এন্তের বরফজল। এরা scientific (বৈজ্ঞানিক) মানুষ, সর্দ্দিতে বরফজল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুল্পি এন্তের নানা আকারের। নায়াগারা falls (জলপ্রপাত) হরির ইচ্ছায় ৭।৮ বার ত দেখ্‌লুম। খুব grand (মহান্ ও উচ্চভাবোদ্দীপক) বটে, তবে যত শুনেছ, তা নয়। একদিন শীতকালে aurora borealis* হয়েছিল।

---

*Aurora Borealis—পৃথিবীর উত্তরবিভাগে রাত্রিকালে (তথায় ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি) কখনও কখনও নভোমণ্ডলে এক প্রকার কম্পমান বৈদ্যুতিক আলোক দেখা দিয়া থাকে। উহা নানা আকারের এবং নানা বর্ণের হইয়া থাকে। ইহাকেই আরোরা বোরিয়ালিস কহে।

—বোধ হয় এতদিনে বেশ সেরে গেছে।—র ঘুরঘুরে রোগ এখনও শান্তি হয় নাই। একটা powor of organization (সঙ্ঘপরিচালনাশক্তি) চাই—বুঝেছ? —র originality (মৌলিকতা) ভারি কম, তবে খুব good workman, persevering (ভাল কাজের লোক—অধ্যবসায়শীল), সেটা বড়ই দরকার, আর খুব executive (কাজের লোক)। কতকগুলো চেলা চাই—fiery youngmen (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক), বুঝ্‌তে পারলে? —intelligent and brave (বুদ্ধিমান্ ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝ্‌লে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ্দ both (দুই)। প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর। চেলা বনাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও।

Indian Mirrorকে পরমহংস মশায় নরেনকে হেন বল্‌তেন তেন বল্‌তেন, কেন বল্‌তে গেলে—আর আজগুবি ফাজগুবি যত—পরমহংস মশায়ের বুঝি আর কিছুই ছিল না? খালি thought reading আর nonsense (পরিচিত্তবিজ্ঞান আর বাজে) আজগুবি! * * *—কে আর—কে আমার বহুত বহুত দণ্ডবৎ লাষ্টিবৎ ইষ্টিকবৎ ছতরীবৎ দিবে।—আনাগোনা করুছে, বেশ বেশ।—কে

তোমরা চিঠিপত্র লেখ— আমার ভালবাসা জানিও যত্ন করো। সব ঠিক আস্‌বে ধীরে ধীরে। আমার বহুত চিঠি লিখ্‌বার সময় বড় একটা হয় না। Lecture ফেক্‌চার ত কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব যুটিয়ে দেন। কাগজ পত্রের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। একবার ডিট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক্ হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মধো তোর পেটে এতও ছিল'!! এরা সব বলে পুঁথি লেখ, একটা এইবার লিখ্‌তে ফিক্‌তে হবে দেখ্‌ছি। ঐ ত মুস্কিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হেঙ্গাম করে বাবা! * * *

সমাজকে, জগতকে electrily (বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত) করিতে হইবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘণ্টানাড়ার কাজ? ঘণ্টানাড়া গৃহস্থের কর্ম্ম, তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought currents (ভাবপ্রবাহ বিস্তার)। * * *

Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাক্, তার পর আমি আস্‌ছি, বুঝলে? দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে মদ্দ—বুঝ্‌লে? চেলা চাই at any risk (যে কোন রকমে হোক্)। তাঁদের গিয়ে বল্‌বে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো। গৃহস্থ চেলার

কাম নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক এক জনে ১০০ মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men not fools (শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থূল বাঁধাতে হবে, হুঁকো ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও—মান্দ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মত চক্র মার দিকি বার কতক, জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, মেয়ে মদ্দ যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তার পর আমি আস্‌ছি। মহা spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে, তাঁর কৃপায়—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ (goal) বিবোধত।"

Life is in ever expanding, contraction is death (সদাই বিস্তার—জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু)। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুজ্‌ছে, কুড়েমি কর্‌ছে, তার নরকেও যায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্য্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)। যে এই মহা সন্ধি-পূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করিবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে। এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, প্রাণাত্যয়েঽপি

পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ (প্রাণত্যাগ হইলেও পরের কল্যাণা-কাঙ্ক্ষী) তাঁরা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক্ এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র তাঁর শিক্ষা, ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আস্‌ছে, onward, onward, (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়েমদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে। Onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে. কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্চে, দেখেও দেখ্‌চ না? একি ছেলেখেলা, একি জ্যাঠামি, একি চেঙ্গড়ামি,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখ্‌তে পারছি না—Onward, এই কথাটা খালি বল্‌ছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (ভাব) আস্‌বে, বিশ্বাস কর। Onward, হরে হরে। চিঠি বাজার করনা। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে।

Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁসিয়ার—তিনি আস্‌ছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব গুরবো, পাপী তাপী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভিতর তিনি আস্‌বেন। তাদের মুখে সরস্বতী বস্‌বে, তাদের চক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বস্‌বেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক্।

আমি আর লিখতে পারছি না, বাকি তিনি নিজে বলুনগে। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৫)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো,
C/o জর্জ্জ ডবলিউ হেল। ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু—

তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ম—লীলা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত। গুরুমারা বিদ্যে করতে গেলে ঐ রকম হয়। আমার অপরাধ বড় নাই। সে দশ বৎসর আগে এখানে এসেছিল,—বড় খাতির ও সম্মান;

এবার আমার পোহাবারো। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব? এতে চটে যাওয়া ম—র ছেলেমান্‌ষি। যাক্, উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্। অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ তদ্ধৃদয়রুধির-পোষিতাঃ? "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং" ইত্যাদীনি সংস্মৃত্য ক্ষন্তব্যোঽয়ং জাল্মঃ। * প্রভুর ইচ্ছা—এ দেশের লোকের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি প্রবোধিত হয়।—র কর্ম্ম তাঁর গতি রোধ করে? আমার নামের আবশ্যক নাই—I want to be a voice without a form (১)। হ—প্রভৃতি কাহারও আমাকে সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই—কোঽহং তৎপাদপ্রসরং প্রতিরোদ্ধুং সমর্থয়িতুং বা কে বান্যে—দয়ঃ? তথাপি মম হৃদয়কৃতজ্ঞতা—প্রতি। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—নৈষঃ প্রাপ্তবান্ তৎপদবীমিতি মত্বা করুণাদৃষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোঽয়-

* তোমাদের ন্যায় মহাত্মাগণের তাহার কথা উপেক্ষা করা উচিত। আমরা রামকৃষ্ণতনয়, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি আমাদিগকে পুষ্ট করিয়াছেন, আমরা সামান্য পোকার কামড়ে ভয় পাইব? "মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের অসাধারণ ও যাহার কোন কারণ সহজে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, এইরূপ আচারণের নিন্দা করিয়া থাকে।" (কুমারসম্ভব)---ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া এই মূর্খকে ক্ষমা করা উচিত।

(১) আমি নিরাকার বাণী হইতে চাই।

মিতি। (১) প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই। বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্রদ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। * * * মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং (২),—আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য্য। যে সহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়াছে—Cyclonic Hindu (৩)। তাঁর ইচ্ছা মনে রাখিও—I am a voice without a form.

ইংলণ্ডে যাব কি যমলাণ্ডে যাব, প্রভু জানেন। তিনি সব যোগাড় করে দেবেন। এদেশে একটা চুরটের দাম এক টাকা। একবার ঠিকাগাড়ী চড়্‌লে ৩৲ টাকা—একটা জামার দাম ১০০৲ টাকা। ৯৲ টাকা রোজ

---

(১) তাঁহার প্রভাববিস্তারের গতিতে বাধা দিবার বা সাহায্য করিবার আমি কে?---প্রভৃতিই বা কে? তথাপি---র প্রতি আমার হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। "যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া লোকে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত না হয়" (গীতা)—এ ব্যক্তি এখনও সেই অবস্থা পায় নাই মনে করিয়া ইহার প্রতি সদয়ভাবে দৃষ্টি করা উচিত।

(২) বোবাকে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ও খোঁড়াকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ করে।

(৩) ঝড়ের মত সামনে যাহাকে পায়, নিজ শক্তিবলে তাহাকেই উলটিয়া পালটিয়া দেয়, এরূপ শক্তিশালী হিন্দু।

হোটেল—প্রভু সব যুগিয়ে দেন। ** জয় প্রভু, আমি কিছু জানি না। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।' (১) বিগতভীঃ হওয়া চাই। কাপুরুষে ভয় করে, আত্মসমর্থন করে। আমাদের মধ্যে কেহও যেন আমাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়। মান্দ্রাজের খবর সব আমি মধ্যে মধ্যে পাই, ও রাজপুতানারা Indian Mirror উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা করেছে—কার কথা কার মুখে দিয়ে। সব খবর পাচ্চি। আর দাদা—এমন চক্ষু আছে, যা ৭০০০ ক্রোশ দূরে দেখে—এ কথা সত্য বটে। চুপে যেও, কালে কালে সব বেরুবে—যতটুকু তাঁর ইচ্ছা। তাঁর একটা কথা মিথ্যে হয় না। দাদা কুকুর বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুষে কি দুঃখু করে? তেমনিই সাধারণ মানুষের ঈর্ষ্যা হিংসা গুঁতাগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোনও ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা আজ ছমাস থেকে বলছি যে, পর্দ্দা হুঠ্ছে, সূর্য্যোদয় হচ্চে। পর্দ্দা উঠ্ছে—উঠ্ছে ধীরে ধীরে, slow but sure. (ধীরে ধীরে

(১) সত্যের জয় হয়, মিথ্যা কখনও জিতিতে পারে না; সত্যবলেই দেবযানমার্গ লাভ হয় (প্রশ্নোপনিষৎ) বেদান্ত মতে মৃত্যুর পর যে বিভিন্ন গতি হয়, তন্মধ্যে দেবযানের দ্বারা গতি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ গতি। অরণ্যে উপাসনা ও ভিক্ষাপরায়ণ নিষ্কাম সন্ন্যাসিগণেরই এই গতি হয়।

কিন্তু নিশ্চিত)—কালে প্রকাশ। তিনি জানেন—"মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।" দাদা, এসব লিখিবার নহে। ** হাল ছেড় না, টিপে ধরে থেক—পাকড় ঠিক বটে, তাতে আর ভুল নাই—তবে পারে যাওয়া, আজ আর কাল—এই মাত্র। দাদা, Leader (নেতা) কি বনাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝ্‌তে পারলে কি না? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন যোগান। Jealousy—selfishness (ঈর্ষা, স্বার্থপরতা) আদপে থাক্‌বে না—তবে Leader. প্রথম by birth (জন্মের দ্বারা), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে Leader, সব ঠিক হচ্চে, সব ঠিক আস্‌বে, তিনি জাল ফেল্‌ছেন, ঠিক জাল গুটাচ্চেন—বয়মনুসরামঃ, বয়মনুসরামঃ। প্রীতিঃ পরমসাধনম্ (১) বুঝ্‌লে কি না? Love conquers in the long run (২), দিক্ হলে চল্‌বে না—wait wait (অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর) সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে।

তোমায় বলি ভায়া, যেমন চল্‌ছে চল্‌তে দেও—তবে

---

(১) আমরা কেবল তাঁহার পদানুসরণ করিব—প্রীতিই পরম সাধন।

(২) প্রেম আখেরে জয়ী হইয়া থাকে।

দেখো—কোন form (বাহ্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি) যেন necessary (একান্ত আবশ্যক) না হয়—unity in variety (বহুত্বে একত্ব)—সার্ব্বজনীন ভাবের যেন কোন মতে ব্যাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed if necessary for that one sentiment, universality (১)। আমি মরি আর বাঁচি, আর দেশে যাই বা না যাই, তোমরা বিশেষ করে মনে রাখিবে যে, সার্ব্বজনীনতা—Perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. Take care how you trample on the least rights of others (২)। ঐ দ'য়ে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া—এইটী দেখাতে হবে মনে রেখ। তাঁর কৃপায় সব ঠিক্ চল্‌বে। * * * সকলের ইচ্ছা যে Leader (নেতা) হয়—কিন্তু সে যে জন্মায়—ঐটী বুঝ্‌তে না পারাতেই এত অনিষ্ট হয়। * * *

(১) যদি প্রয়োজন হয়, তবে "সার্ব্বজনীনতা"—এই ভাব রক্ষার জন্য সমস্তই ছাড়িতে হইবে।

(২) আমরা শুধু "পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করিও না"—এই ভাব প্রচার করি না—আমরা সকল ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। আর শুধু প্রচার নহে, আমরা ইহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। বিশেষ সাবধান থাকিও—যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারেও হস্তক্ষেপ করিও না।

* * * আমরা সকলকে চাই—It is not at all necessary that all should have the same faith in our Lord as we have, but we want to unite all the powers of goodness against all the powers of evil. (১) * * সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ কোন ভেদ থাকিবে না, তবে যথার্থ সন্ন্যাসী। * * ৫।৭টা ছোঁড়াতে মিলে, যাদের এক পয়সাও নাই, একটা কার্য্য আরম্ভ কর্‌লে—যা এখন এমন accelerated (ক্রমবর্দ্ধমান) গতিতে বাড়িতে চলিল—এ হুজ্জুক, কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি প্রভুর ইচ্ছা, তবে তোমরা দলাদলি Jealosuy (ঈর্ষ্যা) পরিত্যাগ করে united action (সমবেতভাবে কার্য্য) কর। Shameful (লজ্জার কথা)—আমরা Universal religion (সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম) কর্‌ছি দলাদলি করে। * * *

সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হব বল্‌লেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে ওঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তা হলে সকল ন্যাটা চুকে যায়। কিন্তু ঐ যে 'অহং'—

(১) আমাদের ঠাকুরের উপর আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, সকলেরই সেইরূপ থাকিতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা জগতের সমুদয় অহিতকরী শক্তির বিরুদ্ধে কল্যাণকরী শক্তি সমবেত করিতে চাই।

ফাঁকা 'অহং'—তার আবার আঙ্গুল নাড়্‌বার শক্তি নাই, কিন্তু কাউকে উঠ্‌তে দেব না—বল্‌লে কি চলে? ঐ Jealousy (ঈর্ষ্যা), ঐ absence of conjcined action (সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব) কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেল্‌তে চেষ্টা করা উচিত * *। ঐ terrible jealousy characteristic আমাদের (ঐ ভয়ানক ঈর্ষ্যা আমাদের বিশেষ লক্ষণ), বিশেষ বাঙ্গালীর। কারণ, We are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus (১)। পাঁচটা দেশ দেখ্‌লে ঐটী বেশ করে বুঝ্‌তে পার্‌বে। আমাদের সমাত্মা এই গুণে এদের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রীরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে—white (শ্বেতাঙ্গ) দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করে।

আমরাও ঠিক ঐ রকম।—কীটগুলো—এক পা নড়্‌বার ক্ষমতা নাই—মাগের আঁচল ধরে তাস খেলে গুঁড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐ গুলোর

---

(১) সমুদয় হিন্দুগণের ভিতর আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ ও কামুক।

মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে—হরে হরে। At any cost, any price, any sacrifice (কোন রকমে, ওর জন্য আমাদের যতই কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হক্) ঐটী আমাদের ভিতর না ঢোকে—আমরা দশজন হই, দুজন হই do not care—(কুছ পরোয়া নেই) কিন্তু ঐ কয়টা perfect characters (সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ চরিত্র) হওয়া চাই। * 'মাঙ্গনা ভালা না বাপ্‌সে যব্ রঘুবীর রাখে টেক্'। রঘুবীর টেক্ রাখবেন দাদা—সে বিষয় তোমরা নিশ্চিন্ত থেক। * * রাজপুতনা—পঞ্জাব, N. W. P. (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) —মান্দ্রাজ ঐ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে—রাজপুতানায় যেখানে "রঘুকুলরীতি সদা চলি আ-ই। প্রাণ যা-ই বরু-বচন ন যা-ই॥" *—এখনও বাস করে।

পাখী উড়্‌তে উড়্‌তে এক যায়গায় পৌঁছায়—যেখান থেকে অত্যন্ত শান্ত ভাবে নীচের দিকে দেখে। সে যায়গায় পৌঁছেছ কি? যিনি সেখানে পৌঁছান নাই, তাঁর অপরকে শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাও—ঠিক পৌঁছে যাবে।

ঠাণ্ডার পো ধীরে ধীরে পালাচ্চেন—শীতকাল কাটিয়ে

দেওয়া গেল। শীতকালে এদেশে সর্ব্বাঙ্গে electricity (তড়িৎ) ভরে যায়। Shakehand (করমর্দ্দন) কর্‌তে গেলে shock (ধাক্কা) লাগে আর আওয়াজ হয়—আঙ্গুল দিয়ে গ্যাস জ্বালান যায়। আর শীতের কথা ত লিখেছি। সারা দেশটা দাব্‌ড়ে বেড়াচ্চি—কিন্তু চিকাগো আমার 'মঠ'—ঘুরেফিরে আবার চিকাগোয় আসি। এখন পূর্ব্বদিকে যাচ্চি—কোথায় যে বেড়া পায়ে লাগ্‌বে, তিনি জানেন। * * *

—কেমন আছে ?—র তোমাদের উপর সেই প্রীতি আছে কি না ? সে ঘন ঘন আসে কি না ?—কেমন আছে, কি কর্‌ছে ? তোমরা তার কাছে যাও কি না— তোমরা তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর কি না ? হাঁ হে বাপু, সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী মিছে কথা মূকং করোতি, ইত্যাদি ; বাবা, কার ভেতর কি আছে, বুঝা যায় না। তিনি ওকে বড় করেছেন—ও আমাদের পূজ্য। এত দেখে শুনেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, ধিক্ তোমাদের! সে তোমাদের ভালবাসে কি না ? তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভালবাসা দিও।—কে আমার ভালবাসা দিও—তিনি অতি উন্নতচিত্ত ব্যক্তি।—কেমন আছে ? তার একটু বিশ্বাস ভক্তি হয়েছে কি না ?—কে আমার প্রীতিসম্ভাষণ দিও।—ঘানিতে ঠিক ঘুর্‌ছে বোধ হয়—

ধৈর্য্য ধরিতে কহিবে—ঘানি ঠিক যাবে। সকলকে আমার হৃদয়ের প্রীতি।

অনুরাগৈকহৃদয়ঃ

বিবেকানন্দঃ।

পুঃ—কে তাঁহার জন্মজন্মান্তরের দাসের পুনঃ পুনঃ ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমার সর্ব্বোতোমঙ্গল।

(৬)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

২০শে মে, ১৮৯৪।

প্রিয়—

আমি তোমার পত্র পাইলাম ও শ—আরোগ্য লাভ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমি তোমাকে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতেছি শুন। যখনই তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন সে নিজে অথবা তোমাদের মধ্যে অপর কেহ তাহাকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। ঐরূপে দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিবে ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করিবে যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। ইহাতে সে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে না জানাইয়াও তুমি এরূপ করিতে পার। সহস্র মাইলের

ব্যবধানেও এই কার্য্য চলিতে পারে। এইটী সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আর কখনও অসুস্থ হইও না।

* * *

—তাহার কন্যাগণের বিবাহের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া এত অস্থির হইয়াছে কেন, বুঝিতে পারি না। সে নিজে যে সংসার হইতে পলায়নে ইচ্ছুক, তাহার কন্যাগণকে সেই পঙ্কিল সংসারে নিমগ্ন করিতে চাহে!!! এ বিষয়ে আমার একমাত্র মত আছে—সম্পূর্ণ অসম্মতি ও ঘৃণা। বালক বালিকা যাহারই হউক না আমি বিবাহের নাম পর্য্যন্ত ঘৃণা করি। তুমি কি বলিতে চাও, আমি এক-জনের বন্ধনের সহায়তা করিব? যদি আমার ভাই আজ বিবাহ করে, আমি তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিব না। আমি এ বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প। এখন বিদায়—

তোমাদের

বি—

---

(৭)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

চিকাগো, ২৩শে জুন, ১৮৯৪।

রায় বাহাদুর নরসিংহাচার্য্য—

প্রিয় মহাশয়—

আপনি আমাকে বরাবর যে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন,

তাহাতেই আমি আপনার নিটক একটী বিশেষ অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেছি। মিসেস্ পটার পামার যুক্ত-রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা মহিলা। তিনি মহামেলার স্ত্রীসভাপতি ছিলেন। তিনি সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী এবং একটী খুব বড় স্ত্রীলোকদের সভার অধ্যক্ষ। তিনি লেডি ডফরিণের বিশেষ বন্ধু এবং তাঁহার ধন ও পদ-মর্য্যাদাগুণে ইউরোপের রাজগণের নিকট হইতে অনেক অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। তিনি এদেশে আমার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি চীন, জাপান, শ্যাম ও ভারতে সফরে বাহির হইতেছেন। অবশ্য ভারতের শাসনকর্ত্তারা এবং বড় বড় লোকেরা তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদেব সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া আমাদের সমাজ দেখিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক। আমি অনেক সময় তাঁহাকে ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য আপনার মহতী চেষ্টার কথা এবং মহীশূরে আপনার আশ্চর্য্য কলেজের কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের লোক আমেরিকায় আসিলে ইঁহারা যেরূপ যত্ন ও আতিথ্য সৎকার করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ এইরূপ ব্যক্তিদিগকে একটু আতিথেয়তা দেখান কর্ত্তব্য।

আমি আশা করি, আপনারা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবেন ও আমাদের স্ত্রীলোকদের যথার্থ অবস্থা একটু দেখাইতে সাহায্য করিবেন। তিনি মিশনরি বা গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান নহেন—আপনি সে ভয় করিবেন না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতামতের বিবাদে প্রবিষ্ট না হইয়া তিনি সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাই করিতে চান। তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে এইরূপে সহায়তা করিলে এদেশে আমাকেও অনেকটা সাহায্য করা হইবে। প্রভু আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভবদীয় চিরস্নেহাস্পদ

বিবেকানন্দ।

(৮)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—

* * * আমি ক্রমাগত এক স্থান থেকে অপর স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি—সর্ব্বদা কাজ কচ্চি—বক্তৃতা দিচ্চি, ক্লাস কচ্চি, এবং লোককে নানা রকমে বেদান্ত শিক্ষা দিচ্চি।

আমি যে বই লেখ্‌বার সঙ্কল্প করেছিলাম, তার জন্য এখনও এক পংক্তিও লিখ্‌তে পারি নি। সম্ভবতঃ পরে একাজ হাতে নিতে পার্‌ব। এখানে উদারমতাবলম্বীদের মধ্যে আমি কতকগুলি পরম বন্ধু পেয়েছি, গোড়াখ্রীষ্টান-দের মধ্যেও কয়েকজনকে করিছি। আশা করি, শীঘ্রই ভারতে ফির্‌ব। এদেশ ত যথেষ্ট ঘাঁটা হল, বিশেষতঃ অতিরিক্ত কার্য্যের দরুণ আমাকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে। সাধারণের সমক্ষে বিস্তর বক্তৃতা করার দরুণ ও একস্থানে স্থিরভাবে না থেকে ক্রমাগত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সেখানে ঘোরার দরুণ এই দুর্ব্বলতা এসেছে। * * সুতরাং বুঝ্‌ছো, আমি শীঘ্রই ফির্‌ছি। কতকগুলি লোকের আমি খুব প্রিয় হয়ে উঠিছি আর তাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়্‌ছে; তারা অবশ্য চাইবে, আমি এখানে বরাবর থেকে যাই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—খবরের কাগজে নাম বেরোনো এবং সর্ব্বসাধারণের ভিতর কাজ করার দরুণ ভূয়ো লোকমান্য ত যথেষ্ট হল—আর কেন? আমার ওসবের একদম ইচ্ছা নেই।

* * * কোন দেশের অধিকাংশ লোকেই কখনও কেবল সহানুভূতির বশে লোকের উপকার করে না। খ্রীষ্টানদের দেশে কতকগুলি লোক যে সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করে, অনেক সময়ে তার ভিতর কোন মতলব থাকে,

কিম্বা নরকের ভয়ে ঐরূপ করে থাকে। আমাদের বাঙ্গালাদেশে যেমন চলিত কথায় বলে, "গরু মেরে জুতো দান।" এখানে সেই রকম দানই বেশী! সব যায়গায়ই তাই। আবার আমাদের জাতের তুলনায় পাশ্চাত্যদেশ-বাসীরা অধিক কৃপণ। আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, এসিয়াবাসীরা জগতের সকল জাতের চেয়ে বেশী দানশীল জাত, তবে তারা যে বড় গরীব।

কয়েক মাস আমি নিউইয়র্কে বাস কর্‌বার জন্য যাচ্চি। ঐ সহরটী সমস্ত যুক্তরাজ্যের যেন মাথা, হাত ও ধন-ভাণ্ডারস্বরূপ। অবশ্য বোষ্টনকে 'ব্রাহ্মণের সহর' (বিদ্যা-চর্চ্চাবহুল স্থান) বলে বটে। আমেরিকায় হাজার হাজার লোক রয়েছে, যারা আমার সহিত সহানুভূতি করে থাকে। * * * নিউইয়র্কের লোকগুলি খুব খোলা মন। সেখানে আমার কতকগুলি বিশিষ্ট গণ্যমান্য বন্ধু আছেন। দেখি, সেখানে কি কর্‌তে পারা যায়। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি, এই বক্তৃতা ব্যবসায়ে আমি দিন দিন বিরক্ত হয়ে পড়্‌ছি। পাশ্চাত্যদেশের লোকের পক্ষে ধর্ম্মের উচ্চাদর্শ বুঝ্‌তে এখনও বহুদিন লাগ্‌বে। তাদের টাকাই হল সর্ব্বস্ব। যদি কোন ধর্ম্মে টাকা হয়, রোগ সেরে যায়, রূপ হয় দীর্ঘজীবন লাভের আশা হয়, তবেই সকলে সেই ধর্ম্মের দিকে ঝুঁক্‌বে, নতুবা নয়। * * *

বা—, জি, জি এবং আমাদের বন্ধুবর্গের সকলকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে।

তোমার প্রতি চিরপ্রেমসম্পন্ন

বিবেকানন্দ।

(৯)

নিউইয়র্ক,

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু—

তোমাদের কয়েকখানা পত্র পাইলাম। শ—প্রভৃতি যে ধূমক্ষেত্র মাচাচ্চে, এতে আমি বড়ই খুসি। ধূমক্ষেত্র মাচাতে হবে, এর কম চল্‌বে না। কুছ্ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধূমক্ষেত্র মেচে যাবে, 'বা গুরুকা ফতে!' আরে দাদা 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,' (ভাল কাজে অনেক বিঘ্ন হয়,), ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড় লোক তৈরী হয়ে যায়। * * মিশনিরি ফিসনরির কি কর্ম্ম এ ধাক্কা সাম্‌লায়? * * * মোগল পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতির কর্ম্ম ফার্সি পড়া? ও সব চল্‌বে না, ভায়া কিছু চিন্তা করো না। সকল কাজেই একদল বাহাবা দেবে, আর একদল দুষমনাই কর্‌বে, আপনার কার্য্য করে চলে যাও —কারুর কথার জবাব দেবার আবশ্যক কি? 'সত্যমেব

জয়তে নানৃতং, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।’ (সত্যেরই জয়লাভ হয়, মিথ্যার কখন জয় হয় না; সত্যবলেই দেবযানমার্গে গতি হইয়া থাকে।) * * সব হবে ধীরে ধীরে।

এ দেশে গরমির দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায়—আমিও গিয়াছিলাম। এদের নৌকা আর জাহাজ চালাইবার বড়ই বাতিক। ইয়াট বলে ছোট জাহাজ ছেলে বুড় যার পয়সা আছে, তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় যায় আর ঘরে আসে, খায় দায়—নাচে কোঁদে—গান বাজনা ত দিবারাত্র। পিয়ানোর জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠাবার যো নাই!

ঐ যে হে—র ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। সে আর তার স্ত্রী বুড় বুড়ি। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝী, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা যায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায়—মেয়ের স্বামী ঘন ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ী যায়। এরা বলে—

‘Son is son till he gets a wife,
The daughter is daughter all her life.’ *

* পুত্রের যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিনই সে পুত্র; কিন্তু কন্যা চিরদিনই কন্যা থাকে।

চারিজনেই যুবতী—বে থা করেনি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম মনের মত বর চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়িরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করবার চেষ্টা করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম কর্ত্তে কর্ত্তে একটা 'লভ' হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ—তবে হে—র মেয়েরা রূপসী, বড় মানষের ঝী, ইউনিভার্সিটি 'গার্ল' (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী)—নাচ্‌তে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া —অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না—তারা বোধ হয় বে থা করবে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।

মেয়ে দুটির চুল সোনালি অর্থাৎ ব্লণ্ড আর ভাইঝী দুটির চুল Brunette অর্থাৎ কাল চুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ এরা সব জানে। ভাইঝীদের তত পয়সা নাই—তারা একটা Kindergarten School (কিণ্ডারগার্টেন স্কুল) করে—মেয়েরা কিছু রোজগার করে না। এদের দেশের অনেক মেয়ে রোজগার করে। কেউ কারুর উপর নির্ভর করে না। ক্রোড়পতির ছেলেও

রোজগার করে, তবে বে করে আর আপনার বাড়ী ভাড়া করে থাকে। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়ীতে। আমি যেখানেই কেন যাই না, তারা সব ঠিকানা করে। এদেশের ছেলেরা সব ছোট বেলা থেকেই রোজগার কর্ত্তে যায় আর মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেখে—তাইতে করে একটা সভায় দেখ্‌বে যে 90 per cent. (শতকরা ৯০ জন) মেয়ে। ছোঁড়ারা তাদের কাছে কল্‌কেও পায় না।

এদেশে ভূতুড়ে অনেক। মিডিয়ম হল যে ভূত আনে। মিডিয়ম একটা পরদার আড়ালে যায় আর পর্দ্দার ভেতর থেকে ভূত বেরুতে আরম্ভ করে, বড় ছোট, হর রঙ্গের। আমি গোটাকতক দেখ্‌লাম বটে, কিন্তু ঠগ্‌বাজি বলেই বোধ হল। আর গোটাকতক দেখে তবে ঠিক সিদ্ধান্ত কর্‌ব। ভূতুড়েরা আমাকে অনেকে শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দোসরা হচ্চেন কৃশ্চিয়ান সায়ান্স—এরাই হচ্চে আজ কালকার বড় দল—সর্ব্ব ঘটে। বড়ই ছড়াচ্চে—গোঁড়া-দের বুকে শেল বিঁধ্‌ছে। এরা হচ্ছে বেদান্তী অর্থাৎ গোটাকতক অদ্বৈতবাদের মত যোগাড় করে তাই বাই-বেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর 'সোঽহং সোঽহং' বলে রোগ

ভাল করে দেয়—মনের জোরে। এরা সকলেই আমাকে বড় খাতির করে।

আজকাল গোঁড়াদের ত্রাহি ত্রাহি এদেশে। Devil worship * আর বড় একখানা চলছে না। আমাকে তারা যমের মত দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা এল, রাজ্যির মাগি মদ্দ ওর পিছু পিছু ফেরে—গোঁড়ামীর জড় মারবার যোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিব্‌বার নয়। কালে গোঁড়াদের দম্ নিক্‌লে যাবে। * * *

থিওসফিষ্টদের জোর বড় একটা নাই। তবে তারাও গোঁড়াদের খুব পিছু লেগে আছে।

এই কৃশ্চিয়ান সায়ান্স ঠিক আমাদের কর্ত্তাভজা। বল্ রোগ নেই—বস্, ভাল হয়ে গেল, আর বল 'সোঽহং' বস্—ছুট্টি, চরে খাওগে। এদেশ ঘোর Materialist (জড়বাদী)—এই কৃশ্চিয়ান দেশের লোক—ব্যামো ভাল কর, আজগুবি কর; পয়সার রাস্তা হয়, তবে ধর্ম্ম মানে—অন্য কিছু বড় বোঝে না। তবে কেউ কেউ বেশ আছে। যত দুষ্ট মিশনরিরা তাদের ঘাড় ভাঙ্গে আর তাদের পাপ মোচন করে।

* ভূতোপাসনা—গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানেরা হিন্দু প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীকে 'ভূতোপাসক' বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে।

আমি এখন মান্দ্রাজিদের Address (অভিনন্দন), যা এখানকার সব কাগচে ছেপে ধর্মক্ষেত্র মেচে গিয়েছিল, তারই জবাব লিখ্‌তে ব্যস্ত। যদি সস্তা হয় ত ছাপিয়ে পাঠাব, যদি মাগ্‌গি হয় ত Type-writing (টাইপ-রাইটিং) করে পাঠিয়ে দিব। তোমাদেও এক কাপি পাঠাব—ইণ্ডিয়ান মিরারে ছাপিয়ে দিও। এদেশের অবিবাহিতা মেয়েরা বড়ই ভাল, তারা ভয় ডর করে। * * * এরা হল বিরোচনের জাত। শরীর হল এদের ধর্ম্ম, তাই মাজা, তাই ঘসা—তাই নিয়ে আছে। নখ কাট্‌বার হাজার যন্ত্র, চুল কাট্‌বার দশহাজার, আর কাপড় পোষাক গন্ধমসলার ঠিক ঠিকানা কি! * * এরা ভাল মানুষ, দয়াবান্ সত্যবাদী। সব ভাল কিন্তু ঐ যে "ভোগ," ঐ ওদের ভগবান্ টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যের ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

(কর্ম্মের সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইহলোকে দেবতা যজন করে; যেহেতু মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্র লাভ হইয়া থাকে।)

অদ্ভুত তেজ আর বলের বিকাশ—কি জোর, কি কার্য্য-কুশলতা, কি ওজস্বিতা! হাতীর মত ঘোড়া বড় বাড়ীর

মত গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্চে। এইখান থেকেই সুরু ঐ ঢৌল সব। মহাশক্তির বিকাশ—এরা বামাচারী। তারই সিদ্ধি এখানে, আর কি! যাক্—এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে বাচ্ছাটীর মত ঘাটে মাঠে দোকান হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে—আমি তার সিকির সিকিও কর্ত্তে পারি নি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা, এদের পূজা কল্লে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। আরে রাম বল, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরী করে মর্ত্তে পারি, তবে নিশ্চিন্তি হয়ে মর্‌ব। তবে তোদের দেশের লোক মানুষের মধ্যে হবে। তোদের পুরুষগুলো এদের মেয়েদের কাছে ঘেঁস্‌বার যুগ্যি নয়—তোদের মেয়েদের কথাই বা কি! হরে হরে, আরে বাবা, কি মহাপাপী! ১০ বৎসরের মেয়ের বে দেয়। হে প্রভু, হে প্রভু! কিমধিকমিতি।

আমি এদের এই আশ্চর্য্যি মেয়ে দেখি। এ কি মা জগদম্বার কৃপা! একি মেয়ে রে বাবা! মদ্দগুলোকে কোণে ঠেসে দেবার যোগাড় করেছে। মদ্দগুলো হাবুডুবু খেয়ে যাচ্চে। মা তোরই কৃপা। মেয়ে পুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়্‌ব। আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা। শরীরাভিমান

ছেড়ে দাঁড়াও। বল অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল। সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে; ওরে নেই নেই বলে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। ঐ যে দীনাহীনা ভাব, ও হল ব্যারাম—ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার। ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং, সমতা সর্ব্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষম্। অস্তি অস্তি, সোঽহং সোঽহং, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্। নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ! (১) Avalanche (২) এর মত দুনিয়ার উপর পড়্—দুনিয়া ফেটে যাগ্ চড় চড় করে, হর হর মহাদেব। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ (আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে)। ৮

* * * এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান্

---

(১) বাহ্যচিহ্ন ধর্ম্মেরকারণ নহে, সর্ব্বভূতে সমভাব—ইহাই মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। [বল]—অস্তি অস্তি (তিনি আছেন, তিনি আছেন), আমিই সেই, আমিই সেই, আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব। সিংহ যেমন পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ তিনি জগজ্জাল হইতে বহির্গত হন। বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

(২) যে বৃহৎ বরফরাশি পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া যায়।

যাবে? ডুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন—এই হয়ে আসছে চিরকাল—একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার হাজার তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। এবমস্তু, এবমস্তু, শিবোঽহং শিবোঽহং (এইরূপই হউক, এইরূপই হউক—আমিই শিব, আমিই শিব)। * *

মান্দ্রাজে হুজুক খুব মেচেছে, ভাল কথা বটে।

তোমাদের একটা কি না কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর? সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে, কাউকে চটালে হবে না। All the powers of good against all the powers of evil—এই হচ্চে কথা। * Do not insist upon every body's believing in our Guru. (১) * * একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit (সম্পাদন) কর্ত্তে হবে, আদ্দেক বাঙ্গালা, আদ্দেক হিন্দী—পার ত আর একটা ইংরাজীতে। * * যেখানে যাবে, সেইখানেই একটা permanent (স্থায়ী) টোল পাত্তে হবে। তবে লোক change (পরিবর্ত্তিত) হতে থাকবে। আমি একটা পুঁথি লিখ্‌ছি—এটা শেষ হলেই

(১) অশুভকারিণী সমুদয় শক্তির বিরুদ্ধে শুভকারিণী সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। সকলকে জোর করে আমাদের গুরুর উপর বিশ্বাস করতে বলো না।

এক দৌড়ে ঘর আর কি। * * সর্ব্বদা মনে রেখ যে, পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন—নামের বা মান্যের জন্য নয়। তিনি যা শেখাতে এসেছিলেন, তাই ছড়াও। তাঁর নামের দরকার নাই—তাঁর নাম আপনা হতে হবে। 'আমার গুরুজীকে মান্‌তেই হবে' বল্‌লেই দল বাঁধ্‌বে, আর সব ফাঁস হয়ে যাবে—সাবধান! সকলকেই মিষ্টিবচন—চট্‌লে সব কায পণ্ড হয়। যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আস্‌বে, ভাবনা নাই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর—বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself—all power is in you—be conscious and bring it out (১)—বল, আমি সব কর্ত্তে পারি। "নেই নেই বল্‌লে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।" No নেই নেই, বল, হাঁ হাঁ, 'সোঽহং সোঽহং।'

> কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্ব্বশক্তিঃ
> আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।

(১) নিজের উপর বিশ্বাস রাখ—সমুদয় শক্তি তোমার ভিতরে—এইটী জান এবং ঐ শক্তিকে অভিব্যক্ত কর।

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ং কদাচিৎ॥ (১)

মহা হুহুঙ্কারের সহিত কার্য্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? কুর্ম্মস্তারকচর্ব্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্থস্মান্ —রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্। (২) ডর? কার ডর? কাদের ডর?

ক্ষীণা স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥
পীত্বা পীত্বা পরমমমৃতং বীতসংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকলকলহপ্রাপিণীং স্বার্থসিদ্ধিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা গুরুবরপদং সর্ব্বকল্যাণরূপং
নত্বা নত্বা সকলভুবনং পাতুমামন্ত্রয়ামঃ॥

---

(১) হে সখে, তুমি কেন কাঁদিতেছ? তোমাতেই ত সব শক্তি রহিয়াছে। হে ভগবন্, তোমার ঐশ্বর্য্যশালী স্বরূপ প্রকাশ কর। এই ত্রিভুবন সমস্তই তোমার পাদমূলে। জড়ের কোন ক্ষমতা নাই—আত্মারই শক্তি প্রবল।

(২) তারকা চর্ব্বণ করিব, ত্রিভুবন বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণদাস।

প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধিনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদিদেবৈর্ব্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ॥ (১)

ইংরেজী লেখপেড়া জানা Youngmenদের (যুবকদের) ভিতর কার্য্য কর্‌তে হবে। 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ' (একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অনেকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন)। ত্যাগ, ত্যাগ—এইটী খুব প্রচার করা চাই। ত্যাগী না হলে তেজ হবে না। * * *

—অত ভুগ্‌ছে কেন? দীনাহীনা ভাবের জ্বালায়। ব্যাম ক্যাম সব ঝেড়ে ফেলে দিতে বল—এক ঘণ্টার

(১) দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে, তাহারা কাতর হইয়া সকরুণভাবে বলে,—আমরা ক্ষীণ ও দীন; ইহাই নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত, তখন আমরা ভয়শূন্য এবং বীর হইব। ইহাই আস্তিক্য। আমরা রামকৃষ্ণদাস।

সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমামৃত পান করিতে করিতে সর্ব্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করিয়া, সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া, তাহাদিগকে ঐ অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি।

অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতা যাহাতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহা পার্থিব নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের অবতারগণের প্রাণসারের দ্বারা পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অমৃতের পূর্ণপাত্রস্বরূপ দেহ ধারণ করিয়াছেন।

মধ্যে সব ব্যাম ফ্যাম সেরে যাবে। আত্মাতে কি ব্যাম ধরে না কি? ছুট্! ঘণ্টাভর বসে ভাবতে বল—আমি আত্মা—আমাতে আবার রোগ কি? সব চলে যাবে। তোমরা সকলে ভাব—আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়। কিসের দীনাহীনা? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? দীনাহীনা ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় কর দিকি। সব মঙ্গল হবে। No negative, all positive, affirmative. I am, God is, everything is in me. I will manifest health, purity, knowledge, whatever I want. * আরে, এরা ম্লেচ্ছগুলো আমার কথা বুঝ্তে লাগ্ল আর তোমরা বসে বসে দীনাহীনা ব্যাময় ভোগো কার ব্যাম—কিসের রোগ? ঝেড়ে ফেলে দে! * * বীর্য্যমসি বীর্য্যং বলমসি বলম্, ওজোঽসি ওজঃ সহোঽসি সহো ময়ি দেহি। (তুমি বীর্য্যস্বরূপ, আমাকে বীর্য্য দাও, তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বল দাও, তুমি ওজঃস্বরূপ, আমাকে

* নাস্তিভাবদ্যোতক কিছু থাকবে না—সবই অস্তিভাবদ্যোতক হওয়া চাই। (বল) আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, আর সমুদয় আমার মধ্যে আছে। আমার যাহা কিছু প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান সমুদয়ই আমি আমার ভিতর হইতে অভিব্যক্ত করিব।

গুজ্ঞঃ দাও, তুমি সামর্থ্যস্বরূপ, আমাকে সামর্থ্য প্রদান কর।) রোজ ঠাকুরপূজার সময় যে আসন প্রতিষ্ঠা—আত্মানম্ অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ (আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করিবে)—ওর মানে কি? বল—আমার ভেতর সব আছে—ইচ্ছা হইলে বেরুবে।। তুমি নিজের মনে মনে বল—আত্মা,—তারা পূর্ণ, তাদের আবার রোগ কি? বল ঘণ্টাখানেক দুচারি দিন। সব রোগবালাই চূর হয়ে যাবে।

(১০)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—

* * * কল্‌কাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যে সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়্‌লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি একজন রাজনীতিজ্ঞ নই অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভিতরের

আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সবই ঠিক হয়ে যাবে—এই আমার মত। * * * অতএব তুমি কল্‌কাতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান করে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভিতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপিত করা না হয়। কি আহাম্মকি! * * শুন্‌লাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে নাকি খ্রীষ্টিয় মিশনরিদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে একথা বলা হয়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে উক্ত বাবুকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তিনি তাঁহার উক্ত কথাটা কল্‌কাতার যে কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় প্রমাণ করুন, নতুবা তাঁহার ঐ বাজে আহম্মকি কথাটার প্রত্যাহার করুন। এটা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে অপদস্থ কর্‌বার খ্রীষ্টান মিশনরিদের একটা কৌশলমাত্র। আমি সাধারণভাবে সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য করে সরলভাবে সমালোচনার ছলে কয়েকটা কড়া কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা তথাবিধ চর্চ্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে। অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সংশ্রব আছে। যাঁরা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে

ছাপান একটা খুব জমকাল ব্যাপার, আর যাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাঁদের আমি বলি, "হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।" * * *

* * * আমার বন্ধুগণকে বলবে, যাঁরা আমার নিন্দাবাদ কচ্ছেন, তাঁদের কথার আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি তাঁদের ঢিলটি খেয়ে যদি তাঁদের পাটকেল মারতে যাই, তবে ত আমি তাঁদের সঙ্গে এক দরের হয়ে পড়লুম। তাদের বলবে,—সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে, আমার জন্য তাদের কারও সঙ্গে বিরোধ করতে হবে না। (তাদের আমার বন্ধুদের) এখনও ঢের শিখতে হবে, তারা ত এখনও শিশুতুল্য। তারা বালক—তারা এখনও আহাম্মকের মত সোনার স্বপন দেখ্ছে!

* * * সাধারণের সাম্নে বেরোনোর দরুণ এই ভূয়ো নাম যশ পেয়ে ও খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে বেরিয়ে আমি একেবারে দিক্ হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের ভিতর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।

তোমার প্রতি চিরস্নেহসম্পন্ন

বিবেকানন্দ।

(১১)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—

তুমি যে সকল কাগজ পাঠাইয়াছিলে, তাহা যথা-সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর এতদিনে তুমিও নিশ্চিত আমেরিকার কাগজে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু পাইয়া থাকিবে। এখন সব ঠিক হইয়াছে। সর্ব্বদা কলিকাতায় চিঠি পত্র লিখিবে। বৎস, এ পর্য্যন্ত তুমি সাহস দেখাইয়া আপনাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছ। জিজিও বড়ই অদ্ভুত ও সুন্দর কার্য্য করিয়াছে। হে মদীয় সাহসী নিঃস্বার্থ সন্তানগণ, তোমরা সকলেই বড়ই সুন্দর কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া বড়ই গৌরব অনুভব করিতেছি। ভারত তোমাদের লইয়া গৌরব অনুভব করিতেছে। তোমাদের যে খবরের কাগজ বাহির করিবার সঙ্কল্প ছিল, তাহা ছাড়িও না। খেতড়ীর রাজা ও কাঠিয়াওয়াড়স্থ লিম্‌ডির ঠাকুর সাহেব যাহাতে আমার কার্য্যের বিষয় সর্ব্বদা সংবাদ পান, তাহা করিবে। আমি মান্দ্রাজ অভিনন্দনের একটী সঙ্ক্ষিপ্ত উত্তর লিখিতেছি। যদি সস্তা হয়, এখান হইতেই ছাপাইয়া
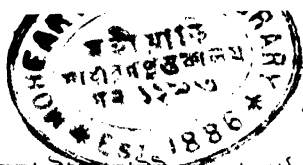
পাঠাইয়া দিব, নতুবা টাইপরাইট করিয়া পাঠাইয়া দিব। ভরসায় বুক বাঁধ—নিরাশ হইও না। এরূপ সুন্দরভাবে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর, যদি আবার তোমার নৈরাশ্য আসে, তাহা হইলে তুমি মূর্খ। আমাদের কার্য্যের আরম্ভ যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, আর কোন কার্য্যের আরম্ভ তদ্রূপ দেখা যায় না; আমাদের কার্য্য ভারতে ও তাহার বাহিরে যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ভারতে আর কোন আন্দোলন তদ্রূপ হয় নাই।

আমি ভারতের বাহিরে কোনরূপ প্রণালীবদ্ধ কার্য্য বা সভাসমতি করিতে ইচ্ছা করি না। ঐরূপ করিবার কোন উপকারিতা বুঝি না। ভারতই আমাদের কার্য্য-ক্ষেত্র, আর বিদেশে আমাদের কার্য্যের আদরের এইটুকু মূল্য যে, উহাতে ভারত জাগিবে। এই পর্য্যন্ত। আমেরিকার ব্যাপার ভারতে আমাদের কার্য্য করিবার অধিকার ও সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এখন ভাব-বিস্তারের জন্য আমাদিগের দৃঢ়মূল ভিত্তির প্রয়োজন। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা—এক্ষণে এই দুইটী কেন্দ্র হইয়াছে। অতি শীঘ্রই ভারতে আরও শত শত কেন্দ্র হইবে।

যদি পার তবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র উভয়ই বাহির কর। আমার যে সকল ভ্রাতৃগণ চারিদিকে ঘুরিতেছেন, তাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিবেন—আমিও

অনেক গ্রাহক যোগাড় করিব এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা পাঠাইব। মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইও না—সব ঠিক হইয়া যাইবে।

ইচ্ছাশক্তিই জগৎকে পরিচালিত করিয়া থাকে। হে বৎস, যুবকগণ খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইও না। আমাদের নিজের দোষেই ইহা ঘটিতেছে। (এইমাত্র রাশীকৃত সংবাদপত্র ও পরমহংসের জীবনী আসিল—আমি সমুদায় পড়িয়া, তার পর আবার কলম ধরিতেছি।) আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ মান্দ্রাজে এক্ষণে যে প্রকার অযথা নিয়ম ও আচারবন্ধন রহিয়াছে, তাহাতে তাহারা ঐরূপ না হইয়াই বা করে কি? উন্নতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেহকে যত-প্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাযেকাযেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্যদেশ ঠিক ইহার বিপরীত —সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা—ধর্ম্মে কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে তথায় ধর্ম্ম নিতান্ত অপরিণত ও সমাজ সুন্দর উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্যদেশীয় সমাজের চরণ হইতে বন্ধন-শৃঙ্খল ক্রমশঃ দূর হইতেছে, পাশ্চাত্য ধর্ম্মেরও ঠিক তাহাই হইতেছে। তোমাদিগকে অপেক্ষা

করিতে হইবে ও সহিষ্ণুতার সহিত কায করিয়া যাইতে হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ আবার ভিন্ন ভিন্ন। ভারত ধর্ম্মমুখী বা অন্তর্ম্মুখী, পাশ্চাত্য বহির্ম্মুখী। পাশ্চাত্যদেশ ধর্ম্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তি লাভ করিতে হইলে, তাহা ধর্ম্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।

এই কারণে আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্ম্মকে নাশ না করিয়া সংস্কারের আর কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথও হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন—আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্ম্মের প্রসূতি'কে বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের মধ্য দিয়া যান নাই! ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি। আমি বলি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য হিন্দুধর্ম্মনাশের কোন প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর ধর্ম্ম প্রাচীন রীতিনীতি ও আচার-পদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া যে

সমাজের এই অবস্থা, তাহা নহে, কিন্তু ধর্ম্মভাব সকলকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেরূপ ভাবে লাগান উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা। আমি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ হইতে ইহা বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। আমি ইহাই শিক্ষা দিতেছি, আর আমাদিগকে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সময় লাগিবে—অনেক সময় ও দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার প্রয়োজন। সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর ও কায করিয়া যাও। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—নিজ আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

আমি তোমাদের অভিনন্দনের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত আছি। ইহা ছাপাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। তা যদি সম্ভবপর না হয়, খানিকটা খানিকটা করিয়া ইণ্ডিয়ান মিরর ও অন্যান্য কাগজে ছাপাইবে।

তোমারই—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কেবল উন্নত আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন জনগণের জন্য গঠিত—আর সকলকেই উহা নির্দ্দয়ভাবে পিষিয়া ফেলে। কিন্তু যাহারা সাংসারিক অসার বিষয়, যথা রূপরসাদি, একটু আধটু সম্ভোগ

করিতে চায়, তাহারা কোথা যাইবে? তোমাদের ধর্ম্ম যেমন উত্তম মধ্যম ও অধম—সকল প্রকার অধিকারীকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমাদের সমাজেরও উচিত—তদ্রূপ উচ্চ নীচ ভাবাপন্ন সকলকে গ্রহণ করা। ইহার উপায়—প্রথমে তোমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, তৎপরে—সামাজিক বিষয়ে উহা লাগাইতে হইবে। ইহা অতি ধীরে ধীরে হইবে, কিন্তু ইহাতে পাকা কায হইবে।

ইতি বি—

---

(১২)

বাল্টিমোর, আমেরিকা।
২২শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

প্রেমাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাঠে সকল সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার ঘোষের এক পত্র লণ্ডন নগর হইতে অদ্য পাইলাম, তাহাতেও অনেক বিষয় জ্ঞাত হইলাম।

* * * *

এক্ষণে তোমরা নিজেদের শক্তির পরিচয় পাইলে—Strike the iron while it is hot. (১) কুড়েমির কায নয়। ঈর্ষ্যা অহমিকাভাব গঙ্গাজলে

(১) গরম থাকিতে থাকিতে লোহার উপর ঘা মার।

জন্মের মত বিসর্জ্জন দাও। মহাশক্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কর ও মহাবলে কাযে লাগিয়া যাও। বাকী প্রভু সব পথ দেখাইয়া দিবেন। মহাবন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। Work, work, work, (কায, কায, কায) এই মূল মন্ত্র। আমি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। এদেশে কার্য্যের বিরাম নাই—সমস্ত দেশ দাব্‌ড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে তাঁর তেজের বীজ পড়বে, সেইখানেই ফল ফল্‌বে—অদ্য বাব্দশতান্তে বা। সকলের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তবে আশু ফল হইবে।

* * জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, আপনাদের নাম বাজান উদ্দেশ্য নহে। নি—সিলোনে পালি ভাষা শিক্ষা কেন না করে এবং বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন কেন না করে? অনর্থক ভ্রমণে কি ফল? তা ত বুঝিতে পারি না, * * * তাঁহার যাহারা শরণাগত, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পদতলে, মাভৈঃ মাভৈঃ। সকল হইবে ধীরে ধীরে। তোমাদের নিকট এই চাই—হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষ্যা একেবারে জন্মের মত বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ হইতে হইবে; এইটী যদি পার, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে।

* * * মহোৎসবাদিতে পেটের খাওয়া কম করিয়া মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা করিবে। * *

বিবেকানন্দ।

(১৩

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

২০শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

ভিহিমিয়া চাঁদ, লিম্‌ড়ি—

আমি এদেশে বেশ ভাল আছি। এতদিনে আমি ইহাদের নিজেদের আচার্য্যগণের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ইহারা সকলে আমাকে এবং আমার উপদেশ পছন্দ করে। সম্ভবতঃ আমি আগামী শীতে ভারতে ফিরিব। আপনি বোম্বাইয়ের মিঃ গান্ধিকে জানেন কি ? তিনি এখনও চিকাগোতেই আছেন। কিন্তু ভারতে যেমন আমার অভ্যাস ছিল, এখানেও সেইরূপ আমি সমস্ত দেশের ভিতর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। প্রভেদ এইটুকু যে, এখানে উপদেশ দিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত আমার কথা শুনিয়াছে। এদেশে থাকা খুব ব্যয়সাধ্য, কিন্তু প্রভু সর্ব্বত্রই আমার যোগাড় করিয়া দিতেছেন।

বিবেকানন্দ।

(১৪)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

"ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।"

১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু,—

তোমার পত্র পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি খেতড়ীতে থাকিয়া অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

তা—দাদা মান্দ্রাজে অনেক কার্য্য করিয়াছেন— বড়ই আনন্দের কথা! তাঁহার সুখ্যাতি অনেক শুনিলাম মান্দ্রাজবাসীদের নিকট। রা—ও হ—লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহাদের শারীরিক কুশল। মঠের সকল সংবাদ অবগত হইলাম—শী র পত্রে।

* * * *

রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্ম্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। কার্য্য করিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া কার্য্য হয় না। মাল্‌সিসর, আল্‌সিসর আর যত সব ওখানে আছে, মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাক; আর সংস্কৃত, ইংরাজী সযত্নে অভ্যাস করিবে।—নিধি পাঞ্জাবে আছে বোধ হয়, তাহাকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাইয়া খেতড়ীতে

আনিবে ও তাহার সাহায্যে সংস্কৃত শিখিবে ও তাহাকে ইংরাজী শিখাইবে। যে প্রকারে পার তাহার ঠিকানা আমায় দিবে।—নিধি অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

*   *   *   *

খেতড়ী সহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায়, কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পার। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম্ম কর তবে চিত্ত শুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে।—নিধি আসিলে দুইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্য্যের নিশান—কায়মনোবাক্য "জগদ্ধিতায়" দিতে হইবে। পড়েছ, "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব," আমি বলি "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব"—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী,

কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম্ম জানিবে। কিমধিকমিতি।

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

(১৫)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

১৮৯৪।

প্রাণাধিকেষু—

* * * ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ, আমায় ছুয়োনা, আমায় ছুয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান্! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্ব্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে। পূর্ব্বে মহতের লক্ষণ ছিল "ত্রিভুবনমুপকার-শ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ," এখন হচ্চে আমি পবিত্র আর দুনিয়া অপবিত্র—লাও রূপেয়া ধরো হামারা পায়েরকা নীচে। * * যে মহাপুরুষ হুজ্জুক সাঙ্গ করে দেশে ফিরে যেতে লিখচেন, তাঁকে বল, * * এ দেশ আমার more (অধিক) ঘর—হিন্দুস্থানে কি আছে? কে ধর্ম্মের আদর করে? কে বিদ্যের আদর করে?

ঘয়ে ফিরে এস!!! ঘর কোথা? আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব, "বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ" (বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করেন) —এই আমার ধর্ম্ম। অলস, নিষ্ঠুর নির্দ্দয়, স্বার্থপর ব্যক্তিদের সহিত আমি কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। যার ভাগ্যে থাকে, সে এই মহাকার্য্যে সহায়তা কর্ত্তে পারে।

* * সকলকে আমার ভালবাসা দিবে, সকলের help (সাহায্য) আমি চাই। Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning, it is character that can cleave through adamantine walls of difficulties, * মনে রেখো। * * কিমধিকমিতি।

চিরস্নেহাস্পদ
বিবেকানন্দ।

* টাকায় কিছু হয় না, নাম যশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না, চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ কর্ত্তে পারে।

(১৬)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

ওয়াশিংটন।

২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—

আমার শুভ আশীর্ব্বাদ জানিবে। এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আমার অপর পত্রখানি পাইয়াছ। আমি কখন কখন তোমাদিগকে কড়া চিঠি লিখি; তজ্জন্য কিছু মনে করিও না। তোমাদিগের সকলকে আমি কতদূর ভাল বাসি তাহা তুমি ভালরূপই জান।

তুমি অনেকবার আমি কোথায় কোথায় ঘুরিতেছি, কি করিতেছি, তাহার সমুদয় বিবরণ ও আমার বক্তৃতা-গুলির সংক্ষিপ্ত আভাস জানিতে চাহিয়াছ। মোটামুটি জানিয়া রাখ, ভারতেও যা করিতাম, এখানেও ঠিক তাহাই করিতেছি। ভগবান্ যেখানে লইয়া যাইতেছেন, তথায়ই যাইতেছি—পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প করিয়া আমার কোন কার্য্য হয় না। আরও একটী বিষয় স্মরণ রাখিও, আমাকে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং আমার চিন্তারাশি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার অবসর নাই। এত বেশী কাজ দিন রাত ধরিয়া করিতে হইতেছে যে, আমার স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে

—আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ভারত হইতে যথেষ্ট কাগজ পত্র আসিয়াছে, আর আবশ্যক নাই। তুমি এবং মান্দ্রাজের অন্যান্য বন্ধুগণ আমার জন্য যে নিঃস্বার্থ-ভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের নিকট আমি যে কি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা জানিয়া রাখ, তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহার উদ্দেশ্য আমার নাম বাজান নহে—ঐ কার্য্যের উদ্দেশ্য এই—যাহাতে তোমরা তোমাদের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত হও। সম্প্রদায় গঠন করা আমার প্রকৃতিসিদ্ধ নয়—ধ্যানধারণা ও স্বাধ্যায়—ইহাই আমার প্রকৃতির উপযোগী। আমার মনে হয়, যথেষ্ট কায করিয়াছি—এখন একটু বিশ্রাম করিতে চাই—আমি এক্ষণে আমার গুরুদেবের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহাই লোককে একটু শিক্ষা দিব। তোমরা এখন জানিয়াছ, তোমরা কি করিতে পার। মান্দ্রাজের যুবক, তোমরাই প্রকৃতপক্ষে সব করিয়াছ—আমি সাক্ষী-গোপাল মাত্র! আমি একজন ত্যাগী। আমি কেবল একটী জিনিস চাই ঃ—যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই

উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম্ম নাম দিই না। চক্ষু আমাদের পৃষ্ঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও, আর যে ধর্ম্ম তোমরা নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত কর—ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করুন।

আমার উপর নির্ভয় করিও না, নিজের নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখ। আমি যে সর্ব্বসাধারণের ভিতর একটা উৎসাহ উদ্দীপিত করিবার উপলক্ষস্বরূপ হইয়াছি, ইহাতে আমি আপনাকে সুখী বিবেচনা করিতেছি। এই উৎসাহের সহায়তা লইয়া অগ্রসর হও—এই উৎসাহ-স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, সব ঠিক হইয়া যাইবে।

হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখন বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্য-জাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তি-মত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও। নামযশের ফাঁকা চাকচিক্যে কি হইবে [illegible] বরের কাগজে কি বলে, না বলে আমি

তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি না। তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? তাহা থাকিলেই তুমি সর্ব্বশক্তিমান হইলে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ত? তাহা যদি হও, তবে তোমার শক্তি কে রোধ করিতে পারে? চরিত্রবলে মানুষ সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভে রক্ষা করিয়া থাকেন! তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন—তোমরা বীর হও। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। সকলেই আমাকে ভারতে আসিতে বলিতেছে। তাহারা মনে করে, আমি গেলে তাহারা বেশী কাজ করিতে পারিবে। বন্ধো, সকলে ভুল বুঝিয়াছ। আজকাল যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, ইহা একটু স্বদেশহিতৈষীতামাত্র—ইহাতে কোন কায হইবে না। যদি ইহা খাঁটি হয়, তবে দেখিবে, অল্পকালের মধ্যেই শত শত বীর অগ্রসর হইয়া আসিবে এবং কার্য্যে লাগিয়া যাইবে। অতএব জানিয়া রাখ যে, তোমরাই সব করিয়াছ—ইহা জানিয়া আরও কার্য্য করিতে থাক, আমার দিকে দেখিও না। অক্ষয় এক্ষণে লণ্ডনে আছেন—তিনি লণ্ডনে মিস মুলারের নিকট যাইবার জন্য আমাকে একখানি সুন্দর নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়াছেন। বোধ হয়, আগামী জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে লণ্ডন যাইব। ভট্টাচার্য্য আমাকে ভারতে যাইতে লিখিতেছেন!

আ—, এস্থান প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আমি বিভিন্ন মতবাদ লইয়া কি করিব? আমি ভগবানের দাস। উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব প্রচার করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ইহার অপেক্ষা আর কোথায় পাইব? এখানে যদি একজন আমার বিরুদ্ধে থাকে ত শত শত জন আমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এখানে মানুষ মানুষের জন্য ভাবে, নিজের ভ্রাতাদের জন্য কাঁদে, এখানকার রমণীগণ দেবীস্বরূপা। মূর্খদিগকেও যদি প্রশংসা করা যায়, তবে তাহারাও কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। যদি সব দিকে সুবিধা হয়, তবে অতি কাপুরুষও বীরের ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত বীর নীরবে কার্য্য করিয়া চলিয়া যান। একজন বুদ্ধ জগতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শত শত বুদ্ধ নীরবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রিয় বৎস আ—, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্যগণের কথা কি বলিব আ—,তাহারা আমাকে খাইতে দিয়াছে, পরিতে দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, তাহারা আমার সহিত পরম বন্ধুর ব্যবহার করিয়াছে—খুব গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান পর্য্যন্ত। তাহাদের একজন পাদরী যদি ভারতে যায়, আমাদের দেশের লোক তাহার সহিত কিরূপ

ব্যবহার করে? তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্ত কর না, তাহারা যে ম্লেচ্ছ!!! বৎস, কোন ব্যক্তি, কোন জাতিই অপরের প্রতি ঘৃণাসম্পন্ন হইলে জীবিত থাকিতে পারে না! যখনই ভারতবাসীয়া ম্লেচ্ছ শব্দ আবিষ্কার করিল, ও অপর জাতির সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তোমার ভারতেতর দেশবাসীদের প্রতি উক্ত ভাব পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইও। বেদান্তের কথা ফস্ ফস্ মুখে আওড়ান খুব ভাল বটে, কিন্তু উহার একটী ক্ষুদ্র উপদেশও কার্য্যে পরিণত করা কি কঠিন।

আমি শীঘ্রই এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, সুতরাং এখানে আর খবরের কাগজ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। প্রভু তোমাকে চিরদিনের জন্য আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমারই চিরকল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

পুঃ—দুইটি জিনিষ হইতে বিশেষ সাবধানে থাকিবে —ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষ্যা। সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।—ইতি বি।

(১৭)

কলিকাতাবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

[চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যজাতির নিকট হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত জনসাধারণ টাউনহলে সভা করিয়া বিবেকানন্দ ও আমেরিকা-বাসিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ঐ সভায় কতকগুলি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়া আমেরিকায় প্রেরিত হয়। এই পত্রখানি তাহার উত্তরস্বরূপ উক্ত সভার সভাপতিকে স্বামিজী লিখিয়াছিলেন।]

নিউইয়র্ক।

১৮ই নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মহাশয়—

সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলের সভায় যে প্রস্তাব-গুলি গৃহীত হইয়াছে এবং আমার স্বীয় নগরনিবাসিগণ আমাকে উদ্দেশ করিয়া যে মধুর কথাগুলি পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি।

হে মহাশয়, আমার ক্ষুদ্র কার্য্যও যে আপনারা সাদরে অনুমোদন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি (Policy) সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই যে জাতি আপনাকে পৃথক্ রাখিয়াছে, তাহারই পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

আমার মনে হয়—ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—এই জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া; প্রাচীনকালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধজাতিদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।

প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, —অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্মনীতির এই অব্যর্থ নিয়মের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ—ইহার অনিবার্য্য ফল এই হইল যে, যে জাতি প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে সমুদয় জাতির মধ্যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ঘৃণার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ যে নিয়ম প্রথম

আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরাই সেই নিয়মের অব্যর্থ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছি।

আদান প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম আর ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্য্য বাহির করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর অবিচারিতভাবে ছড়াইয়া দিতেই হইবে এবং ইহার পরিবর্ত্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে। বিস্তারই জীবন—সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যেদিন হইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম, যেদিন হইতে অপর জাতি-সকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হইল, আর যতদিন না পুনরায় জীবনে ফিরিতেছি—যতদিন না আবার বিস্তারশীল হইতেছি—ততদিন কিছুতেই আমাদের মৃত্যু আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে। আর শত শত কুসংস্কারাবিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তি (প্রবাদবাক্যস্থ কুকুর যেমন গরুর জাবপাত্রে শুইয়া থাকিয়া. নিজেরাও তাহা খায় না অথচ গরুরও খাবার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহারাও সেইরূপ।) অপেক্ষা প্রত্যেক হিন্দু যিনি বিদেশ ভ্রমণ করিতে যান, তিনি স্বদেশের অধিকতর কল্যাণসাধন করেন। পাশ্চাত্য

জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব্ব প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভসমূহ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত—যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এই শক্তি বা ঐ শক্তির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা।

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য? আসুন, আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া, ধীরতার সহিত মনুষ্যোচিতভাবে কাযে লাগিয়া যাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, কোন ব্যক্তি যাহা পাইবার প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে, জগতের কোন শক্তিই তাহা পাইবার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ নহে। আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে অবিচলিত রাখুন।

ভবদীয় বশম্বদ

বিবেকানন্দ।

(১৮) *

৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রেমাস্পদেষু—

তোমার মনোরম পত্রখানি এইমাত্র পেলাম। তুমি যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছ, তা জেনে আমার বড়ই আনন্দ হল। আরও আনন্দ হল, তোমার তীব্র বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়ে। এই বৈরাগ্যই ত হল ভগবান্ লাভ করবার সাধনসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রথম সাধন। আমি মান্দ্রাজবাসীর উপর চিরকাল প্রবল আশা পোষণ করে এসেছি—এখনও আমার দৃঢ়বিশ্বাস—মান্দ্রাজ হতে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উঠে সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসিয়ে দেবে। আমি তোমার পত্রোত্তরে কেবল এই কথা বলি যে, ঈশ্বর তোমার শুভসংকল্পসিদ্ধিতে শীঘ্র সহায় হোন। তবে হে বৎস, তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিঘ্নগুলির কথাও আমার বলা উচিত। প্রথমতঃ, এইটী দেখ্‌তে হবে যে, হঠাৎ কিছু করে ফেলা কারও পক্ষে উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, তোমার মা ও স্ত্রীর জন্যও একটু ভাবা উচিত। অবশ্য তুমি বল্‌তে পার,

* মান্দ্রাজবাসী জনৈক শিষ্যকে লিখিত একখানি পত্র ডাঃ নঞ্জুণ্ডা রাও কর্ত্তৃক মান্দ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—ইহা তাহারই বঙ্গানুবাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা সংসার ত্যাগ কর্‌বার সময় তাঁদের মা বাপের মতামতে কি সব সময় চলেছিলেন? আমি জানি—নিশ্চিত জানি—বড় বড় কায খুব স্বার্থ-ত্যাগ ব্যতীত হতে পারে না। আমি নিশ্চিত জানি—ভারতমাতা তাঁর উন্নতির জন্য, তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের জীবনবলি চান, আর আমার অকপট আশা এই যে, তুমিও তাঁর কৃপায় তাদেরই মধ্যে অন্যতম হবার সৌভাগ্য লাভ কর্‌বে।

সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাবে, সকল মহাপুরুষেরাই চিরকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন, আর সাধারণ লোকে তার শুভফল ভোগ করেছে। তুমি যদি তোমার নিজের মুক্তির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর, সে আর কি ত্যাগ হল? তুমি কি জগতের কল্যাণের জন্য তোমার নিজের মুক্তিবাঞ্ছা পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছ? তুমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ—এ কথাটা ভেবে দেখ। আমি তোমাকে উপস্থিত এই পরামর্শ দেই যে, তুমি কিছুদিন ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন কর অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য স্ত্রীর সংস্রব একেবারে ছেড়ে দিয়ে তোমার পিতার গৃহেই বাস কর—ইহাই 'কুটীচক' অবস্থা। জগতের কল্যাণের জন্য তুমি যে মহা স্বার্থত্যাগ কর্‌তে যাচ্ছ, তাতে তোমার স্ত্রীকেও সম্মতা কর্‌বার

চেষ্টা কর। আর তোমার যদি জ্বলন্ত বিশ্বাস, সর্ব্ববিজয়িনী প্রীতি ও সর্ব্বশুভফলদায়িনী চিত্তশুদ্ধি থাকে, তবে তুমি যে তোমার উদ্দেশ্যসাধনে শীঘ্রই সফলতা লাভ করবে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি দেহ মন প্রাণ অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ প্রচারকার্য্যে লেগে যাও দিকি—কারণ, সাধনার প্রথম সোপান হচ্চে কর্ম্ম। খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন কর আর খুব সাধনভজনের অভ্যাস কর। কারণ, তোমাকে মানবজাতির একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হতে হবে, আর আমার গুরু মহারাজ বল্‌তেন, "আপনাকে মারতে হলে একটী নরুন্ দিয়ে হয়; কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তরবারের দরকার হয়। তেমনি লোকশিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়্‌তে হয় ও অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝাতে হয়; কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ কেবল একটী কথায় বিশ্বাস কল্লেই হয়।" আর যখন ঠিক সময় হবে, তখন তুমি সমগ্র জগতে গিয়ে তাঁর নাম প্রচার কর্‌বার অধিকারী হবে। তোমার সংকল্প অতি শুভ ও পবিত্র, সন্দেহ নাই—ভগবান্ শীঘ্র তোমার সংকল্পসিদ্ধির সহায় হোন, কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু করে ফেলো না। প্রথমে কর্ম্ম ও সাধনভজনের দ্বারা নিজেকে পবিত্র কর।

ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্ম্মের

উপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময় —তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন—পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠ্‌তে পার্‌বে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ, চারিদিকে প্রচার কর্‌তে হবে—যেন হিন্দুসমাজের সর্ব্বাংশে—প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এ কায কর্‌বে?—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা গ্রহণ করে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা কর্‌বে? কে নাম, যশ, ঐশ্বর্য্যভোগে, এমন কি, ইহলোক পরলোকের সব আশা ত্যাগ করে অবনতির স্রোত রোধ কর্‌তে এগুবে? কয়েকটী যুবক দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নপ্রদেশে লাফিয়ে পড়েছে—তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা খুব অল্পসংখ্যক—এইরূপ কয়েক সহস্র যুবকের প্রয়োজন—তারা নিশ্চিত আস্‌বে। আমি বড় আনন্দিত হলাম যে, আমাদের প্রভু তোমার মনে তাদের মধ্যে একজন হবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন। প্রভু যাকে মনোনীত কর্‌বেন, সেই ধন্য—সেই মহা-গৌরবের অধিকারী। তোমার সংকল্প উত্তম, তোমার আশা উচ্চ, তমোহ্রদে মজ্জমান লক্ষ লক্ষ নরনারীকে

সেই প্রভু ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে আনয়নরূপ তোমার লক্ষ্য অতি মহৎ।

কিন্তু হে বৎস, নির্ব্বিঘ্নে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে হলে হঠাৎ তাড়াতাড়ি কিছু করে ফেলা উচিত নয়। পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়—এই তিনটী গুণ—আবার সর্ব্বোপরি প্রেম—সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। তোমার সাম্‌নে ত অনন্ত সময় পড়ে আছে, অতএব তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যদি পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তোমার মত শত শত যুবক এমন চাই, যারা সমাজের উপর গিয়ে মহাবেগে পড়্‌বে এবং যেখানে যাবে, সেইখানেই নবজীবন ও আধ্যাত্মিক মহাশক্তি সঞ্চার কর্‌বে। ভগবান্ শীঘ্র তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করুন। ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

(১৯)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।

৩রা জানুয়ারি, ১৮৯৫।

প্রিয় মহাশয়—

প্রেম, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে অদ্য আপনাকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমার জীবনে এমন অল্প কয়েকজনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় ভাব ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সম্মিলনে সম্পূর্ণ, আবার যাঁহারা তাহার উপর মনের ভাবসমূহকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি রাখেন—আপনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। বিশেষতঃ আপনি অকপট—তাই আমি আপনার নিকট আমার কয়েকটি মনের ভাব বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

ভারতের কার্য্য আরম্ভ বেশ হইয়াছে, আর উহা শুধু যে কোনক্রমে বজায় রাখিতে হইবে, তাহা নহে, মহা উদ্যমের সহিত উহার উন্নতি ও বিস্তার সাধন করিতে হইবে। এই—সময়। এখন আলস্য করিলে পরে আর কার্য্যের সুযোগ থাকিবে না! আমি কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিয়া এক্ষণে উহাকে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সীমাবদ্ধ করিয়াছি। প্রথমে মান্দ্রাজে ধর্ম্মতত্ত্ব

শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, ক্রমশঃ উহাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে। আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যসকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায়, তাহা করিতে হইবে, উহার সহিত অবৈদিক অন্যান্য ধর্ম্মসমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের মুখপত্রস্বরূপ একখানি ইংরাজি ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ থাকিবে।

প্রথমেই এইটী করিতে হইবে—আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই বড় বড় বিষয় দাঁড়াইয়া থাকে। কয়েকটী কারণে মান্দ্রাজই এক্ষণে এই কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। বোম্বাইএ সেই চিরদিনের জড়ত্ব; বাঙ্গালায় ভয়—এখন যেমন পাশ্চাত্য ভাবের মোহ, তেমনি পাছে তাহার বিপরীত ঘোর প্রতিক্রিয়া হয়। মান্দ্রাজই এক্ষণে প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ ভাবই সামঞ্জস্য করিয়া ধারণা করিবার উপযুক্ত মধ্যপথে অবস্থিত রহিয়াছে।

সমাজের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এ বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত আমি সম্পূর্ণ এক মত কিন্তু ইহা করিবার উপায় কি? সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেরূপে সমাজসংস্কারের প্রণালী

দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আমার প্রণালী এই। আমি এখনও এটা মনে করি না যে, আমার জাতি এতদিন ধরিয়া কেবল অন্যায় করিয়া আসিতেছে; কখনই নহে। আমাদের সমাজ যে মন্দ, তাহা নহে—আমাদের সমাজ ভাল। আমি কেবল চাই—আরও ভাল হোক। সমাজকে মিথ্যা হইতে সত্য, মন্দ হইতে ভালতে যাইতে হইবে না; সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে, ভাল হইতে আরও ভালয়, আরও ভালয় যাইতে হইবে। আমি আমার স্বদেশবাসীকে বলি—এত দিন তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা বেশ হইয়াছে, এখন আরও ভাল করিবার সময় আসিয়াছে। এই জাতি-বিভাগের কথাই ধরুন—সংস্কৃতে জাতি শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ। এখন সৃষ্টির মূলেই ইহা বিদ্যমান। বিচিত্রতা অর্থাৎ জাতির অর্থই সৃষ্টি। 'আমি এক—বহু হইব'—বিভিন্ন বেদে এইরূপ কথা দেখা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক থাকে—বহুত্ব বা বিচিত্রতাই সৃষ্টি। যদি এই বিচিত্রতা না থাকে, তবে সৃষ্টিই লোপ পাইবে।

যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাকে, ততদিনই তাহা নানা বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে। যখনই উহা বিচিত্রতা উৎপাদনে বিরত হয়, অথবা যখন উহার বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই

উহা মরিয়া যায়। জাতির আদিম অর্থ ছিল—এবং সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থ প্রচলিত ছিল—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। এমন কি, খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। ভারতের পতন হইল কখন? যখন এই জাতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যেমন গীতা বলিতেছেন, জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎও বিনষ্ট হইবে। এখন ইহা আমাদের সত্য বলিয়াই বোধ হয় যে, এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দিলে জগৎও নষ্ট হইবে। আধুনিক জাতিভেদ প্রকৃত জাতিভেদ নহে, উহা প্রকৃত জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উহা যথার্থই প্রকৃত জাতি অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতির ব্যাঘাত করিয়াছে। কোন বদ্ধমূল প্রথা বা জাতিবিশেষের বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্রমিক জাতি প্রকৃতপক্ষে যথার্থ 'জাতি'র প্রভাবকে অব্যাহত গতিতে যাইতে দেয় না, আর যখনই কোন জাতি আর এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রসব করে না, তখনই উহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার স্বদেশবাসিগণকে এই বলিতে চাই যে, জাতি উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে।

প্রত্যেক বদ্ধমূল আভিজাত্য অথবা সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ই জাতির প্রতিবন্ধক—উহারা জাতি নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বাধা বিঘ্ন আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব। এক্ষণে ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যখনই উহা জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে কৃতকার্য্য হইল, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ জাতি গঠন করিতে যে সকল বাধা আছে, সেই সকল বাধার অধিকাংশই দূর করিয়া দিল, তখনই ইউরোপ উঠিল। আমেরিকায় প্রকৃত জাতির বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা--সেইজন্য তাহারা বড়। প্রত্যেক হিন্দুই জানে যে, জ্যোতিষীরা জন্মিবামাত্র বালকবালিকার জাতি নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত জাতি, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজত্ব, ব্যক্তিত্ব, আর জ্যোতিষ ইহা মানিয়াছেন। আমরা যদি পুনরায় ইহাকে পূর্ণ তেজে চলিতে দিই, তবেই আমরা কেবল উঠিতে পারিব। আবার এই বিচিত্রতার অর্থ বৈষম্য বা কাহারও বিশেষ সুবিধা নহে। আমার ইহাই কার্য্যপ্রণালী—হিন্দুদের দেখান যে, তাহাদিগকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষিগণ-প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দীর দাসত্বের ফলস্বরূপ এই জড়ত্ব ছাড়িতে হইবে।

অবশ্য মুসলমানগণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতি-স্রোত বন্ধ হইয়াছিল; তাহার কারণ—তখন জীবনমরণের সমস্যা—উন্নতির সময় কৈ? এখন আর সেই অত্যাচারের ভয় নাই—এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে—স্বধর্ম্মত্যাগী ও মিশনরিগণের উপদিষ্ট ভাঙ্গা-চোরার পথে নয়—আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে উন্নতি করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। শত শত শতাব্দীর অত্যাচারে প্রাসাদ-নির্ম্মাণ একেবারে বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করা হউক—তাহা হইলে সবই যথাস্থানে স্থাপিত বলিয়া মানাইবে ও সুন্দর দেখাইবে। ইহাই আমার কার্য্য-প্রণালী। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা দ্বিধা নাই। প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ভারতের মূল স্রোত ধর্ম্ম; উহাকে প্রবল করা হউক—তবেই পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্রোতগুলিও উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। আমার চিন্তাপ্রণালী অনুযায়ী একটা বিষয় বলা হইল। আশা করি, সময়ে আমার সমুদয় চিন্তারাশি প্রকাশ করিতে পারিব।

কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি, এই দেশেও আমার বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই দেশে এবং

কেবল এখানেই সাহায্যের প্রত্যাশা করি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেবল আমার ভাববিস্তার ব্যতীত আর কিছু করিতে পারি নাই। এখন আমার ইচ্ছা—ভারতেও একটা চেষ্টা হউক। কেবল একমাত্র মান্দ্রাজেই আমার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আ—ও অন্যান্য যুবকগণ খুব খাটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা "উৎসাহশীল যুবক" মাত্র। এই কারণ আমি তাহাদিগকে আপনার নিকট সমর্পণ করিলাম। যদি আপনি ইহাদের পরিচালক হন, আমার নিশ্চয় ধারণা—উহারা কৃতকার্য্য হইবে। আমি জানি না, কবে আমি ভারতে যাইব। তিনি যেমন চালাই-তেছেন, আমি সেইরূপ চলিতেছি। আমি তাঁহার হাতে।

"এই জগতেরী ধনের অনুসন্ধান করিতে গিয়া তোমাকে শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি—হে প্রভো, তোমার নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম।"

"ভালবাসার পাত্র খুঁজিতে গিয়া তোমাকেই একমাত্র ভালবাসার পাত্র পাইয়াছি। আমি তোমার নিকট আপনাকে বলি দিলাম।" —যজুর্ব্বেদসংহিতা।

প্রভু আপনাকে চিরকাল আশীর্ব্বাদ করুন।

ভবদীয় চিরকৃতজ্ঞ

বিবেকানন্দ।

পুঃ---এই পত্র প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

(২০)

১৮৯৫।

কল্যাণবরেষু—

তোমাদের এক পত্রে অনেক সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তবে সকলের বিশেষ সমাচার লিখ নাই।—র এক পত্র-মধ্যে সে সিলোন যাইতেছে সম্বাদ পাই।—যা করি-তেছে তাহাই আমার অভিমত, তবে রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। তিনি পরোপকার করিতে আসিয়াছিলেন, নিজের নাম ঘোষণা করিতে নহে। চেলারা গুরুর নাম করে, গুরু যা শেখাতে এসেছিলেন তাতে জলাঞ্জলি দেয়, আর দলাদলি, ইত্যাদি তার ফল। * * কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে, * যাবৎ জ্ঞান না হয়, তাবৎ কর্ম্ম। দলা-দলি দলবাঁধা কূপমণ্ডূকের মধ্যে আমি নাই, আর আমি যেথায় থাকি। আমি একমাত্র কর্ম্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই। আমি বৈদান্তিক; সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান্ রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখ্‌তে পাচ্ছি না। অবতার মানে, যাঁহারা সেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত—অবতারবিশেষত্ব আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী

কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম্ম—বাকি অধর্ম্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম্ম, বাকি কুকর্ম্ম; আর আমি কিছু দেখ্‌ছি না। অন্যবিধ তান্ত্রিক বা বৈদিক কর্ম্মে ফল থাকিতে পারে—কিন্তু তদবলম্বনে কেবল বৃথা জীবনক্ষয়—কারণ, কর্ম্মের ফল যে পবিত্রতা, তাহা কেবল পরোপকার মাত্রে ঘটে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে ভোগাদি সম্ভব, আত্মার পবিত্রতা অসম্ভব। * * * সমস্তই প্রত্যেকের আত্মাতে বর্ত্তমান, যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীনাহীনা ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা। "নায়মাত্মা বল হীনেন লভ্যঃ।" (১) "অস্তি ব্রহ্ম বদসি চেদস্তি ভবিষ্যতি, নাস্তি ব্রহ্ম বদসি চেৎ নাস্ত্যেব ভবিষ্যতি।" (২) যে সদা আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে কোনও কালে বলবান্ হইবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে, সে "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।" (৩) দ্বিতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ পরমহংস কোনও

---

(১) দুর্ব্বল ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

(২) ব্রহ্ম আছেন যদি বল ত ব্রহ্ম আছেন—এইরূপ হইবে, আর ব্রহ্ম নাই যদি বল ত ব্রহ্ম নাই—এইরূপই হইয়া যাইবে।

(৩) পিঞ্জর হইতে সিংহের ন্যায় জগজ্জাল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া যায়।

নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আইসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, অর্থাৎ He was the embodiment of all the past religious thoughts of India, His life alone made me understand what the Shastras really meant, and the whole plan and scope of the old Shastras. (১)

মিশনরি ফিসনরি এদেশে বড় চল্‌ল না। এরা ঈশ্বরেচ্ছায় আমায় খুব ভালবাসে, কারুর কথায় ভোলবার নয়। এরা আমার ideas (ভাব) যেমন বোঝে, আমার দেশের লোক তেমন পারে না এবং এরা বড় স্বার্থপর নয়। অর্থাৎ ঐ jealousy (ঈর্ষা) আর হামবড়া ভাবগুলো এরা কাযের বেলা দূর করে দেয়। তখন সকলে মিলে একজন কাজের লোকের কথামত চলে। তাহাতেই এরা এত বড়। তবে এরা হচ্চে টাকা-দেবতার জাত, সকল কথায় পয়সা, আমাদের দেশের লোক টাকার বিষয় বড় উদার, এরা

---

(১) তিনি ভারতের সমগ্র অতীত চিন্তার সাকার বিগ্রহ-স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য, তাহারা কি প্রণালীতে এবং কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা আমি কেবল তাঁহার জীবন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি।

তত নয়। কৃপণ ঘরে ঘরে। ওটা ধর্ম্মের মধ্যে। তবে অন্যায় কর্ম্ম কর্‌লে পর পাদরিদের হাতে পড়ে। তখন টাকা দিয়ে স্বর্গে যায়। এগুলো সব দেশেই সমান— priestcraft (পুরোহিতদের তুক্‌তাক্)। আমি কবে দেশে যাব, কি না যাব, কিছুই বল্‌তে পারি না। এখানেও ঘুরে বেড়ান, সেখানেও তাই, তবে এখানে হাজারো লোক আমার কথা শোনে বোঝে—হাজারো লোকের উপকার হয়। সেখানে কি? * * * মান্দ্রাজ ও বম্বেতে আমার মনের মত লোক অনেক আছে। তারা বিদ্বান্ এবং সকল কথা বুঝে এবং তারা দয়াল; অতএব পরহিতচিকীর্ষা বুঝিতে পারে। * * আমার জীবনের প্রতি দেখে আমার আপশোষ হয় না। দেশে দেশে কিছু না কিছু লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়িয়েছি, তার বদলে রুটীর টুক্‌রা খেয়েছি। যদি দেখ্‌তুম যে, কোনও কায করিনি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, তা হলে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্ত্তুম। যারা লোকশিক্ষা দিতে আপনাকে অযোগ্য মনে করে, তারা শিক্ষকের কাপড় পরে লোক ঠকিয়ে কেন খায়?

ইতি

বিবেকানন্দ।

(২১)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।

প্রিয় আ—

* * কার্য্য ভয়ানক কঠিন, আর যতই কায বাড়িতেছে, ততই কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমার দীর্ঘকাল বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? এখনি আমার সম্মুখে ইংলণ্ডে বিস্তর কায করিবার রহিয়াছে। * * ধৈর্য্য ধরিয়া থাক বৎস, অভাবনীয়রূপে কার্য্যের উন্নতি হইবে। সকল কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বে শত শত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যাহারা অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকে, তাহারাই শীঘ্র বা বিলম্বে আলো দেখিতে পাইবে। * *

আমি এক্ষণে মার্কিণ সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্ককে জাগাইতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু ইহার জন্য আমাকে ভয়ানক কঠোর চেষ্টা করিতে হইয়াছে। * * আমার যাহা কিছু ছিল, তাহা সবই এই নিউইয়র্ক ও ইংলণ্ডের কার্য্যে ব্যয় করিয়াছি। এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, কায চলিয়া যাইবে।

হিন্দুভাবগুলি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করা, আর

শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য হইতে এমন ধর্ম্ম বাহির করা, যাহা একদিকে সহজ, সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে, আবার অন্যদিকে বড় বড় মনীষিগণের উপযোগী হইবে,—এ যারা চেষ্টা করিয়াছে, তারাই বলিতে পারে কি কঠিন ব্যাপার। সূক্ষ্ম অদ্বৈততত্ত্বকে জীবন্ত, কবিত্বময়, প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী করিতে হইবে, জটিল, মহাজটিল, পৌরাণিক তত্ত্বসকলের মধ্য হইতে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টান্ত-সকল বাহির করিতে হইবে, আর গোলমেলে যোগ-শাস্ত্রের মধ্য হইতে বৈজ্ঞানিক ও কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে,—আর এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে যে, একটী শিশুও উহা বুঝিতে পারে। ইহাই আমার জীবনব্রত। প্রভুই কেবল জানেন, আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইব। কর্ম্মে আমাদের অধিকার, ফলে নহে। বড়ই কঠিন কার্য্য, বৎস, বড়ই কঠিন; যতদিন না শিষ্যগণ অপরোক্ষানুভূতি ও পূর্ণ ত্যাগের ভাব ধারণা করিতে পারিতেছে, ততদিন এই কামকাঞ্চনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আপনাকে স্থির করিয়া নিজ আদর্শের অনুযায়ী হইয়া থাকা প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ইহার মধ্যেই অনেকটা কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে। আমার ভাব না বুঝিবার

দরুণ আমি মিশনরিগণ বা অন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না—তাহারা, কামিনীকাঞ্চনের কোন ধার ধারে না, এমন লোক পূর্ব্বে দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। প্রথমে তাহারা উহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই—কিরূপেই বা করিবে? মনে করিও না, ইহাদেরও ভারত-বাসীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা-সম্বন্ধীয় ধারণা। উহারা ধর্ম্ম বলিতে সাহস মাত্র বুঝে; * * লোকেরা এক্ষণে দলে দলে আমার নিকট আসিতেছে। শত শত ব্যক্তি বুঝিয়াছে যে, এমন লোক যথার্থই আছে, যাহারা নিজেদের দৈহিক সুখবাসনা সমুদয় সংযম করিতে পারে। আর এই সকল ভাবের উপর ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যাহারা অপেক্ষা করে, তাহাদের নিকট সবই আসিয়া থাকে। অনন্তকালের জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ। ইতি—

তোমার

বিবেকানন্দ।

---

(২২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

১৮৯৫।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, ইতিপূর্ব্বে তোমাদের এক পত্র লিখি, সময়াভাবে তাহা অসম্পূর্ণ। * * *।

আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নাই। হরে হরে--বলি একটা কিছু করে দেখাও যে, তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল, কাল খাটের ঠেঙ্গে রূপা বাঁধান হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০০ মারা হল—চক্র-গদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র---ইত্যাদি, একেই ইংরাজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বল-হীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile—ঘণ্টা ডাইনে বাজ্‌বে বা বাঁয়ে, চন্দনেয় টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দীম দুবার ঘুর্‌বে বা চার বার ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন রাত ঘাম্‌তে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

যদি ভাল চাওত ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে

দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট্ আর স্বরাট্। বিরাট্ রূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সাম্‌নে ধরে ১০ মিনিট বস্‌ব কি আধঘণ্টা বস্‌ব—এ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুল্‌চে আর পড়্‌ছে! এই ঠাকুর কাপড় ছাড়্‌চেন, ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্চেন, ত এই ঠাকুর আঁঠকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি কর্‌ছেন—এদিকে জেন্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্চে। বোম্বায়ের বেনে-গুলো ছারপোকার হাঁসপাতাল বানাচ্চে—মানুষগুলো মরে যাক্। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস্—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা গারদ, দেশ নয়। ** তাঁরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন—যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে। * * *

Idea (ভাব) ছড়া—গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা, আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগবিশেষ। Independent

(স্বাধীন) হ্, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ্—অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেড়িয়ে যাবে। যদি কায করে দেখাতে পারিস্, যদি এক বৎসরের মধ্যে ২।৪ লাখ চেলা ভারতে যায়গায় য়্যারগায় করতে পারিস্, তবেই বুঝি।

সেই যে বোম্বাই থেকে এক ছোকরা মাথা মুড়িয়ে রামেশ্বরে যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য!! না দেখা, না শুনা—একি চেঙ্গ্ড়ামো নাকি? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোনও কায হয় না—ছেলেখেলা নাকি? উড়ধামারা আমি শিষ্য—কচুপোড়া খাও। সে চোঁড়াটা যদি দস্তুর মত পথে না চলে, দূর করে দিবে। গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হতে শিষ্যে আসে, আবার তাঁর শিষ্যে যায়, তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য—একি ছেলেখেলা নাকি? আমাকে জ—বলেছিল যে, একজন বলে তোমার গুরু-ভাই আমি এখন ঠাউরে ধরেছি, সেই ছোকরা। গুরুভাই কি রে? হাঁ, চেলা বল্‌তে লজ্জা করে। একদম গুরু বন্‌বে। দূর করে দিও যদি দস্তুর মত পথে না চলে।

ঐ যে—র মনের অশান্তি, তার মানে কোন কায

নাই—গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক,—আমার মুক্তির বাপ নির্ব্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাব্‌বে, তখনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তি দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও ত বাবা। কোনও চিন্তা রেখ না; নরক, স্বর্গ, ভক্তি বা মুক্তি সব don't care (গ্রাহ্য করোনা) আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দিকি বাবাজী। আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভাল বাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।

সকলকে একত্র কর।—কোথায়? তাকে তোমাদের কাছে আন্‌বে। তাকে আমার অনন্ত ভালবাসা।—কোথা? সে আস্‌তে চায় আসুক। আমার নাম করে তাকে ডেকে আন। এই কটি কথা মনে রেখ।

১। আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি সব ত্যাগ।

২। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ

করা—এই আমাদের ব্রত। তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।

৩। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার আপনার ভাবে নাও।

৪। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্ত্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্ত্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ভয় করো না —ভয়ের জায়গা কোথা? তোমরা ত কিছু চাওনা —এতদিন তাঁর নাম, তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ—এখন organised (সঙ্ঘবদ্ধ) হয়ে ছড়াও—প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই।

আমি মরি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও।—কেও এই কাজে লাগাও। কিন্তু মনে রেখ, পরকে মারতে ঢাল খাঁড়ার দরকার— "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।" (যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন সৎ বিষয়ের জন্য দেহত্যাগই শ্রেয়ঃ।) ইতি—

পুঃ—পূর্ব্বের চিঠি মনে রেখ—মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নাই, তাঁকে অবতার বল্লেই হয় না,—শক্তির বিকাশ চাই—হাজার হাজার পুরুষ

চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কায নাই—ছেলেখেলার সময় নাই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাৎ হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ্ তাদের। Organisation (সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া) চাই—কুড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মত যাও সব যায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখ না। আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও ছড়াও। ইতি—

বিবেকানন্দ।

(২৩)

ওঁ নমো ভাগবতে রামকৃষ্ণায়।

১৮৯৫।

প্রাণাধিকেষু—

এক্ষণে বহুত খবরের কাগজ ইত্যাদি এককাট্টা হইয়া গেল। আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। হুজ্জুক এক্ষণে ভারতের মধ্যেই চলুক। * * *

* * * কিন্তু এই যে দেশময় একটা হুজ্জুক উঠিয়াছে, ইহার আশ্রয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়। অর্থাৎ স্থানে স্থানে branch (শাখা) স্থাপন করিবার

প্রযত্ন কর। ফাঁকা আওয়াজ না হয়। মান্দ্রাজবাসীদের সহিত যোগদান করিয়া স্থানে স্থানে সভা প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে! * * * বাহাদুরি দেখাও দেখি। দাদা, মুক্তি নাই বা হল, দুচারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা। এ কথা কি মিথ্যে?—

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণঃ
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ
পরগুণপরমাণুং পর্ব্বতীকৃত্য কেচিৎ
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ ॥ (১)

নাইক হল তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমান্‌ষি কথা! রাম রাম! আবার নেই নেই বল্‌লে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কি না! ও কোন্ দিশি বিনয়—আমি কিছু জানি না—আমি কিছুই নই—ও কোন্ দেশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপু—ও রকম দীনহীনা ভাবকে দূর করে দিতে হবে! আমি জানিনি ত কোন্ শালা জানে? তুমি জাননা ত এতকাল কল্লে কি? ও সব নাস্তিকের কথা লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব কর্ত্তে পারি, সব

(১) কতকগুলি সাধু আছেন, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পুণ্যরূপ অমৃতপূর্ণ হইয়া নানারূপ উপকার করিয়া ত্রিভুবনকে প্রীত করিয়া পরের গুণ পরমাণুতুল্য অল্প হইলেও উহাকে পাহাড়ের মত বাড়াইয়া নিজ হৃদয়ের বিকাশ সাধন করেন।

করব, যার ভাগ্যে আছে, সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষ্মীছাড়াগুলো বেড়ালের মত কোণে বসে মেউ মেউ কর্‌বে।—লিখ্‌ছেন, আর কেন, হুজ্জুক খুব হল, ঘরে ফিরে এস।—কে মরদ বলতুম, যদি একটা ঘর করে আমায় ডাকতে পারতিস্। ও সব আমি দশ বৎসর দেখে দেখে পাকা হয়ে গেছি। কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না। যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক, বাকি কাউকে আমি চাই না—মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব। * * * আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা—তবে এখনে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের সঙ্গ—এই স্বর্গ নরকের ভেদ। এদেশের লোকে এককাট্টা হয়ে কায করে, আর আমাদের সকল কায বৈরিগ্যি (অর্থাৎ কুড়েমি), হিংসা প্রভৃতির মধ্যে পড়ে চুরমার।

—মধ্যে মধ্যে এক দিগ্‌গজ পত্র লেখেন—তা আমি অর্দ্ধেক পড়িতে পারি না—ইহা আমার পক্ষে পরম মঙ্গল। কারণ, অধিকাংশ খবরই এই ডৌলের যথা "অমুক—র দোকানে বসে অমুক—আপনার বিরুদ্ধে এই সকল কথা বলিতেছিল, আর তাহাতে আমি অসহ্য বোধে তাহার সহিত কলহ করিলাম ইতি।" আমার

পক্ষসমর্থনের জন্য তাহাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে, ইহা সবিশেষ শুনিবার বিশেষ বাধা এই যে "স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ" (সময় অল্প, বিঘ্ন অনেক)। * * *

একটা organized Society (সঙ্ঘবদ্ধ সমিতি) চাই,—ঘরকন্না দেখুক,—টাকাকড়ি বাজারপত্রের ভার নিক,—সেক্রেটারী হক অর্থাৎ চিঠিপত্র সব লেখা ইত্যাদি। একটা ঠিকানা কর—মিছে হাঙ্গাম কি করূছ—বুঝ্‌তে পার্‌লে কি না? খবরের কাগজে ঢের হয়ে গেছে, এক্ষণে তোমরা কিছু কর দিকি দেখি। যদি একটা মঠ বানাতে পার, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোঁড়ার ডিম। মান্দ্রাজের লোকদের সঙ্গে যুক্তি করে কায করবে। তাদের কায করিবার অনেক শক্তি আছে। * * *

আমি একটা ইংরাজীতে রামকৃষ্ণের জীবনী (very short অতি সংক্ষিপ্ত) লিখিয়া পাঠাইতেছি। সেটা ছাপাইয়া ও বঙ্গানুবাদ করিয়া মহোৎসবে বিক্রী করিবে, বিতরণ করিলে লোকে পড়ে না। কিঞ্চিৎ দাম চাই। খুব ধুমধামের সঙ্গে মহোৎসব করিবে। * * *

চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কায হয়। যে গ্রামে বা সহরে যাও, সেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধা

ভক্তি করে, সেখানেই একটা সভা স্থাপন করিবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজ্‌লে নাকি? হরিসভা প্রভৃতি গুলোকে ধীরে ধীরে স্বাহা করিতে হইবে। কি বল্‌ব তোদের? আর একটা ভূত যদি আমার মত পেতুম! ঠাকুর কালে সব জুটিয়ে দেবেন। * * * শক্তি থাকলেই বিকাশ দেখাতে হবে। * * মুক্তি ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ (পরোপকারের জন্যই সাধুদিগের জীবন. প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্য সমুদয় ত্যাগ করিবেন)। তোমার ভাল কল্লেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নাই, একেবারেই নাই। * * তুই ভগবান্, আমি ভগবান্, মানুষ ভগবান্ দুনিয়াতে সব কচ্চে, আবার ভগবান্ কি গাছের উপর বসে আছেন? অতএব কাযে লেগে যা।

* * পুঁথি পড়ে বি—অবগত হয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে আসলে ধর্ম্ম হবার যোটী নাই, কেবল ভারতবর্ষের এক মুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন তাঁদেরই ধর্ম্ম হতে পারবে। আবার তাদের মধ্যে শ—ও বি—এঁরা হচ্ছেন চন্দ্র সূর্য্য স্বরূপ। সাবাস, কি ধর্ম্মের জোর

রে বাপ! বিশেষ বাঙ্গালা দেশে ঐ ধর্ম্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা ত আর নাই। তপ জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র। পৈশাচিক ধর্ম্ম, রাক্ষসী ধর্ম্ম, নারকী ধর্ম্ম! যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম্ম হতে পারে না, যদি এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করা ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহায্য গ্রহণে আবশ্যক কি? এদিকে অযাচিত বৃত্তির ধূম, আবার পুঁথিময় আক্ষেপ, আমায় কেউ কিছু দেয় না। বি— সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যখন ভারত শুদ্ধ লোক শ—আর বি—র পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে দেয় না, তখন ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কারণ, শ—বাবু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন এবং বি—তৎপাঠে নিশ্চিত অবগত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহই পবিত্র নাই। এ রোগের ঔষধ কি? বলি, শ—বাবুকে মালাবারে যেতে বলো। সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ চর্ব্ব্য চোষ্য খানা, আবার নগদ। * * * ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই— ভোগ সাঙ্গ হইলেই স্নান, কেন না ব্রাহ্মণেতর অপবিত্র জাতি—অন্য সময় তাদের স্পর্শ করাও নাই। সাধু সন্ন্যাসী, আর ব্রাহ্মণ বদ্‌মাস দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে।

দেহি দেহি চুরি বদ্‌মাসি—এরা আবার ধর্ম্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্ব্বনাশ কর্‌বে আবার বলে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—আর কায ত ভারি—"আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তা হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?" "১৪ বার হাতে মাটী না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ" এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ ২ হাজার বৎসর ধরে। এদিকে 1/4 of the people are starving (সিকি আল লোক না খেতে পেয়ে মর্‌ছে)। ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা বাপ আহ্লাদে আটখানা। ৬ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন্ দেশী ধর্ম্ম? আবার অনেকে এই প্রথার জন্য মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমানদের দোষ বটে!! সব গৃহ্যসূত্র-গুলো পড়ে দেখ দেখি, 'হস্তাৎ যোনিং ন গূহতি' যতদিন ততদিন কন্যা। এর পূর্ব্বেই তার দিতে বে দিতে হবে। সমস্ত গৃহ্যসূত্রের এই আদেশ।

বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার স্মরণ কর—"তদনন্তরং মহিষীং অশ্বসন্নিধৌ পাতয়েৎ" ইত্যাদি! আর হোতা পোতা ব্রহ্মা উদ্‌গাতা প্রভৃতিরা বেড়োল মাতাল হয়ে কেলেঙ্কারি কর্‌ত। বাবা, জানকী বনে গিয়েছিলেন,

রাম একা অশ্বমেধ কর্‌লেন শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেম বাবা!

একথা সমস্ত ব্রাহ্মণেই আছে—সমস্ত টীকাকার স্বীকার করছেন। না কর্‌বার যোটী কি!

এ সকল কথা বল্‌বার মানে এই—প্রাচীনকালে ঢের ভাল জিনিস ছিল, খারাপ জিনিসও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত—Future India—Ancient Indiaর (ভবিষ্যৎ ভারত—প্রাচীন ভারতের) অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যে দিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন সেইদিন থেকেই Modern India (বর্ত্তমান ভারত)—সত্য যুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

তাইতেই যখন তোমরা বল রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তার পরই বল, আমরা কিছুই জানিনা, তখনই আমি বলি Liar (মিথ্যাবাদী) চোর ঝুঠ্‌ বেলকুল। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হয়, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে। * * তোমাদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের ভিতর ঘোড়ার ডিম আছে। যারা আস্তিক, তারা বীর; তাদের মহাশক্তি বিকাশ হবে। দুনিয়া ভেসে যাবে—"দয়া দীন উপকার"—

মানুষ ভগবান্, নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্ম ক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নারায়ণ। কীট less manifested (অল্প অভিব্যক্ত), ব্রহ্ম more manifested (অধিক অভিব্যক্ত)। Every action that helps a being manifest its divine nature more and more is good, every action that retards is evil.

The only way of getting our divine nature manifested is by helping others do the same.

If there is inequality in nature still there must be equal chance for all—or if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger. (১)

---

(১) যে কোন কার্য্য জীবের ব্রহ্মভাব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করিবার সহায়তা করে, তাহাই ভাল। যে কোন কার্য্যে উহার বাধা হয়, তাহাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করিবার একমাত্র উপায়—অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা। যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে, তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক, কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান্ অপেক্ষা দুর্ব্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে।

অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ, যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম্ম। The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God. (১)

মহা দঁক সামনে—সাবধান, ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দঁক হচ্চে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই— ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা আমায় ছুঁয়োনা, বস্। এই ঘোর বামাচার ছুৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইওনা। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যারা একটুকরা রুটী গরিবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে? ছুৎমার্গ is a form of mental disease (একপ্রকার মানসিক ব্যাধি), সাবধান। All expansion is

(১) দরিদ্র পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক।

life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore love for love's sake, because, it is only law of life, just as you breathe to live. (১) This is the secret of নিষ্কাম প্রেম, কর্ম্ম &c. (ইহাই নিষ্কাম প্রেম, কর্ম্ম প্রভৃতির রহস্য)। শ—র যদি কিছু উপকার করিতে পার চেষ্টা করিবে। সে অতি উদার ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান্, তবে সঙ্কীর্ণপ্রাণ। পরদুঃখকাতরতা সকলের ভাগ্যে হয় না—হে প্রভো! হে প্রভো! সকল অবতারের মধ্যে চৈতন্য প্রভু বড়, কিন্তু তাঁহাতে (প্রেমের সমান) জ্ঞানের অভাব ছিল—রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম্ম, অনন্ত

(১) সর্ব্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি সার্থপর, তিনি মৃত। অতএব যেহেতু প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি,—যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস না লইলে বাঁচা যায় না, প্রেম ব্যতীত যখন সেইরূপ জীবনধারণই অসম্ভব, সেই হেতুই অহেতুক প্রেম প্রয়োজন।

জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিস নি। শ্রুত্বা-প্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ (কেহ কেহ ইহার বিষয় শুনিয়াও ইঁহাকে জানিতে পারে না)। What the whole Hindu race has thought in ages, he *lived* in one life. His life is the living commentary to the Vedas of all the nations. (১) ক্রমশঃ লোকে বুঝবে---আমার পুরাণ বোল—struggle, struggle up to light. Onward. (প্রাণপণে আলোকের দিকে অগ্রসর হও)।

অলমিতি দাস---বিবেকানন্দ।

(১) সমগ্র হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র যুগ ধরিয়া যে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি একজীবনেই সেই সমুদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সকল জাতির শাস্ত্রসমূহের জীবন্ত টীকাস্বরূপ।
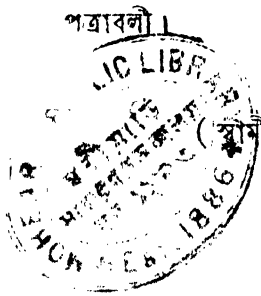
(২৪)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

C-o E. T. Sturdy, Esq.
High View. Caversham,
Reading, Eng.
১৮৯৫।

কল্যাণবরেষু—

তোমায় পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমার সংকল্প বড়ই উত্তম। কিন্তু আমাদের জাতির মধ্যে Organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কায করিতে একেবারেই নারাজ। Organizationএর প্রথম আবশ্যক এই যে, obedience (আজ্ঞাবহতা), যখন ইচ্ছা হল একটু কিছু করিলাম, তার পর ঘোড়ার ডিম—তাতে কাজ হয় না— plodding industry and perseverance (স্থির ধীরভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়) চাই। Regular correspondence (নিয়মিত পত্রব্যবহার) অর্থাৎ কি কায কচ্চ—কি ফল হল, প্রতিমাসে বা মাসে দুইবার রীতিমত লিখিয়া পাঠাইবে। এক জন উত্তম ইংরাজী ও সংস্কৃত জানা সন্ন্যাসী এখানে (ইংলণ্ডে) আবশ্যক। আমি

এখান হইতে শীঘ্রই পুনরায় আমেরিকায় যাইব, আমার অবর্ত্তমানে সে এখানে কার্য্য করিবে। শ— ও—শী এই দুই জন ছাড়া আমি ত আর কাকেও দেখ্‌ছি না। শ—কে টাকা পাঠিয়েছি ও পত্রপাঠ চলে আস্‌তে লিখেছি। রাজাজাকে লিখেছি যে, তাঁর বম্বের agent (এজেণ্ট—ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) যেন শ—কে দেখে শুনে জাহাজে চাপিয়ে দেয়। আমি লিখ্‌তে ভুলে গেছি, তুমি যদি মনে করে পার শ—র সঙ্গে এক বস্তা মুগের ডাল, ছোলার ডাল, অড়র ডাল ও কিঞ্চিৎ মেথি পাঠিয়ে দিবে।* পণ্ডিত নারাণদাস, মাঃ শঙ্করলাল, ওঝাজী ও ডাক্তার সকলকে আমার প্রণয় বলিবে। গোপীর চোকের ওষুধ এখানে কি আছে, পেটেণ্ট ওষুধ সব জুয়াচুরি সর্ব্বত্র। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবে ও আর আর সব চেলাগুলোকে। স—মিরাটে একটা কি সি—সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কায কর্ত্তে চান। ভাল তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কা—কে সেইখানে পাঠিয়ে দাও, কা—যদি পারে একটা মিরাটে center (কেন্দ্র) করুক্ এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দী ভাষাতে হয়, এমন চেষ্টা করুক্—আমি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। কা—মিরাট গিয়ে আমাকে যথাযথ রিপোর্ট কর্‌লে আমি

* স্বামিজী সেই সময়ে একেবারেই নিরামিষাশী ছিলেন।

টাকা পাঠিয়ে দেব। আজমীরে একটা centre (কেন্দ্র) কর্‌বার চেষ্টা কর। * * সাহারানপুরে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী কি একটা সভা করেছেন। তাঁরা আমাকে এক চিঠি লেখেন। তাঁদের সঙ্গে correspondence (পত্র ব্যবহার) রাখিবে। সকলের সঙ্গে মেলা মেশা etc., work, work (কায, কায)। এই রকম centre (কেন্দ্র) কর্ত্তে থাক—কল্‌কেতায়,—মান্দ্রাজে already (পূর্ব্ব হইতেই) আছে, যদি মিরাটে ও আজমীরে পার ত বড়ই ভাল হয়। ঐ প্রকার ধীরে ধীরে যায়গায় যায়গায় centre (কেন্দ্র) কর্ত্তে থাক। এখানে আমার সকল চিঠি পত্র C/o E. T. Sturdy, Esq. High View, Caversham, Reading, England. আমেরিকায় C/o Miss Phillips, 19, W. 38 Street, New York ক্রমে দুনিয়া ছাপিয়ে ফেল্‌তে হবে। Obedience প্রথম দরকার। আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হতে হবে—তবে কায হয়। * * * ঐ রকম রাজপুতানায় গ্রামে গ্রামে সভা কর etc.

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

---

(২৫)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

১৮৯৫।

কল্যাণবরেষু—

তোমার এক পত্র কাল পাই, তাহাতে কতকমত সমাচার পাই। সবিশেষ কিছুই নাই, এই মাত্র। আমার শরীর এক্ষণে অনেক ভাল। এ বৎসরের প্রচণ্ড শীত প্রভুর কৃপায় কিছুই লাগে না; কি দোর্দ্দণ্ড শীত! তবে এদের বিদ্যের জোরে সব দাবিয়ে রাখে। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলা মাটীর ভিতর, তার মধ্যে বৃহৎ বয়লার—সেখান হতে গরম হাওয়া বা ষ্টীম ঘরে ঘরে রাত দিন ছুটিতেছে। তাইতে সব ঘর গরম, কিন্তু ইহার এক দোষ যে, ঘরের ভিতর গরমি কাল আর বাইরে জিরোর নীচে ৩০।৪০ ডিগ্রি! এদেশের বড় মানুষেরা অনেকেই শীতকালে ইউরোপে পালায়—ইউরোপ অপেক্ষাকৃত গরম দেশ।

যাক্ এক্ষণে তোমাকে গোটা দুই উপদেশ দিই। এই চিঠি তোমার জন্য লেখা হচ্ছে। তুমি এই উপদেশ-গুলি রোজ একবার করে পড়বে এবং সেই রকম কায কর্ব্বে।—র চিঠি পাইয়াছি—সে উত্তম কার্য্য করিতেছে—কিন্তু এক্ষণে Organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য

করা) চাই। * * * তোমাকে আমার এই কটী উপদেশ দিবার কারণ এই যে, তোমাতে Organizing power (সঙ্ঘগঠন ও পরিচালন শক্তি) আছে---একথা ঠাকুর আমায় বল্লেন, কিন্তু এখনও ফোটে নাই। শীঘ্রই তাঁর আশীর্ব্বাদে ফুট্বে। তুমি যে কিছুতেই centre of gravity (ভারকেন্দ্র)* ছাড়িতে চাওনা, ইহাই তাহার নিদর্শন, তবে intensive and extensive (গভীর ও উদার) দুই হওয়া চাই।

১। এ জগতে যে ত্রিবিধ দুঃখ আছে, সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহা নৈসর্গিক (Natural) নহে, অতএব অপনেয়।

২। বুদ্ধাবতারে প্রভু বলিতেছেন যে, এই আধিভৌতিক দুঃখের কারণ জাতি, অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই এই দুঃখের কারণ। আত্মাতে স্ত্রী পুং বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং যে প্রকার পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক ধৌত হয় না, সে প্রকার, ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভেদ সাধন হওয়া সম্ভব নহে।

৩। কৃষ্ণাবতারে বলিতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের

* এখানে তাৎপর্য্য এই যে, 'তুমি যে এদিক্ ওদিক্ না ঘুরিয়া একস্থানে থাকিতেই ভালবাস।'

কারণ "অবিদ্যা"। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় কিন্তু কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি &c.

৪। যে কর্ম্মের দ্বারা এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম্ম। যদ্দ্বারা অনাত্মভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম্ম।

৫। অতএব ব্যক্তিগত, দেশগত ও কালগত কর্ম্মা-কর্ম্মের সাধন।

৬। যজ্ঞাদি প্রাচীন কালে উপযুক্ত ছিল, তথা আত্যাদি কর্ম্ম, আধুনিক সময়ের জন্য তাহা নহে।

* * *

৭। রামকৃষ্ণ অবতারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নাস্তি-কতারূপ ম্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা সমস্ত জগৎ একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারে রজোগুণ অর্থাৎ নামযশাদির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নাই অর্থাৎ যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য; তাঁহাকে মানে বা নাই মানে, ক্ষতি নাই।

৮। প্রাচীনকালে বা আধুনিককালে সাম্প্রদায়িকেরা ভুল করে নাই। They have done well but they must do better (তাহারা ভালই করিয়াছে, তবে তাহাদিগকে আরও ভাল করিতে হইবে)। কল্যাণ —তর—তম।

৯। অতএব সকলকে যেখানে তাহারা আছে, সেইখানেই গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ কাহারও ভাবে ব্যাঘাত না করিয়া উচ্চতর ভাবে লইয়া যাইতে হইবে। তথা সামাজিক অবস্থামধ্যে যাহা আছে, তাহা উত্তম কিন্তু উৎকৃষ্টতর—তম হইবে।

১০। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

১১। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে "স্ত্রীগুরু" গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার।

১২। সেই জন্যই আমরা স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষ আরও উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের আকারস্বরূপ হইবে।

১৩। চালাকী দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্ (সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ করা।

১৩। কাহারও সহিত বিবাদ বিতর্কে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও—অন্যের খবরে আবশ্যক নাই। Give your message leave others to thier own thaughts (তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও, অপরে নিজ নিজ ভাব লইয়া

থাকুক)। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" তদা কিং বিবাদেন? (সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার জয় কখনও হয় না; তবে বিবাদের প্রয়োজন কি?)

* * বাল্যগাম্ভীর্য্যভাব মিশ্রিত করিবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহংভাব দূর করিবে সম্প্রদায়-বুদ্ধিহীন হইবে, বৃথা তর্ক মহাপাপ।

*

ইতি তোমারই
বিবেকানন্দ।

(২৬)

১৮৯৫।

প্রিয়তমেষু—

* * * দেশে আসিবার কথা যে লিখিয়াছ, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু এদেশে একটী বীজ বপন করা হইয়াছে—সহসা চলিয়া গেলে উহা অঙ্কুরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এজন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। অপিচ এখান হতে সকল কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারিবে।—প্রভৃতি সকলেই দেশে আসিতে লেখেন। সত্য বটে, কিন্তু ভায়া, পরের ভরসা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আপনার পায়ের জোর বেঁধে চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সকলই

হইবে ধীরে ধীরে, আপাততঃ একটা জায়গা দেখার কথাটা বিস্মৃত হইও না। একটা বিকট যায়গা চাই—১০ হাজার থেকে ২০ হাজার পর্য্যন্ত—একদম গঙ্গায় উপর হওয়া চাই। যদিও হাতে পুঁজি অল্প, তথাপি ছাতি বড় বেজায়, যায়গার উপর নজরটা রাখ্‌বে। একটা নিউইয়র্কে, একটা কলিকাতায় এবং একটা মান্দ্রাজে; এখন এই তিনটা আড্ডা চালাতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে যেমন প্রভু যোগান। * * *—দেশপর্য্যটনে উৎসুক—বেশ কথা, তবে এসব দেশে বড়ই মাগগি, ১০০০৲ টাকার কমে মাসে চলে না (ধর্ম্মপ্রচারকের)। তবে—র ছাতি আছে, খোদা দেনেওয়ালা সকলি ঠিক, তবে একটু ইংরাজী ভাষা দুরস্ত কর্ত্তে হবে অর্থাৎ ফলকথা এই যে, এদের দেশের বাঘভাল্লুক পাদ্রি পণ্ডিতদের মুখ হতে রুটী ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে নইলে, ফু করে বিদ্যের জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী, না বোঝে ত্যাগবৈরাগ্য, বোঝে বিদ্যের তোড়, বক্তৃতার ধূম আর মহা উদ্যোগ—তার উপর দেশ শুদ্ধ লোক ছল খুঁজ্‌বে—পাদ্রিরা ছলে বলে দাবাবার চেষ্টা করবে দিন রাত—এ সকল বোঝা ছাড়িয়ে মত চালাতে হবে। জগদম্বার ইচ্ছায় সকলি সম্ভব। আমার মতে কিন্তু যদি

—পাঞ্জাব বা মাদ্রাজে কতকগুলি সভা ইত্যাদি স্থাপন করে বেড়ান ও তোমরা একত্র হয়ে organised (সজ্ঘবদ্ধ) হও ত বড়ই ভাল হয়; নূতন পথ আবিষ্কার করা বড় কায বটে, কিন্তু উক্ত পথ পরিষ্কার করা ও প্রশস্ত ও সুন্দর করাও কঠিন কায। আমি যেখানে যেখানে প্রভুর বীজ বপন করে এসেছি, তোমরা যদি সেই সেই স্থানে কিয়ৎকাল বাস করে উক্ত বীজকে বৃক্ষে পরিণত কর্ত্তে পার, তাহা হইলে আমার অপেক্ষাও অনেক অধিক কায তোমরা করবে। উপস্থিত যারা রক্ষা কর্ত্তে পারে না, তারা অনুপস্থিতে কি কর্বে? তৈয়ারী রান্নায় একটু নুন তেল দিতে যদি না পার, তা হলে কেমন করে বিশ্বাস হয় যে, সকল যোগাড় কর্বে? না হয়—আলমোড়ায় একটা হিমালয়ান মঠ স্থাপন করুন এবং সেথায় একটা লাইব্রেরী করুন, আমরা দু দণ্ড ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করি এবং সাধন ভজন করি। যা হক, প্রভু যাকে যেমন বুদ্ধি দেন, আমার তাতে আপত্তি কি? অপিচ God speed—শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ (শুভ হউক, তোমাদের পথ কল্যাণকর হউক)। * *

আমি ক্ষুদ্র জীব—কিন্তু প্রভুর অনন্ত ঐশ্বর্য্য—মাভৈঃ মাভৈঃ, বিশ্বাস যেন না টলে! * * প্রভু অতি শীঘ্রই সকল বন্দোবস্ত করে দেবেন। * * মাভৈঃ। খুব

আনন্দ কণ্ঠে বল—তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে, বোকারাম?

ইতি সদৈকহৃদয়ঃ
বিবেকানন্দ।

(২৭)

C-o E. T. Sturdy, Esq.
High View,
Caversham,
Reading.
4th October, 1895.

অভিন্নহৃদয়েষু—

তুমি অবগত আছ যে, আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে। প্রায় এক মাস যাবৎ এস্থানে থাকিয়া পুনঃ আমেরিকা যাত্রা করিব। আগামী গ্রীষ্মকালে পুনঃ ইংলণ্ডে আসিব। এক্ষণে ইংলণ্ডে বিশেষ কিছু হইবার আশা নাই, তবে প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্। ধীরে ধীরে দেখা যাউক।

*　　*　　*　　*

তাঁহার এক্ষণে আশা অসম্ভব। অর্থাৎ Sturdy সাহেবের টাকা, সে যে প্রকার লোক চায়, সেই প্রকার অনাইতে হইবে। উক্ত মিঃ Sturdy আমার নিকট

দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং বড়ই উদ্যমী ও সজ্জন। থিয়োসফির হাঙ্গামায় পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বড়ই আপশোস।

প্রথমতঃ এরূপ লোক চাই, যাহার ইংরাজী এবং সংস্কৃতে বিশেষ বোধ।—শীঘ্র ইংরাজী শিখিতে পারিবেন এস্থানে আসিলে, সত্য বটে, কিন্তু আমি এদেশে শিখিতে লোক এখনও আনিতে পারি না, যাহারা শিখাইতে পারিবে, তাহাদের প্রথম চাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহারা সম্পদে বিপদে আমায় ত্যাগ করিবে না, তাহাদের আমি বিশ্বাস করি। ** অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক চাই, তারপর গোড়াপত্তন হয়ে গেলে যার ইচ্ছা গোলমাল কর, ভয় নাই। * দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্ম্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, কিছুমাত্রও নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখ্‌ছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই "ভাবের ঘরে চুরি"। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করিব? একঘেয়ে বল বল্‌বে, কিন্তু ঐটী আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে,

তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালবাসি। আমার মত অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ করবে। তাঁর দোঁহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।

পেটের কথা খুলে বল্লুম দাদা, রাগ করো না। আমি তোমাদের গোলাম যতক্ষণ তোমরা তাঁর গোলাম—এক-চুল তার বাইরে গেলে তোমরা আর আমি এক সমান। * * সমাজ ফমাজ যত দেখছ, দেশে বিদেশে, সব যে তিনি গিলে রেখেছেন দাদা—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (ইহারা পূর্ব্বেই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, হে অর্জ্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র হও)। আজ বা কাল ও সব তোমাদের অঙ্গে মিশিয়ে যাবে যে। হায় রে অল্প বিশ্বাস! তাঁর কৃপায় "ব্রহ্মাণ্ডম্ গোষ্পদায়তে।" (ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ হইয়া যায়) নিমক-হারাম হয়ো না, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নাম যশ সুকায যজ্জুহোষি যত্তপস্যসি যদশ্নাসি &c সব তাঁর পায়ে সঁপে দেও। আমাদেয় আর কি চাই? তিনি শরণ দিয়াছেন, আবার কি চাই? ভক্তি নিজেই যে ফল-স্বরূপা—আবার চাই কি? হে ভাই, যিনি খাইয়ে পরিয়ে

বুদ্ধি বিদ্যে দিয়ে মানুষ কর্‌লেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিন রাত দেখ্‌লে যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি !!! * বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বইত নয়, * * * অমন ঠাকুরের দয়া ভোল! বুদ্ধ, কেষ্ট, যীশু জন্মেছিলেন কি না, তার কোনই প্রমাণ নাই আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবন !! আর আমি কি বলিব? দেশে বিদেশে নাস্তিক পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা কর্‌ছে আর তোদের মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে !!! তোদের মত লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরী করে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধূলা পেয়েছিস। আমি কি করিব, আমাকে কাজেই গোঁড়া হতে হচ্চে। আমি যে তাঁর জন ছাড়া আর কোথাও পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা দেখ্‌তে পাই না। সকল যায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি। কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি যে রক্ষা কচ্ছেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে! না, তিনি রক্ষা কচ্ছেন! তাঁর জন ছাড়া যে আমি কাউকেই একটা

টাকা একটা মেয়ে মানুষের কাছে বিশ্বাস করিনে। যার তাঁকে বিশ্বাস নাই আর—তে ভক্তি নাই, তার ঘোঁড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙ্গালা বল্লুম মনে রেখ।

*　　　*　　　*　　　*

* * * হ—দুরবস্থা জানিয়েছেন এবং শীঘ্রই স্থান ছাড়া হতে হবে বল্‌ছেন। লেক্‌চার চেয়েছেন—লেক্‌চার ফেক্‌চার এখনও কিছু নাই, তবে কিছু টাকা এখনও গাঁটে আছে—তাকে পাঠিয়ে দেব, ভয় নাই। পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু সন্দেহ হচ্চে যে, আমার টাকা মারা গেছে—সে জন্যই পাঠাই নাই। দ্বিতীয়তঃ কোন্ ঠিকানায় পাঠাব, তা ত জানি না। মান্দ্রাজীরা দেখ্‌ছি, কাগজ বার কর্ত্তে পার্‌লে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দুজাতির যে একেবারেই নাই। যে সময়ে যে কাযে প্রতিশ্রুত হও, ঠিক, সেই সময়ে তা করা চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যায়। টাকাকড়ির কথা পত্রপাঠ জবাব দিতে হয়। * *—মহাশয় যদি রাজি হন, তা হলে তাঁকে কলিকাতার এজেণ্ট হতে বল্‌বে, কারণ, তাঁর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং তিনি এই সকল বিষয় অনেক বুঝেন, ছেলেমানুষী হুড়দঙ্গুলের কায নয়। একখা Centre ঠিকানা তাঁকে কর্ত্তে বল্‌বে, যে ঠিকানা—ঘড়ি ঘড়ি

বদলাবে না ও যে ঠিকানায় আমি কলকেতার সমস্ত চিঠি পত্র পাঠিয়ে দেব। * *

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

---

(২৮)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

London.

13th Nov. 1895.

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ প্রীত হইলাম। যেরূপ কার্য্য করিতেছ, তাহা অতি উত্তম। রা—অতি উদার ও মুক্তহস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার না হয়। শ্রীমান্—এর অর্থসংগ্রহ উত্তমসংকল্প বটে, কিন্তু ভায়া, এ সংসার বড়ই বিচিত্র, কাম কাঞ্চনের হাত এড়ান ব্রহ্মা বিষ্ণুরও দুষ্কর। টাকা কড়ির সম্বন্ধ মাত্রেই গোলমালের সম্ভাবনা। অতএব মঠের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাহাকেও করিতে দিবে না। রা—ছাড়া, ভারতবর্ষের কোনও গৃহস্থকে আমি এখনও নিঃসন্দেহ মিত্র বলিয়া জানি না। আমার বা আমাদের নামে কোনও গৃহস্থ মঠ বা কোনও উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ

করিতেছেন শুনিলেই সন্দেহ করিবে এবং তাহাতে হস্ত-ক্ষেপ করিবে না। বিশেষ দরিদ্র গৃহস্থ লোকেরা অভাব পূরণের নিমিত্ত বহুবিধ ভাণ করে। অতএব যদি কখনও কোনও ধনী বিশ্বাসী ভক্ত ও হৃদয়বান্ গৃহস্থ মঠাদি নির্ম্মাণের জন্য উদ্যোগ করেন অথবা সংগৃহীত অর্থ কোনও ধনী এবং বিশ্বাসী গৃহস্থের নিকট জমা হয়—উত্তম কল্প—নতুবা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। উপরন্তু অন্যকে এ কার্য্যে বিরত করিবে। তুমি বালক, কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। অবসরক্রমে মহানীতিপরায়ণ লোকও প্রতারক হয়। এই হচ্ছে সংসার। রা—কে টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না। পাঁচজনে মিলে কোনও কায করা আমাদের স্বভাব আদতেই নয়। এই জন্যই আমাদের দুর্দ্দশা। He who knows how to obey, knows how to command. Learn obedience first. (যিনি হুকুম তামিল করিতে জানেন, তিনিই হুকুম করিতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর।) এই সকল মহা স্বাধীনভাবপূর্ণ পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে Obedienceএর ভাব সেই প্রকার বলবান্। আমরা সকলেই হমবড়া, তাতে কখনও কায হয় না। মহা উদ্যম, মহাসাহস, মহাবীর্য্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও

জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদৌ নাই।

তুমি যে প্রকার কার্য্য করছ করে যাও—তবে পড়া শুনার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—ইতি। য—বাবু একখানি পত্রিকা—হিন্দি ভাষায়—প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে আমার চিকাগো স্পীচের অনুবাদ আলোয়ারের বা—পণ্ডিত করিয়াছেন। উভয়কেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবে।

তোমার নিমিত্ত এক্ষণে লিখি—রাজপুতানায় একটী center (কেন্দ্র) করিবার বিশেষ যত্ন করিবে। জয়পুর বা আজমীর প্রভৃতি কোনও central (মধ্যবর্ত্তী) স্থানে হওয়া উচিত—তদনন্তর আলোয়ার, খেতড়ী প্রভৃতি সহরে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিবে। সকলের সঙ্গে মিশিবে, কাহারও সহিত বিরোধ আবশ্যক নাই। পঃ না—জীকে আমার প্রেমালিঙ্গন দিবে—ঐ লোকটী খুব উদ্যমী—কালে বিশেষ কার্য্যক্ষম হইবে। মাঃ—সাহেব ও—জীকেও আমার যথাযোগ্য প্রেমসম্ভাষণ দিও। ঐ ধর্ম্মমণ্ডলী বলে কি একটা আজমীরে হয়েছে—সেটা ব্যাপার কি? বিশেষ লিখিবে। য—বাবু লিখেন যে, তাঁহারা আমায় পত্রাদি লিখিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত পাই নাই। * * * মঠ মড়ি কল্‌কেতায় কি কর্‌বে, কাশীতে

আড্ডা করিতে হইবে। সে সকল অনেক মতলব আছে, পরন্তু অর্থসাপেক্ষ। ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। খবরের কাগজে দেখে থাকবে যে, ইংলণ্ডে হুজুক ধীরে ধীরে যাচ্ছে। এদেশে সকল কায ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজবাচ্ছা কোনও কাযে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকানরা চট্‌পটে কি অনেকটা খড়ের আগুনের মত। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি সাধারণে প্রচার করিবে না। * * *—তে আমার কতগুলো চেলাপত্র আছে, সে গুলোকে নিয়ে তদারক কর্‌বে ** মহাশক্তি তোমাতে আস্‌বে—ভয় নাই—Be pure, have faith, be obedient. (পবিত্র হও, বিশ্বাসী হও, আজ্ঞাবহ হও)।

ছেলের বের বিপক্ষে শিক্ষা দিবে! বালকের বে কোনও শাস্ত্রে নাই। তবে ছোট ছোট মেয়ের বের বিপক্ষে এখন কিছু বলো না। ছেলের বে বন্দ কর্ত্তে পাল্লেই মেয়ের বে আপনা হতে বন্দ হয়ে যাবে। মেয়েকে ত আর মেয়ে বে কর্‌বে না। লাহোর আর্য্য-সমাজের সেক্রেটারীকে লিখ্‌বে যে, অ—বলে যে এক জন সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে থাক্‌তেন তিনি এক্ষণে কোথায়? সে লোকটার বিশেষ সন্ধান করিবে। * * * ভয় কি?

বিবেকানন্দ।

(২৯)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৩, সেণ্টজর্জ্জের রোড,

লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম।

৬ই জুলাই, ১৮৯৬।

প্রিয়—

*　　*　　*

আট্‌লাণ্টিকের এপারে এসে আমি বেশ আছি এবং আমার কার্য্যাদিও অতি সুন্দররূপে চল্‌ছে।

আমার রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলি লোকের খুব হৃদয়-গ্রাহিণী হয়েছিল—ক্লাশগুলিও বেশ চলেছিল। এখন কাযের মরসুম শেষ হয়ে গেছে—আমিও সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমি মিস্ মুলারের সঙ্গে সুইজর্লণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছি।—রা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো—বড় অদ্ভুতভাবে তাঁদের এদিকে ফিরিয়েছেন। আমি জো—র বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্য্য-প্রণালীর শতমুখে প্রশংসা না করে থাক্‌তে পার্‌ছি না। তাঁকে একজন সুচতুর রাজনীতিবিশারদ রমণী বল্‌তে পারা যায়। তিনি প্রয়োজন হলে একটা রাজ্য চালাতে পারেন। আমি, মানুষের ভিতর এমন চট্ করে সব বিষয় ধর্‌বার তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি, আবার উহাকে ভাল

বিষয়ে প্রয়োগ কর্‌বার ক্ষমতা খুব অল্পই দেখেছি। আমি আগামী শরৎকালে আমেরিকা ফিরব ও তথাকার কার্য্যভার আবার গ্রহণ কর্‌ব।

গত পরশ্ব সন্ধ্যায় আমি মিসেস্ ম—র বাটীতে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। উক্ত মহিলার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত ইতিমধ্যেই জো—র পত্রে অনেক খবর পেয়েছ।

যা হক, ইংলণ্ডে কায খুব আস্তে আস্তে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে বেড়ে চলেছে। এখানকার অন্ততঃ অর্দ্ধেক নরনারী আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। এই ব্রিটিশ্ সাম্রাজ্যের যতই ত্রুটি থাকুক, ইহা যে চার্‌দিকে ভাব ছড়াবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমার সংকল্প—এই যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আমার ভাবরাশি প্রদান কর্‌ব—তা হলেই সেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে। অবশ্য সব বড় বড় কাযই খুব আস্তে আস্তে হয়ে থাকে—উহার বাধাবিঘ্নও অনেক—বিশেষ আমরা হিন্দুরা—বিজিত জাতি বলে। কিন্তু তাও বলি—যেহেতু আমরা বিজিত, সেই হেতু আমাদের ভাব চারিদিকে ছড়াতে বাধ্য—কারণ, দেখা যায়—অধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই বিজিত পদদলিত জাতির মধ্য হতে উদ্ভূত হয়েছে। দেখ না—

য়াহুদীরা তাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে রোম সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি, সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত কর্‌ছি। মনে হয়, প্রবলপ্রতাপশালী এঙ্গ্‌লোইণ্ডিয়ান্‌দের মধ্যেও যে ভগবান্ রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি কর্‌তে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্চি, যেখানে, শয়তান বলে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্য্যন্ত ভালবাস্‌তে পার্‌বো।

বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলুম যে, কারু সঙ্গে সহানুভূতি কর্ত্তে পারতাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চল্‌তে পার্‌তাম না—কল্‌কেতার যে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে পর্য্যন্ত চল্‌তাম না। এখন তেত্রিশ বৎসর বয়স—এখন বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়ীতে বাস কর্‌তে পারি—তাদের তিরস্কার কর্‌বার কথা একবার মনেও উঠ্‌বে না! এ কি আমি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছি—না—আমার হৃদয় ক্রমে উদার হয়ে হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে আমি অগ্রসর হচ্ছি? আবার লোকে বলে শুন্‌তে

প্রেমাস্পদদের ত্যাগ করেছি—সব সুখের আশা ছেড়েছি—জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদা-ক্রীড়াশীল আদরের ধন—আমি তাঁর খেলুড়ে। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। তিনি আবার কোন্ হেতুতে যুক্তিতে চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎ নাট্যের সকল অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় কচ্চেন। জো—যেমন বলে—ভারি তামাসা, ভারি তামাসা।

এ ত বড় মজার জগৎ আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু। সব জগৎটা খুব মজা নয় কি? আমাদের পরস্পরে পরস্পরে ভ্রাতৃভাবই বল আর খেলুড়েগিরিই বল, এ যেন জগতের এই ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল স্কুলের ছেলেকে খেল্‌তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—আর সকলে চেঁচামেচি করে খেলা কচ্চে—তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি কর্‌ব—কাকে নিন্দা কর্‌ব—এ যে সবই তাঁর খেলা। লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়—কিন্তু তাকে ব্যাখ্যা কর্‌বে কিরূপে? তাঁর ত মাথা মুণ্ডু কিছু নেই—তিনি যুক্তিবিচারেরও কোন ধার ধারেন না। তিনি আমাদের সকলকে ছোটখাট মাথা ও বুদ্ধি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন—কিন্তু এবার আর

আমায় ঠকাতে পাচ্চেন না—আমি এবার খুব হুঁসিয়ার ও সজাগ আছি।

আমি এতদিনে দুএকটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি যে, ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ—এ সকল যুক্তিবিচার, বিদ্যা বুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বরের বাইরে—ও সব হতে অনেক দূরে। ওহে 'সাকি', * পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেম-মদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই—

ইতি

তোমারই পাগল বিবেকানন্দ।

(৩০)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৮ই আগষ্ট, ১৮৯৬।

প্রিয়—

তোমায় কয়েকদিন পূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, সম্প্রতি তোমায় জানাইতেছি যে, আমি ব্রহ্মবাদিনের † জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য

---

* প্রাচীন পারসীকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অভ্যাগতগণের পানপাত্রে সুরা ঢালিয়া দিত, তাহাকে সাকি বলিত। হাফেজ প্রভৃতির কবিতায় এই সাকি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

† ব্রহ্মবাদিন্ একখানি বেদান্তবিষয়ক ইংরাজী মাসিক। স্বামিজীর পৃষ্ঠপোষকতায় উহা মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং বহুকাল উত্তমরূপে পরিচালিত হইয়াছিল।

করিতে পারিব, তাহাতে তুমি নিজে স্বাধীন হইয়া ব্রহ্ম-বাদিনের জন্য কার্য্য করিতে ও উহাকে ভাল করিয়া দাঁড় করাইতে পারিবে।—এবং অন্য কয়েকটী বন্ধু কিছু টাকা তুলিয়া উহার মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তাহা হইলে গ্রাহকদিগের নিকট হইতে যে মূল্য পাওয়া যাইবে, তাহাতে ভাল ভাল লেখককে টাকা দিয়া উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই ব্রহ্মবাদিনে যে যে লেখা বাহির হইবে, তাহা যে সকলকে বুঝিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতাপ্রণোদিত হইয়া ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সকলের ইহার গ্রাহক হওয়া উচিত—অবশ্য আমি হিন্দু-গণকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি।

কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—

১। হিসাবপত্র সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক —অবশ্য আমার মনে একথা স্থান পায় না যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও অসচ্চরিত্র হইয়া দাঁড়াইবে; আমার এ কথা বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য যে, আমরা হিন্দুগণ কাযকর্ম্ম ও হিসাবপত্র বড় নেতাজোবড়া রাখিতে ভাল-বাসি। হয় ত কোন বিশেষ ফণ্ডের টাকা নিজের খরচের জন্য লাগাইয়া উহা শীঘ্রই সুধিয়া দিব—মনে করা; দস্তুর মত সব জিনিসের ঠিক ঠিক হিসাব না রাখা ইত্যাদি।

২। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ দৃঢ়নিষ্ঠা। তোমায় জানিতে হইবে যে, ব্রহ্মবাদিনটীকে উত্তমরূপে পরিচালনা করার উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, উহা তোমার ইষ্টদেবতার স্বরূপ হউক; তাহা হইলে দেখিবে, সব সুবিধা হইয়া যাইবে। আমি ইতিপূর্ব্বেই অভেদানন্দকে ভারতবর্ষ হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি * * * মনে রাখিও—সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা এবং গুরুর একান্ত আজ্ঞাবহতা সকল সিদ্ধির মূল।

দুই বৎসরের মধ্যে আমরা ব্রহ্মবাদিনটীকে এইরূপ দাঁড় করাইব যে, উহার আয় হইতেই উহার খরচ চলিয়া যাইবে; শুধু তাহাই নহে, উহা হইতে স্বতন্ত্র একটী আয়ও দাঁড়াইবে। বিদেশে ধর্ম্মপত্রিকার বেশী কাটতি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং হিন্দুগণকে উহার পৃষ্ঠপোষক হইতে হইবে। আর যদি তাহাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা থাকে, তবে উহারা নিশ্চয়ই ইহা করিবে।

ভাল কথা, এনি বেশান্ত একদিন আমাকে তাঁহাদের সমিতিতে ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি এক রাত্রি বক্তৃতা দিই—কর্ণেল অলকটও উপস্থিত ছিলেন। সকলের সহিতই যে আমার সহানুভূতি আছে, ইহা দেখাইবার জন্যই আমি এইরূপ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি কোনও পাগলামিতে যোগ

দিব না। আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলিও, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা জগতের শিক্ষক—ফিরিঙ্গিরা নহে। ইহলোকের বিষয়ে অবশ্য তাহাদের নিকট হইতে আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের প্রবন্ধ পড়িলাম। ছয় মাস পূর্ব্বে যখন তিনি উহা লিখেন, তখন তাঁহার নিকট প্রতাপ মজুমদারের ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া লিখিবার আর কোন উপাদান ছিল না; সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধটী ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। সম্প্রতি তিনি আমাকে একখানি সুন্দর সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন; তাহাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ পুস্তক লিখিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়া আমার নিকট সেই গ্রন্থের উপাদান চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে কতকটা দিয়াছি, ভারত হইতে আরও পাঠাইতে হইবে। কায করিয়া যাও। লাগিয়া থাক, সাহসী হও, ভরসা করিয়া সব বিষয়ে লাগ। ব্রহ্মচর্য্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; তোমার ত যথেষ্ট ছেলেপুলে আছে, আর কেন? এই সংসারটা কেবল দুঃখময়। কি বল?

ইতি তোমারই

বিবেকানন্দ।

---

(৩১)

লেক লুজার্ণ সুইজর্লণ্ড,

২৩শে আগষ্ট ১৮৯৬।

কল্যাণবরেষু—

অদ্য রা—বাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। পুনশ্চ তাঁহার মতে পুরুষ-দিগের একদিন এবং মেয়েদিগের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ে আমার বিচার এই—

১। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে যাইতে না পায় ত কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।

২। মেয়ে পুরুষ ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরক-দ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি?

৩। আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী অপাপী, সাধু অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে

নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্ম্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাহার নিকট আসিবে, সেই ভেসে যাক্।

৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." * এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসী ভাব মনেও স্থান দিবে না।

* ধনী ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা একটী উষ্ট্রের পক্ষে সূচীছিদ্রের মধ্যে প্রবেশও অপেক্ষাকৃত সহজ।—বাইবেল

৬। তবে কতকটা সামাজিক সাবধানতা চাই—সেটা কি প্রকারে কর্‌তে হবে? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) ছড়িদারের কার্য্য ঐ দিনের জন্য লইবেন। তাঁহারা মহোৎসবস্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন ও কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে কদাচার ও কুকথা ইত্যাদিতে নিযুক্ত দেখিলে তাহাদিগকে উদ্যান হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা ভালমানুষের মত ব্যবহার করে, ততক্ষণ তারা ভক্ত ও পূজ্য—মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক—গৃহস্থ হউন বা অসতী হউন।

আমি এক্ষণে সুইজর্লণ্ডে ভ্রমণ কারতেছি—শীঘ্রই জর্ম্মানিতে যাইব, প্রোফেসার ডয়সনের * সহিত দেখা করিতে। তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন ২৩।২৪ সেপ্টেম্বর নাগাৎ এবং আগামী শীতে পুনরাগমন দেশে।

আমার প্রণয় জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। ইতি—

বিবেকানন্দ।

* অধ্যাপক ডয়সন জর্ম্মাণির একজন বিখ্যাত দার্শনিক। ইনি ভারতীয় বেদান্তশাস্ত্র উত্তমরূপে আলোচনা করিয়াছেন এবং উহার বিশেষ পক্ষপাতী; বেদান্ত সম্বন্ধে উহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

(৩২)
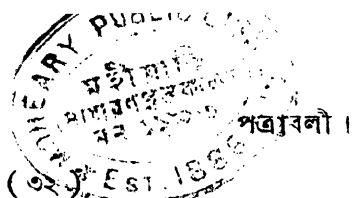
(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৪, গ্রে কোর্ট গার্ডেন,
ওয়েষ্টমিনিষ্টার,
লণ্ডন, ১৮৯৬।

প্রিয় আ—

আমি প্রায় তিন সপ্তাহ হইল সুইজর্লণ্ড হইতে ফিরিয়াছি, কিন্তু তোমাকে এ পর্য্যন্ত বিস্তারিত পত্র লিখিতে পারি নাই। আমি গত মেলে কীলনিবাসী পল ডয়সন * সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি।

ষ্টার্ডির † কাগজ বাহির করিবার মতলব এখনও কিছু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তুমি দেখিতেছ, আমি

* জর্ম্মানির অন্তর্গত কীল নামক স্থানে অধ্যাপক পল ডয়সন বাস করেন। তাঁহার সম্বন্ধে স্বামিজী মান্দ্রাজের "ব্রহ্মবাদিন্" পত্রে প্রবন্ধ লিখেন—এই পত্রে সেই সম্বন্ধেই তিনি বলিতেছেন। কীলে স্বামিজীর সহিত অধ্যাপকের সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† E. T. Sturdy.—ইনি লণ্ডনবাসী। থিওজফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তিনি ভারতে আসিয়া অনেক দিন ধরিয়া হিমালয় প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শিবানন্দের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। পরে-স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে গমন করিলে ইনি তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। স্বামিজীর বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা, সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ

সেণ্ট জর্জ্জ রোডের বাসা ছাড়িয়াছি। আমাদের একটী বক্তৃতা দিবার হল হইয়াছে। ৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, কেয়ার অব ই, টি ষ্টার্ডি এই ঠিকানায় এক বৎসর পর্য্যন্ত পত্রাদি আসিলে আমার নিকট পৌঁছিবে।

গ্রেকোট গার্ডেনের যে বাসা তাহা আমার ও অপর স্বামীর থাকিবার উদ্দেশ্যে, মাত্র তিন মাসের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে। লণ্ডনের কার্য্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই ক্লাসে অধিক লোকসমাগম হইতেছে। শ্রোতৃসংখ্যা যে ঐ হারে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আর ইংরাজ জাতি বড়ই দৃঢ়প্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান্। অবশ্য আমি চলিয়া গেলেই যতটা গাঁথনি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পড়িয়া যাইবে। কিন্তু তার পর হয় ত কোন অসম্ভাব্য ঘটনা হইবে, হয়ত কোন দৃঢ়চেতা ব্যক্তি আসিয়া এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন—প্রভুই জানেন, কিসে ভাল হইবে। আমেরিকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দিবার জন্য বিশ জন প্রচারকের স্থান হইতে পারে, কিন্তু কোথা হইতেই বা প্রচারক পাওয়া যাইবে আর তাহাদিগকে

প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য তিনি করিতেন। স্বামিজীর উৎসাহে তিনি ইংরাজীতে নারদীয় ভক্তিসূত্রের একখানি উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

তথায় আনিবার জন্য টাকাই বা কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি কয়েকজন দৃঢ়চেতা খাঁটি লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের অর্দ্ধেক জয় করিয়া ফেলা যাইতে পারে। কোথায় এরূপ লোক? আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ,—মুখে স্বদেশহিতৈষিতার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াতেছি আর আমরা মহা ধার্ম্মিক এই অভিমানে ফুলিয়া রহিয়াছি। মান্দ্রাজিরা অপেক্ষাকৃত চট্‌পটে ও দৃঢ়তাসহকারে একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু হতভাগাগুলা সকলেই বিবাহিত! বিবাহ, বিবাহ, বিবাহ! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটী কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া জন্মিয়াছে—যোনিকীট—এদিকে নিজেদের ধার্ম্মিক ও সনাতনপথাবলম্বী বলিয়া পরিচয়টুকু দেওয়া আছে! অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম কথা কিন্তু এখন মান্দ্রাজে উহার ততটা প্রয়োজন নাই, কিন্তু চাই এখন অবিবাহিত জীবন। যাক্ বালাই! বেশ্যালয়ে গমন করিলে লোকের মনে ইন্দ্রিয়াসক্তির যতটা বন্ধন উপস্থিত হয়, আজকালকার বিবাহ-প্রথায় ছেলেদের ঐ বিষয়ে প্রায় তদ্রূপ বন্ধনই উপস্থিত হয়। এ আমি বড় শক্ত কথা বলিলাম, কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও

স্নায়ু ইস্পাতনির্ম্মিত হইবে আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটী মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষত্রবীর্য্য, ব্রহ্মতেজ। আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাহাদের উপর সব আশা করা যায়, তাদের সব গুণ, সব শক্তি আছে—কেবল যদি এইরূপ লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত এই পশুত্বের বেদীর সমক্ষে হত্যা না করা হইত! হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মান্দ্রাজ তখনই জাগিবে, যখনই উহার হৃদয়ের শোনিতস্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া কোমর বাঁধিবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। ভারতের বাহিরে এক ঘা দিতে পারিলে উহার ভিতরের ১০০০০ ঘায়ের তুল্য হয়। যাহা হউক, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, সব হইবে।

আমি তোমাদের যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, মিস মুলার * সেই টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার নূতন প্রস্তাবের বিষয় বলিয়াছি। তিনি উহা ভাবিয়া দেখিতেছেন। ইতিমধ্যে আমার

* মিস মুলার লণ্ডনের একজন বিদুষী ধনী রমণী। ইনিও থিওজফিষ্ট ছিলেন। স্বামীজির প্রচারকার্য্যে ইনি নানাভাবে সাহায্য করেন।

বিবেচনায় তাঁহাকে কিছু কায দেওয়া ভাল। তিনি "ব্রহ্মবাদিন্" ও "প্রবুদ্ধ ভারতের" এজেণ্ট হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে লিখিবে। তাঁহার ঠিকানা—এয়ার্লি লজ, রিজওয়ে গার্ডেনস্, উইমব্ল্ডন, ইংলণ্ড। আমি গত কয়েক সপ্তাহ তাঁহার নিকটেই বাস করিতেছিলাম, কিন্তু আমি লণ্ডনে বাস না করিলে লণ্ডনের কার্য্য চলিতে পারে না সুতরাং আমি বাসা বদলাইয়াছি। মিস মুলার ইহাতে একটু বিরক্ত হইয়াছেন এবং আমিও তজ্জন্য দুঃখিত। কিন্তু কি করিব! উঁহার পূরা নাম—মিস্ হেন্‌রিয়েটা মুলার। ম্যাক্সমুলার দিন দিন অধিকতর মিত্রভাবাপন্ন হইতেছেন। আমাকে অক্সফোর্ডে শীঘ্রই দুইটী বক্তৃতা দিতে হইবে।

আমি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে একখানা বড় বই লিখিতে ব্যস্ত রহিয়াছি। বেদান্তের ত্রিবিধ ভাব লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বেদে যে সকল বচন আছে, সেই সমুদয় সংগ্রহ করিতেছি। তুমি যদি এখন একটী লোক যোগাড় করিতে পার, যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও পুরাণ সকল হইতে প্রথমতঃ দ্বৈত, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং তৎপরে সম্পূর্ণ অদ্বৈত-বাদাত্মক যত পারে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে, তবে আমার খুব সাহায্য হয়। ঐ গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক্‌রূপে সন্নিবেশিত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক

শ্লোকটী কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায় হইতে গৃহীত, তাহা লিখিতে হইবে। লেখাগুলিও যেন খুব পরিষ্কার হয়। বেদান্তদর্শনের কিয়দংশ অন্ততঃ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া গিয়া পাশ্চাত্যদেশ হইতে চলিয়া যাওয়া ভাল বোধ হইতেছে না।

মহীশূরে তামিল অক্ষরে সমগ্র ১০৮ উপনিষদ্ সমন্বিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ডয়সনের পুস্তকাগারে আমি উহা দেখিলাম। উহার কি কোন দেবনাগরী সংস্করণ আছে? যদি থাকে ত আমায় একখানি পাঠাইবে। যদি না থাকে, আমাকে তামিল সংস্করণটীই পাঠাইবে এবং একখানা কাগজে তামিল অক্ষরগুলি (সংযুক্ত অক্ষর সকলও) পাশে পাশে নাগরীতে লিখিয়া পাঠাইও—যাহাতে আমি তামিল অক্ষর শিখিয়া লইতে পারি। সেদিন আমার সহিত সত্যনাধান মহাশয়ের লণ্ডনে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে তাঁহার বেদান্তের উপর একটী বক্তৃতা এবং তাঁহার মৃত সহধর্ম্মিণীকৃত একখানি উপন্যাস উপহার প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, মান্দ্রাজের প্রধান এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান পত্র "মান্দ্রাজ মেলে" রাজযোগ পুস্তকখানির একটী অনুকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। আমি শুনিলাম, আমেরিকার প্রধান শারীর-বিধানশাস্ত্রবিৎ উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত আমার মত ও

সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এদিকে আবার ইংলণ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমার মতগুলি লইয়া উপহাস করিয়াছেন। অবশ্য আমার মতগুলি অতি সাহস-পূর্ণ আর উহার অধিকাংশই চিরকালই লোকের নিকট নিরর্থক থাকিয়া যাইবে। কিন্তু উহাতে এমন সকল বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে, শারীরবিধানশাস্ত্র-বিদগণ সেইগুলি যত শীঘ্র গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন ততই ভাল। যাহা হউক, যেটুকু ফল হইয়াছে, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট। আমার ভাব এই—লোকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কিছু বলুক।

অবশ্য ইংলণ্ডের সমালোচকগণ ভদ্র—আমেরিকার ন্যায় পচাল বকে না। তারপর ইংলণ্ডের মিশনরিদের কথা শুন। দেখিবে তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ডিসেণ্টার *। উহারা ইংলণ্ডের ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত নহে এখানকার ভদ্রলোকগণের মধ্যে যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারা সকলেই চার্চ্চ অব ইংলণ্ড ভুক্ত। ইংলণ্ডে ডিসেণ্টারগণের অতি অল্পই প্রতিপত্তি আর তাহারা শিক্ষিত নহে। তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে যাহাদিগের নিকট হইতে সাবধান

* যাহারা প্রতিষ্ঠিত চার্চ্চের বিরোধী তাহাদিগকে ডিসেণ্টার (Dissenter) কহে।

থাকিতে লিখ, আমি এখানে তাহাদের কথা কিছু শুনিতে পাই না। তাহারা এখানে অজ্ঞাত ও অপরিচিত এবং তাহারা বাজে বকিতেও সাহস পায় না। আশা করি, রামকৃষ্ণানন্দ এতদিনে মান্দ্রাজে আসিয়াছেন এবং তোমাদেরও সর্ব্বাঙ্গীন শারীরিক কুশল। হে বীরহৃদয় বালকগণ, অধ্যবসায়-সম্পন্ন হও। আমাদের কার্য্য সবে-মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। কখনই নিরাশ হইও না, কখনও বলিও না, আর না যথেষ্ট হইয়াছে। আমি একটু সময় পাইলে "প্রবুদ্ধ ভারতে"র জন্য গুটিকতক গল্প লিখিয়া পাঠাইব। অভেদানন্দের দ্বারা মাননীয় সুব্রহ্মণ্য আয়ার দয়া করিয়া যে সমাচার পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

তোমার চিরপ্রেমাবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

পুঃ—পাশ্চাত্যদেশে যখনই কেহ আসে এবং বিভিন্ন জাতিগণকে দেখে, তখনই তাহার চক্ষু খুলিয়া যায়। এইরূপেই আমি দৃঢ়চেতা কর্ম্মবীর সকল পাইয়া থাকি। কেবল অনর্থক বকি না, ভারতে আমাদের কি আছে, কি নাই, তাহা তাহাদিগকে স্পষ্ট দেখাইয়া দিই। আমার ইচ্ছা হয়, অন্ততঃ দশ লক্ষ হিন্দু সমগ্র জগতে ভ্রমণ করুক। ইতি বিঃ।

(৩৩)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আলমোড়া।

১লা জুন, ১৮৯৭।

প্রিয়—

তুমি বেদ সম্বন্ধে যে আপত্তিগুলি প্রদর্শন করিয়াছ, সেগুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যাইত, যদি 'বেদ' শব্দে কেবল সংহিতা বুঝাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্ব্ববাদিসম্মত মতানুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ এই তিনটীর সমষ্টিই বেদ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া এখন একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল উপনিষদ্‌কেই আমাদের সকল দার্শনিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

কেবল সংহিতা অংশটীই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক। প্রাচীন হিন্দুসমাজের ভিতর এই মতের প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয় নাই।

স্বামী দয়ানন্দের এই মত অবলম্বন করিবার কারণ এই যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন, সংহিতার নূতন ধরণের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি একটী পূর্ব্বাপরসঙ্গত মতবাদের সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা-প্রণালীতে গোল কিছু

মিটিল না ; এইটুকু হইল যে, তিনি সংহিতার ভিতর যে অসামঞ্জস্য নিবারণের চেষ্টা করিলেন, সেই অসামঞ্জস্য, সেই গোলযোগ 'ব্রাহ্মণে'র উপর গিয়া পড়িল। আর তাঁহার প্রক্ষিপ্তবাদ ও অন্যান্য ব্যাখ্যাপ্রণালীসত্ত্বেও এখনও এমন অনেক স্থল আছে, যাহার ভিতর গোল তখনও যেমন, এখনও তেমনি রহিয়াছে।

এক্ষণে যদি ইহা সম্ভব হয় যে, সংহিতার উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটী ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইতে পারে, তবে উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া যে আরও অধিক পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম্ম স্থাপন করা যাইতে পারে, ইহা সহস্রগুণে অধিক নিশ্চিত। অধিকন্তু এ পক্ষে সমগ্র জাতির পূর্ব্বপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যাইতে হয় না। এ পক্ষে প্রাচীন সকল আচার্য্যই তোমার দিকে হইবেন আর নূতন নূতন ভাব আনিবারও যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে।

গীতা নিঃসন্দেহই এত দিনে হিন্দুধর্ম্মের বাইবেল-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপেই ঐ সম্মানের উপযুক্ত বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে অনেক অনিশ্চিত বিষয় জড়িত হইয়া তাঁহার মূল চরিত্রকে এরূপ কুজ্‌ঝটিকাবৃত করিয়াছে যে, তাঁহার জীবন হইতে জীবনপ্রদ উদ্দীপনা লাভ করা বর্ত্তমান কালে

অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে নূতন নূতন চিন্তা-প্রণালী ও নূতন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমায় মৎপ্রদর্শিত পথে চিন্তার সাহায্য করিবে। আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

তোমারই বিবেকানন্দ।

(৩৪)*

আলমোড়া

১৫ই জুন, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মত মতান্তরে আসে যায় কি? সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদাদি জানিবে। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, হম আওর কুছ নেহিঁ মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, even unto death (মৃত্যু পর্য্যন্ত (। দুর্ব্বলগুলোর কর্ম্মবীর মহাবীর হতে হবে—

* ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন স্বামিজী তাঁহাকে কয়েকখানি পত্র দেন। ইহা তাঁহারই অন্যতম পত্র।

টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা যাদের লইবে, তারা নিজের নামে দিক্, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে! ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্ * * * ভ্যালা মোর ভাইরে, অ্যায়সাই চলো। It is the heart, the heart that conquers, not the brain. * পুঁথি পাতড়া, বিছেসিছে, যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই ত পূজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে"। এই ত আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য!

লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কি না! এরি নাম জীবন্মুক্তি, যখন সমস্ত 'আমি,' স্বার্থ চলে গেছে।

ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। তুমি যদি পার ত কলিকাতায় এসে আরও কতকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে একটা ফণ্ড তুলে তাদের দু এক জনকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক যায়গায়—আবার এক

* হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক নহে।

যায়গায় যাও! ঐ রকমে বিস্তার কর আর তাদের তুমি inspect (তত্ত্বাবধান) করে বেড়াও—ক্রমে দেখ্‌বে যে ঐ কার্য্যটা permanent (স্থায়ী) হবে—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও বিদ্যাপ্রচার আপনা আপনিই হবে। আমি কলিকাতাতে বিশেষ লিখেছি। ঐ রকম কায কর্‌লেই আমি মাথায় করে নাচি—ওয়া বাহাদুর! ক্রমে দেখ্‌বে এক একটা ডিষ্ট্রীক্টে এক একটা centre (কেন্দ্র) হবে—permanent (স্থায়ী)। আমি শীঘ্রই plainএতে (পাহাড় হতে নীচে) নাব্‌ছি। বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মর্‌ব, এখানে মেয়ে মানুষের মত বসে থাকা কি আমার সাজে? ইতি

তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

---

(৩৫) *

আলমোড়া।
৩০শে জুন, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার কথামত District Magistrate Levinge সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। অপিচ তুমি তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়া Dr. S

* স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত।

—কে দিয়া দেখাইয়া Indian Mirrorএ একটী লম্বা চৌড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক কাপি উক্ত মহোদয়কে পাঠাইবে। আমাদের মূর্খগুলো খালি দোষ অনুসন্ধান করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক।

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি। * * *

Orphan (অনাথ বালক) যোগাড়ের কি কষ্ট? মঠ হতে চারি পাঁচ জনকে না হয় ডাকিয়ে লও, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজিলে দুদিনেই মিলিবার সম্ভাবনা।

Permanent Centre (স্থায়ী আড্ডা) করিতে হইবে বৈকি। আর—দৈবকৃপা না হলে এদেশে কি কায হয়। রাজনীতি—ইত্যাদিতে কোনও যোগ দিবে না অথবা সংস্রব রাখিবে না। অথচ তাদের সহিত কোনও বিবাদাদিতেও কায নাই। একটা কার্য্যে তন্ মন্ ধন্। এখানে একটী সাহেবমহলে ইংরাজী বক্তৃতা হইয়াছিল ও একটী দেশী লোকদিগকে হিন্দীতে,—হিন্দীতে আমার এই প্রথম—কিন্তু সকলের ত খুব ভাল লাগ্‌ল। সাহেবেরা অবশ্যই যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, "কাল মানুষ"! "তাই ত কি আশ্চর্য্য" ইত্যাদি। আগামী শনিবার আর একটী বক্তৃতা ইংরাজীতে, দেশী লোকের জন্য। এখানে একটী বৃহৎ সভা স্থাপন করা

গেল—ভবিষ্যতে কতদূর কার্য্য হয় দেখা যাক্। সভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া।

সোমবার বেরেলি যাত্রা, তার পর সাহারাণপুর, তার পর আম্বালা, সেখান হইতে Cap. Sevier এর সঙ্গে বোধ হয় মসূরী, আর একটু ঠাণ্ডা পড়্লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।

তুমি খুব চুটিয়ে কায করে যাও, ভয় কি? আমিও "ফের লেগে যা" আরম্ভ করেছি। শরীর ত যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়? "It is better to wear out than rust out" (মর্চ্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল।) মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেল্‌বে তার ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেল্‌তে হবে—"এর কম নেশা হবেই না।" তাল ঠুকে লেগে যাও—"ওয়া গুরুকা ফতে!" টাকা ফাকা সব আপনা আপ্‌নি আস্‌বে, মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি কর্‌তে পারে?—মানুষ চাই—যত পাবে ততই ভাল। * * * এই ম---তা ত ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মানুষ নাই---কি কায কল্লে বল?

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

(৩৬)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

আলমোড়া।
১০ই জুলাই, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু---

আজ এখান হইতে সভার উদ্দেশ্যের যে proof (প্রুফ) পাঠাইয়াছিলে, তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। Rules and regulations (নিয়মাবলী) টুকু (যে টুকু আমাদের সভার সভ্যেরা পড়িয়াছিলেন) ভ্রমপূর্ণ। বিশেষ যত্নের সহিত সংশোধিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিবে, নহিলে লোক হাসিবে।

বহরমপুরে যে প্রকার কার্য্য * হইতেছে, তাহা অতীব সুন্দর। ঐ সকল কার্য্যের দ্বারাই জয় হইবে—মতামত কি অন্তর স্পর্শ করে? কার্য্য কার্য্য—জীবন জীবন—মতে ফতে এসে যায় কি? ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল কলা মূলা—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, দেশগত ধর্ম্ম—পরোপকারই এক সার্ব্বজনীন মহাব্রত। আবালবৃদ্ধবনিতা আচণ্ডাল আপশু সকলেই এ

* স্বামী অখণ্ডানন্দের উদ্যমে সম্পাদিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষকার্য্য।

ধর্ম্ম বুঝিতে পারে। শুধু negative ধর্ম্মে * কি কায হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, ৪ ঘণ্টা ধ্যান কর, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও— "মধু, তা কার কি?" ঐ যে কায অতি অল্পও হল, ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বল্‌বে, লোকে তাই শুন্‌বে। এখন 'রামকৃষ্ণ, ভগবান্' লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কর্ম্ম—কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? ঐ রকম যদি ১০টা ডিষ্ট্রীক্টে পারতে, তাহলে ১০টাই কেনা হয়ে যেত। অতএব বুদ্ধিমান, এখন ঐ কর্ম্মবিভাগটার উপরই খুব ঝোঁক আর ঐটারই উপকারিতা বাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। কতকগুলো ছেলেকে দ্বারে দ্বারে পাঠাও—অলখ জাগিয়ে টাকা পয়সা, ছেঁড়া কাপড়, চাল ডাল, যা পায় নিয়ে আসুক, তারপর সেগুলো ডিষ্ট্রীবিউট (বিতরণ) কর্‌বে। ঐ কায, ঐ কায। তারপর লোকের বিশ্বাস হবে, তার পর যা বল্‌বে শুন্‌বে।

কলিকাতায় মিটিংএর খরচ খরচা বাদে যা বাঁচে ঐ

---

* নিষেধাত্মক ধর্ম্ম—যথা চুরি করিও না, ব্যভিচার করিও না, ইত্যাদি।

famine এতে (দুর্ভিক্ষে) পাঠাও বা কলিকাতার ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য কর—হল্ ফল্ ঘোড়ার ডিম থাক, প্র— যা কর্‌বার তা কর্‌বেন। আমার এখন শরীর বেশ সেরে গেছে।

—র সঙ্গে কোনও সম্বন্ধে কায নেই—মেটিরিয়াল (মালমসলা) যোগাড় কচ্চ না কেন? আমি এসে নিজেই কাগজ start (আরম্ভ) কর্‌ব। দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়, লেক্‌চার, বই, ফিলসফি সব তার নীচে।—কে ঐ রকম একটা কর্ম্মবিভাগ গরীবদের সাহায্যের জন্য কর্ত্তে লিখ্‌বে।

* * *

*ঠাকুর পূজোর খরচ দু এক টাকায় মাসে করে ফেল্‌বে। ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্চে। * * * শুধু জল তুলসীর পূজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তা হলে সব কল্যাণ হবে। যোগেনের শরীর এখানে খারাপ হয়েছিল, সে আজ যাত্রা করিল—কলিকাতায়। আমি কাল পুনশ্চ দেউলধার যাত্রা করিব। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ।

(৩৭) *

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

আলমোড়া।

২৪শে জুলাই, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। Orphanage (অনাথাশ্রম) সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় অতি উত্তম ও শ্রীমহারাজ তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত। একটা স্থায়ী centre (কেন্দ্র) যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। * * টাকার চিন্তা নাই—কল্য আমি আলমোড়া হইতে plain এতে (সমতল প্রদেশে) নামিব, যেখানে হাঙ্গাম হইবে সেইখানেই একটা চাঁদা করিব, famine এর (দুর্ভিক্ষের) জন্য, ভয় নাই। যে প্রকার আমাদের কলিকাতার মঠ ঐ নমুনায় প্রত্যেক জিলায় যখন এক একটী মঠ হইবে, তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রচারের কার্য্যও যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও বিদ্যাশিক্ষাই প্রধান কার্য্য—গ্রামের লোকদের Lecture (বক্তৃতা) আদি দ্বারা ধর্ম্ম, ইতিহাস ইত্যাদি—শিক্ষা দিতে হইবে—বিশেষ ইতিহাস।

* স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত

ইংলণ্ডে আমাদের এই শিক্ষাকার্য্যের সহায়তার জন্য একটী সভা আছে, ঐ সভার কার্য্য অতি উত্তম চলিতেছে, সংবাদ পাইয়া থাকি। এই প্রকার চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমশঃ সহায় আসিবে, ভয় কি? যারা ভাবে যে, সহায়তা এলে তারপর কার্য্য করব, তাদের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। যারা ভাবে যে, কার্য্যক্ষেত্রে নাম্‌লেই সহায় আস্‌বে. তারাই কার্য্য করে।

সব শক্তি তোমাতে আছে বিশ্বাস কর, প্রকাশ হতে বাকি থাক্‌বে না। আমার প্রাণের ভালবাসা ও আশির্ব্বাদ জানিবে ও ব্রহ্মচারীকে জানাইবে। তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে মধ্যে লিখিবে, যাহাতে সকলে উৎসাহিত হয়ে কার্য্য করে। ওয়া গুরুকী ফতে—

কিমধিকমিতি—
বিবেকানন্দ।

---

(৩৮) *

মরি।
১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। লম্বা প্ল্যানে এখন কায নাই, যাহা under existing

* স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত।

circumstances possible (বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব) হয়, তাহাই করিবে। ক্রমে ক্রমে the way will open to you (তোমার পথ খুলিয়া যাইবে)। Orphanage (অনাথাশ্রম) অতি অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মেয়েটীকেও ছাড়া হবে না; তবে মেয়ে Orphanage-এর (অনাথাশ্রমের জন্য) মেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাই, আমার বিশ্বাস—মা এ বিষয়ে কায কর্ত্তে বেশ পার্‌বেন। অথবা উক্ত গ্রামের কোনও বৃদ্ধা বিধবাকে এ কার্য্যে ব্রতী করাও, যাঁর ছেলে পুলে নাই। তবে ছেলেদের ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্থান হওয়া চাই। Sevier সাহেব এ কার্য্যের জন্য তোমায় টাকা পাঠাইতে রাজি। তাঁহার ঠিকানা Nedon's Hotel, Lahore. যদি তাঁকে চিঠি লেখ, উপরে লিখিবে To wait arrival. আমি শীঘ্রই কাল বা পরশ্ব রাউলপিণ্ডি যাইতেছি, পরে জম্বু হইয়া লাহোর ইত্যাদি দেখিয়া, করাচি প্রভৃতি হইয়া রাজপুতানায় আসিব।

আমার শরীর বেশ ভাল আছে। ইতি

বিবেকানন্দ।

পুঃ—মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা

নীতি-পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম্ম—

জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ।

ইতি বি—

আমাদের দেশে এখন আবশ্যক Manhood (মনুষ্যত্ব) এবং দয়া—স ঈশঃ অনির্ব্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ—তবে প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে, (১) এই স্থলে এই বলা উচিত—স প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্বেষাং প্রেমরূপঃ। তিনি প্রেমরূপে সর্ব্বভূতে প্রকাশমান—আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো হে বাপু! বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান্ দয়া প্রেমের পূজো দেশে হক্। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদ-বুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ, অভীঃ। লোক না পোক্! হিন্দু, মুসলমান, কৃশ্চান্ ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে অর্থাৎ তাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্ হয় আর ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ।

(১) সেই ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ—তবে পাত্রবিশেষে প্রকাশ পান।

(৩৯) *

ওঁ তৎ সৎ।

কালিফোর্ণিয়া।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০০।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করলুম। বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ, উপরের চাকচিক্য মাত্র, সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্চে হৃদয়। জ্ঞান-বলক্রিয়াশালী আত্মার অধিবাস হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ (হৃদয়ে একশত এবং একটী নাড়ী আছে) ইত্যাদি। হৃদয়ের নিকট Sympathetic Ganglia নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা। হৃদয় যত দেখাতে পারবে ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে বোঝে। তবে আমাদের দেশে, মড়াকে চেতান; দেরী হবে, কিন্তু অপার অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যবল যদি থাকে ত নিশ্চিত সিদ্ধি, তার আর কি?

ইংরেজ রাজপুরুষদের দোষ কি? যে পরিবারটীর অস্বাভাবিক নির্দ্দয়তার কথা লিখেছ, উটী কি ভারতবর্ষে অসাধারণ, না সাধারণ? দেশ শুদ্ধই ঐ রকম হয়ে

* স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত।

দাঁড়িয়েছে। তবে, আমাদের দিশী স্বার্থপরতা, নেহাৎ দুষ্টামি করে হয়নি, বহু শতাব্দী যাবৎ বিফলতা আর নির্য্যাতনের ফলস্বরূপ এই পশুবৎ স্বার্থপরতা ও আসল স্বার্থপরতা নয়—ও হচ্চে গভীর নৈরাশ্য। একটু সিদ্ধি দেখ্‌লেই ওটা সেরে যাবে। ইংরেজ রাজপুরুষেরা ঐটীই দেখ্‌ছে চারিদিকে, কাযেই প্রথমে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্‌বে কেন? তবে যথার্থ কায দেখ্‌তে পেলে কেমন ওরা সহানুভূতি করে বল? দেশী রাজপুরুষেরা অমন করে কি?

এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ-মহামারীর দিনে, কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালারা কে কোথায় বল? খালি "আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও" বল্লে কি চলে? কে বা শুনছে ওদের কথা!! মানুষ কায যদি করে—তাকে কি আর মুখ ফুটে বল্‌তে হয়? তোমাদের মত যদি ২০০০ লোক জেলায় জেলায় কায করে—ইংরেজেরা ডেকে রাজকার্য্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করবে যে!! "স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ" (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কার্য্য উদ্ধার করিবেন)। * * * অ—কে centre (কেন্দ্র) খুল্‌তে দেন নি, তার বা কি, কিষণগড় দিয়েছে ত,—মুখটী বুজিয়ে সে কায দেখিয়ে যাক্—কিছু বলা কওয়া, ঝগড়াঝাঁটির দরকার নাই। মহামায়ার এ কাযে যে

সহায়তা করবে, সে তাঁর দয়া পাবে, যে বাধা দেবে "অকারণাবিস্কৃতবৈরদারুণঃ" (বিনা হেতুতে দারুণ শত্রুতা-বদ্ধ) নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারবে।

শনৈঃ পন্থাঃ ইত্যাদি, রাই কুড়িয়ে বেল।—যখন প্রধান কায হয়, ভিত্তি স্থাপন হয়, রাস্তা তৈরী হয়, যখন অমানুষ বলের আবশ্যক হয়—তখন নিঃশব্দে দু একজন অসাধারণ পুরুষ নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে নিঃসাড়ে কায করে। যখন হাজার হাজার লোকের উপকার হয়—ঢাক ঢোল বেজে ওঠে, দেশ শুদ্ধ বাহবা দেয়, তখন কল চলে গেছে—তখন বালকেও কায কর্ত্তে পারে, আহাম্মকেও কলে একটু বেগ দিতে পারে। এইটী বোঝ, ঐ দু একটী গাঁয়ের উপর, ঐ ২০টী অনাথ বালক সহিত অনাথাশ্রম—ঐ ১০ জন, ২০ জন কার্য্যকারী, এই যথেষ্ট, এই বজ্রবীজ। ঐ থেকে কালে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবে—এখন ২।১০টা সিংহের প্রয়োজন—তখন শত শত শৃগালেও উত্তম কায কর্ত্তে পারবে।

অনাথ মেয়ে হাতে পড়লে তাদের আগে নিতে হবে। নৈলে কৃশ্চানরা সেগুলিকে নিয়ে যাবে। এখন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই তার আর কি? মায়ের ইচ্ছায় বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। ঘোড়া হলেই চাবুক আপনি

আস্‌বে। এখন মেয়ে ছেলে এক সঙ্গেই রাখ—একটা ঝী দেখে দাও মেয়েগুলিকে দেখ্‌বে, আলাদা কাছে নিয়ে শোবে; তারপর আপনিই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। যা পাবে টেনে নেবে, এখন বাক্‌বিচার করোনা—পরে আপনিই সিধে হয়ে যাবে। সকল কাযেই প্রথমে অনেক বাধা—পরে সোজা রাস্তা হয়ে যায়।

তোমার সাহেবকে আমার বহু ধন্যবাদ দিও। নির্ভয়ে কায করে যাও—ওয়াহ্‌ বাহাদুর!! সাবাস সাবাস্‌ সাবাস!!

ভাগলপুরে যে কেন্দ্র স্থাপনের কথা লিখেছ সে কথা বেশ—স্কুলের ছেলেপুলেকে চেতান ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের mission (কার্য্যে) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষোর জন্য, আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভূষারা ভালবাসা দেখে ভিজবে, পরে তারাই দু এক পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রামে মিশন্‌ start (প্রতিষ্ঠা) কর্‌বে এবং ক্রমে ওদেরই মধ্য হতে শিক্ষক বেরুবে।

কতকগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখ্‌তে পড়্‌তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তারপর গ্রামের চাষারা চাঁদা করে তাদের এক একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখ্‌ব। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"

(নিজেই নিজেকে উদ্ধার কর্‌বে)—সকল বিষয়েই এই সত্য। We help them to help themselves. (১) ঐ যে চাষারা চাল ডাল দিচ্ছে—ঐটুকু হচ্ছে আসল কায। ওরা যখন বুঝ্‌তে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক্‌ কায হচ্ছে জান্‌বে। তা ছাড়া পয়সাওয়ালারা দয়া করে গরীবের কিছু উপকার কর্‌বে—তা চিরন্তন হয় না এবং তায় আখেরে উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাষাভূষো মৃতপ্রায় এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক্‌—এই মাত্র, তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক্‌, দেখুক্‌ এবং করুক। তবে ধনী দরিদ্রের বিবাদ যেন বাধিয়ে বসো না। ধনীদের আদতে গাল মন্দ দেবে না।—স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ (২) তা ছাড়া ওরা ত মহামূর্খ—অজ্ঞ ওরা কি কর্‌বে?

জয় গুরু, জয় জগদম্বে, ভয় কি? ক্ষেত্রকর্ম্মবিধান আপ্‌না হতেই আসবে! ফলাফল আমার গ্রাহ্য নাই, তোমারা যদি এতটুকু কায কর তাহলেই আমি সুখী। বাকি্য যাতনা, শাস্ত্র ফাস্ত্র, মতামত, আমার এ বুড়ো

(১) আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছি, যাহাতে তাহারা নিজে নিজেকে সাহায্য করিতে পারে।

(২) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কার্য্য উদ্ধার করিবে।

বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। যে কায কর্‌বে, সেই আমার মাথার মণি ইতি নিশ্চিতং। মিছে বকাবকি চেঁচামেচিতে সময় যাচ্ছে—আয়ুক্ষয় হচ্ছে—লোকহিত একপাও এগোচ্ছে না। মাভৈঃ, সাবাস্ বাহাদুর--গুরুদেব তোমার হৃদয়ে বসুন—জগদম্বা হাতে বসুন—

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৪১)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

কালিফোর্ণিয়া।

১৮ই এপ্রেল, ১৯০০।

কর্ম্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্যে প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কায করা বন্ধ হয়ে যায়; আর আমার সমুদয় মন প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কায তিনিই জানেন।

আমি ভালই আছি—মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ কচ্চি। লড়াইয়ে হার জিত দুই হল—এখন পুঁট্‌লি পাট্‌লা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা

করে বসে আছি। "অব শিব পার করো মেরো নেইয়া" —হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।

যতই যা হক্, জো, আমি এখন সেই পূর্ব্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ববানী অবাক্ হয়ে শুন্‌ত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালকভাবটাই হচ্চে আমার আসল প্রকৃতি—আর, কাযকর্ম্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করে গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বণী শুন্‌তে পাচ্চি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! —যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্য্যন্ত কণ্টকিত করে তুল্‌চে!—বন্ধন সব খসে যাচ্চে—মানুষের মায়া উড়ে যাচ্চে—কাযকর্ম্ম বিস্বাদ বোধ হচ্চে।—জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! —রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বল্‌চেন—"মৃতের সৎকার মৃতরা করুক্‌গে, সংসারের ভালমন্দ সংস্কার সংসারীরা দেখুক্‌গে, তুই ওসব ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছে পিছে চলে আয়!"—যাই, প্রভু, যাই!

হাঁ, এইবার আমি ঠিক্ যাচ্ছি। আমার সামনে

অপার নির্ব্বাণ-সমুদ্র দেখ্‌তে পাচ্চি! সময়ে সময়ে উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি—সেই অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র। মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্য্যন্তও যার শান্তি ভঙ্গ কচ্চে না!

আমি যে জন্মিছিলুম, তাতে আমি খুসী আছি—এত যে দুঃখ ভুগিছি, তাতেও খুসী—জীবনে কখন কখন বড় বড় ভুল যে করিছি, তাতেও খুসী—আবার এখন যে, নির্ব্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্চি, তাতেও খুসী। আমার জন্য সংসারে ফির্‌তে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্চি না—অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্চি না। দেহটা গিয়েই আমায় মুক্তি দিক্, অথবা দেহ থাক্‌তে থাক্‌তেই মুক্ত হই, সেই পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্যে গেছে---আর ফির্‌চে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে একটা কেবল, পূর্ব্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!

অনেক দিন হল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিইছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বল্‌বার আর অধিকার নেই। তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাক্‌তুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে

আমার পরম মধুময় মুহূর্ত্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা-ভাসান দিইছি। উপরে দিবাকর নির্ম্মল কিরণ বিস্তার কচ্চেন—পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদ্‌-শালিনী হয়ে শোভা পাচ্চেন—দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই এখন নিস্তব্ধ, স্থির শান্ত, !—আর, আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আর না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলিছি! এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গ্‌তে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়! প্রাণের এই শান্তি নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়! ইতি পূর্ব্বে আমার কর্ম্মের ভিতর মানযশের ভাবও উঠিত * আমার

* বাসনা ভিন্ন সংসারে শরীর ধারণ এবং নিঃস্বার্থ লোকশিক্ষা-কার্য্যও যে, সম্পন্ন হইতে পারে না, একথা বেদান্তশাস্ত্রের নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। মহর্ষি অষ্টাবক্র সমাধির জন্য চেষ্টাকেও কর্ম্মবন্ধন প্রসূত বলিয়া রাজর্ষি জনককে বলিয়াছেন :—

"অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি।"

গীতাতেও উল্লিখিত আছে—

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন "খাদ না থাকিলে গড়ন হয় না।" স্বামিজী এখন পূর্ণজ্ঞানদৃষ্টিলাভ করিয়া ঐভাবে এই কথা-গুলি বলিতেছেন।

ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসিত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগের আশঙ্কা থাকিত আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসিত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে; আর, আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলিছি। যাই! মা যাই! —তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে—যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই 'অশব্দ, 'অস্পর্শ,' অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে —অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল-মাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই!

আহা হা—কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলো পর্য্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর অতি দূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে! আর শান্তি —মধুর, মধুর, শান্তি—যেন যা কিছু দেখ্‌ছি শুনছি, সকলকে ছেয়ে রয়েছে!—মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায় কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা অনুরাগ থাকে না হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাব পর্য্যন্তও জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি!—চারিপার্শ্বে কতকগুলি পুতুল

আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন, শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎ-টাকে ঠিক ঐরূপ দেখাচ্ছে, আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নাই! ঐ আবার সেই আহ্বান!--যাই, প্রভু যাই!

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সুন্দরও বোধ হচ্চে না, কুৎসিতও বোধ হচ্চে না!—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্চে, কিন্তু মনে এটা ত্যাজ্য ওটা গ্রাহ্য এরূপ ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি বল্‌ব। যা কিছু দেখ্‌ছি শুন্‌ছি সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্চে; কেন না নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড় ছোট, ভাল মন্দ, উপাদেয় হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় বলে এই শরীর-টার প্রতি ইতিপূর্ব্বে যে বোধটা ছিল সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে! ওঁ তৎ সৎ!

তোমারই চিরবিশ্বস্ত

বিবেকানন্দ।

---

(৪১)

গোপাললাল ভিলা।
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।
৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০২।

প্রিয় স্বরূপ—

* * * *

চা—র সম্বন্ধে বক্তব্য এই, তাহাকে বলিবে, স—যেন ব্রহ্মসূত্র নিজে নিজে পড়ে। 'ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে', চা—র এ কথার অর্থ কি? অবশ্য সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিয়াছে, আর যদি সে উহা লক্ষ্য না করিয়া থাকে, তবে তাহার করা উচিত। কিন্তু শঙ্কর যে শেষ ভাষ্যকার। আর বৌদ্ধ-সাহিত্যে বেদান্তের উল্লেখ আছে, আর বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখা অদ্বৈতবাদের বিরোধী। বৌদ্ধ অমরসিংহ বুদ্ধদেবের একটী নাম অদ্বয়বাদী বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? চা—লিখিতেছেন, উপনিষদে ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ নাই!! কি আহাম্মকি!

আমার মতে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখাদ্বয়ের মধ্যে মহাযান প্রাচীনতর। মায়াবাদ ঋকসংহিতার ন্যায়ই প্রাচীন।

শ্বেতাশ্বতরে যে 'মায়া' শব্দ আছে উহা প্রকৃতির ভাব

হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে। আমার মতে ঐ উপনিষদ অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রাচীনতর।

সম্প্রতি আমি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব জানিয়াছি আর আমি ইহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত যে নানা আকারের শিবপূজা বৌদ্ধদের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল।

(১) বৌদ্ধগণ শৈবদিগের স্থানসমূহ দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া উহাদের নিকটেই নিজেদের নূতন নূতন স্থান করে। যেমন গয়ার নিকটে বুদ্ধগয়া, কাশীর নিকটে সারনাথ।

(২) অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহা কেবল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত একটা উপাখ্যান মাত্র।

(৩) বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্ব্বতে বাস করিতে গিয়াছিলেন তাহাতে ঐ স্থান পূর্ব্ব হইতেই ছিল প্রমাণিত হইতেছে।

(৪) গয়াতে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেই পিতৃ-উপাসনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের নিকট হইতে পদচিহ্ন উপাসনার অনুকরণ করে।

(৫) বারাণসী সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রাচীনতম গ্রন্থ-

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। মূল্য ।৶০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।/০ আনা।

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে—সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত—Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda' নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। এই পুস্তকে পাঠক স্বামিজীর বিষয়ে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। ইহা নিবেদিতার ডায়েরী হইতে লিখিত। সুন্দর বাঁধান, মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

ভারতের সাধনা—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত—(দ্বিতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সং)। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক, স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা সহ)। ধর্ম্মভিত্তিতে ভারতের জাতীয় জীবন গঠন—এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। পড়িলে বুঝা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয় উন্নতিসম্বন্ধীয় উক্তি সকল উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার যেন তাহারই ভাষ্যস্বরূপ এইগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার বিষয়গুলির উল্লেখ করিলেই পাঠক পুস্তকের কিঞ্চিৎ আভাষ পাইবেন :—প্রাচীন ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় জাতীয়তায় বিশেষত্ব, ভারতীয় নেশনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ, নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মজীবন, সন্ন্যাসাশ্রম, সমাজ, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা শিক্ষাকেন্দ্র শিক্ষাসংঘর্ষ, শিক্ষাসমন্বয়, শিক্ষাপ্রচার ও শেষ কথা এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান সংস্করণে আরো ৩টী নূতন প্রবন্ধ—একটী গ্রন্থারম্ভে 'সূচনা' ও অপর দুইটী গ্রন্থশেষে 'পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের একখানি প্রতিকৃতি এই পুস্তকে সংযোজিত আছে। উত্তম বাঁধান মূল্য ১৸০ টাকা।

স্বামী-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত—(৪র্থ সংস্করণ)। স্বামিজী ও তাঁহার মতামত সংক্ষেপে জানিবার এমন সুযোগ পাঠকইতিপূর্ব্বে আর কখনও পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। পুস্তক খানি ৭২ খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা।

নিবেদিতা—শ্রীমতী সরলাবালাদাসী প্রণীত; ৫ম সংস্করণ। (স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা সহিত) বঙ্গসাহিত্যে সিষ্টার 'নিবেদিতা' সম্বন্ধীয় এমন তথ্যপূর্ণ পুস্তক আর নাই। বসুমতী বলেন—" * * * এ পর্য্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে আমরা যত গুলি রচনা পাঠ করিয়াছি, শ্রীমতী সরলাবালার নিবেদিতা তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি। * * মূল্য ।০ আনা।

মিশনের অন্যান্যগ্রন্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের নানা রকমের ছবির ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা—উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার; কলিঃ।